Acc. No 1478
Coll No .....
Date .....
B. G. M.

* শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশমঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ

১। কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্যয়োঃ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীরাজা উবাচ—ভবতা সোমসূর্যয়োঃ (চন্দ্রস্য সূর্যস্য চ) বংশবিস্তারঃ কথিতঃ উভয়বংশানাং রাজ্ঞাং পরমাদ্ভুতং চরিতং চ।

১। **মূলানুবাদঃ** রাজা পরীক্ষিত শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে বললেন—ভগবন্! চন্দ্রসূর্য বংশের বংশলতিকা এবং উভয় বংশের রাজাদের পরমাদ্ভুত দিগ্বিজয়াদি চরিত আপনি পূর্বে বর্ণন করেছেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিকৃতবৈষ্ণতোষণী

শ্রীমন্মদনগোপালং বৃন্দারণ্য পুরন্দরম্।
শ্রীগোবিন্দং প্রপদ্যেঽহং দীনানুগ্রহকাতরম্॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্।
প্রেমভক্তি বিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ॥

১। শ্রীযুক্তো রাজা শ্রীরাজেতি শ্রীশব্দ-প্রয়োগোঽত্র শ্রীকৃষ্ণ-লীলারম্ভেঽতিশয়েন প্রেম্ণা বিরাজমানত্বাৎ। টজভাবঃ, সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ। রাজোবাচেতি পাঠস্তু সাধারণঃ॥ ০॥

সর্ব্বকথৈকমূলং শ্রীকৃষ্ণচরিতং বিস্তরেণ শ্রোতুং বক্তুঃ শ্রীবাদরায়ণেঃ প্রহর্ষণার্থং তদুক্তমভিনন্দতি,—কথিতি ইতি সার্দ্ধকেন। কথিতঃ প্রায়স্তত্তজ্জন্মকথা-প্রবন্ধেনাপ্যুক্তঃ, ন তূদ্দেশমাত্রেণত্যর্থঃ। তত্রাপি বংশানাং বিস্তারঃ প্রত্যেকং পুত্রপৌত্রাদিপ্রপঞ্চঃ। ভবতেতি পরমাদরাৎ। সোমস্য পূর্ব্বনিপাতস্তদ্বংশে সাক্ষাৎ শ্রীভগবদবতরণেনাভ্যর্হিতত্বাৎ। উভয়বংশ্যানাং চন্দ্র-সূর্য্য-বংশোদ্ভবানাং দিগ্বিজয়াদিচরিতঞ্চ কথিতম্। পরমমদ্ভুতং বিস্ময়াবহম্,—শ্রীপুরূরবঃককুৎস্থাদীনামুর্ব্বশী-পরিগ্রহেন্দ্রারোহণাদিনাত্যন্তালৌকিকত্বাৎ। যদ্যপি স্বায়ম্ভুব-

২। যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ॥

২। অন্বয়ঃ মুনিসত্তম! ধর্মশীলস্য যদোঃ চ তত্র অংশেন অবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ বীর্য্যাণি নঃ (অস্মাকং সমীপে) শংস (বর্ণয়)।

২। মূলানুবাদঃ হে মুনিসম্রাট! আপনি অতিশয় ধর্মশীল। যদুর বংশও আপনি বর্ণন করেছেন। এক্ষণে সেই যদুবংশে শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাবময়ী লীলাবলী আমাদের নিকট ফলাও করে বর্ণন করুন॥

মন্বাদিবংশ-তদ্বংশ্যচরিতান্যপি তৃতীয়স্কন্ধাদৌ কথিতানি সন্তি, তথাপি সোমসূর্য্যয়োরিতি,—উভয়বংশ্যানামিতি সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠয়োঃ শ্রীযদুনাথ-রঘুনাথয়োস্তত্র তত্র সম্বন্ধাৎ॥ জী০ ১॥

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ শ্রীরাজোবাচ—শ্রীযুক্ত রাজা বললেন। এখানে 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগের হেতু, রাজা পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণ লীলার আরম্ভে অতিশয় প্রেমের সহিত বিরাজমানতা। সর্বকথার অনন্যমূল শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তৃতভাবে শ্রবণের লালসায় বক্তা শ্রীবাদারায়ণীকে হর্ষে উৎভাসিত করে উঠাবার জন্য তার উক্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন—'কথিত' ইতি দেড় শ্লোকে। **কথিতো**—প্রায় সেই সেই জন্ম কথা প্রবন্ধেও বলেছেন, কেবল যে উদ্দেশ্যমাত্রে, তাই নয়। **বংশবিস্তারো**—এর মধ্যেও আবার ঐ বংশাবলীর বিস্তার অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদির নামাদি রচনার বাক্‌বাহুল্যেই প্রকাশ করেছেন। **ভবতা**—আপনার দ্বারা—পরম আদর হেতু এই পদের প্রয়োগ। সাধারণ নিয়ম 'সূর্যচন্দ্র' বলা, কিন্তু সেই নিয়ম ভঙ্গ করে সোমসূর্য—'চন্দ্রসূর্য' বলার হেতু চন্দ্রবংশে ভগবান্ কৃষ্ণের অবতরণে এই বংশ অতি সমাদৃত। এবং **উভয় বংশ্যানাম্ চরিতম্**—এবং এই উভয় বংশীয় রাজাদের দিগ্বিজয়াদি চরিত কথিত হয়েছে আপনার দ্বারা। **পরমাদ্ভুতম্**—বিস্ময়াবহ, শ্রীপুরূরবা-ককুস্থ প্রভৃতির উর্বশী বিবাহ, ইন্দ্রপদ-আরোহণ প্রভৃতি কর্ম অলৌকিক বলে বিস্ময়াবহ। যদিও স্বায়ম্ভুব-মন্বাদিবংশীয়দের চরিত সমূহও তৃতীয় স্কন্ধাদিতে বলা হয়েছে, তথাপি **সোমসূর্যয়োরিতি ইত্যাদি** চন্দ্রসূর্যবংশের সহিত সর্বাবতার শ্রেষ্ঠ শ্রীযদুনাথ রঘুনাথের সম্বন্ধ থাকায় চন্দ্রসূর্য বংশের রাজাদের চরিত পরমাদ্ভুত॥ জী০ ১॥

শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতসারার্থদর্শিনী।

ওঁ নমঃ শ্রীরাধাবিনোদায়।

১। বাচয়িতব্যেষ্বর্থেষু বক্তুরুৎসাহং বর্দ্ধয়িতুং তদুক্তমভিনন্দতি, কথিত ইতি। ব্রহ্মপৌত্রাৎ সূর্য্যাৎ ব্রহ্মপৌত্রত্বেন ব্রহ্মাংশত্বেন মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বেন স্বয়ং ভগবদঙ্গীকৃতবংশ্যতাকত্বেন চ সোমস্যাভ্যর্হিতত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। স্বায়ম্ভুবমনোস্তদ্বংশ্যানাঞ্চ পরমাদ্ভুতচরিত্রাণাং চতুর্থাদিষু কথিতত্বেঽপি তস্য বংশো ন পর্য্যবসানমধুরঃ। সোমসূর্য্যয়োর্বংশস্তু শ্রীকৃষ্ণরামচরিতাঽন্তিমত্বাৎ পর্য্যবসানমধুর ইতি তয়োরুৎকর্ষেণোল্লেখঃ॥বি০১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ বক্তব্য বিষয়ে বক্তার উৎসাহ বর্ধনের জন্য তাঁর কথাকে অভিনন্দন জানান হচ্ছে—কথিত ইতি। চন্দ্র ব্রহ্মার পৌত্র, অংশ ও মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। আরও, স্বয়ং ভগবান্

চন্দ্রবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই চন্দ্র সূর্য থেকে পূজ্য। সেই কারণেই সাধারণ নিয়মে 'সূর্যচন্দ্র' বলার পরিবর্তে 'চন্দ্রসূর্য' বলা হল শ্লোকে। স্বয়ম্ভুবমনু ও তদ্বংশীয়গণের পরমাদ্ভুত চরিতাবলী চতুর্থাদি স্কন্ধে বর্ণিত হলেও তার বংশসমাপ্তি মধুরে নয়। কিন্তু চন্দ্রসূর্যবংশের শ্রীকৃষ্ণ ও সীতাপতি রামের চরিত্র দিয়ে শেষ হওয়ায় সমাপ্তি মধুরে। এই কারণেই এই দুই বংশের কথা উৎকর্ষের সহিত উল্লেখ করা হল॥ বি০ ১॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী ঃ** যদোশ্চ বংশবিস্তারস্তদ্বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতং নিতরাং সম্যক্তয়া কথিতম্; তত্র হেতুঃ—ধর্ম্মশীলস্যেতি; ধর্ম্মোঽত্র শ্রীভগবদ্ভক্তিলক্ষণঃ,—'ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ' ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। শ্রীযদোর্ভক্তিনিষ্ঠত্বমেকাদশস্কন্ধে প্রবন্ধেন বক্ষ্যতে। অতএবোক্তং শ্রীকুন্তীদেব্যা—'যদোঃ প্রিয়স্যান্বয়ায়' (শ্রীভা০ ১।৮।৩২) ইতি। পৃথক্ত্বেন তস্যোক্তিস্তদ্বংশে শ্রীযদুদেবাবতরণেন সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ, ক্রমেণাভীষ্টপ্রশ্নেচ্ছাতশ্চ। মুনিষু সন্ উত্তমো মুনিসত্তমঃ শ্রীভগবদুক্তঃ, সত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণে রতঃ, সত্তমস্তৎ-পদাব্জয়োঃ প্রেমবিশেষবানিত্যেবং সম্বোধনেন কথিতে কথ্যে চ সমর্থতোক্তা। অভীষ্টমাহ—তত্রেত্যর্দ্ধকেন। ধর্ম্মশীলত্বাদেব তত্র যদোবংশেঽবতীর্ণস্য শ্রীগোলোকাখ্য-নিজ-পরম-লোকাৎ স্বয়ং প্রপঞ্চেঽভিব্যক্তিমাগতস্য। অংশেনেতি শ্রীধর-স্বামিচরণৈরেবং ব্যাখ্যাতম্; তত্র 'প্রতীতিঃ সাধারণজনানামেব জ্ঞেয়া,—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত' ইতি শ্রীভগবদ্গীতাতঃ (৭।২৫); ততশ্চাংশেনাবতীর্ণস্যেত্যসর্ব্বসুবোধস্বভাবস্যেত্যর্থঃ; যদ্বা, অংশেন শ্রীবলদেবেন সহেতি। তস্যাপি বীর্য্যাণি শংস্যানীতি ভাবঃ; অর্থান্তরে 'দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্' (শ্রীভা০ ১০।২৮।১৪), 'কৃষ্ণঞ্চ তত্র চ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ' (শ্রীভা০ ১০। ২৮।১৮) ইত্যনেন সুষ্ঠুনিরূপয়িষ্যমাণ-ব্যাখ্যা-বিশেষময়বচনেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা০ ১।৩।৩৮) ইত্যনেন চ বিরোধাপত্তেঃ। উক্তঞ্চ ব্রহ্মণা স্বসংহিতায়াম্ (৫।৫৪,৪৯),—'গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য, দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইতি; 'রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইত্যাদি। তত্র তত্র সন্দেহাস্তু নিরস্যন্তে। এবমন্যত্রাপি। বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপকতয়া পরিপূর্ণতাপর্য্যবসানস্য স্বয়ংভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। নোঽস্মান্ প্রতি বীর্য্যাণি মহাপ্রভাবময়চরিতানি শংস, স্তুতিবৎ সোৎকর্ষং বর্ণয়েতি শ্রীকৃষ্ণস্য চরিতানান্তু পরমপরমাদ্ভুতত্বং সূচিতম্। 'নো' ইতি বহুত্বম্,-তচ্ছুশ্রূষয়াত্মনো বহুমানাৎ, স্বসঙ্গিনামপেক্ষয়া বা; সা চ কৃপয়া বিনয়েনৈব বা;যদ্বা; নোঽস্মাকং পাণ্ডবানাং যো বিষ্ণু স্যেত্যাত্মনস্তস্মিন্ ভক্তিস্তদ্বার্য্যশ্রবণে লালসা চ সূচিতা॥ জী০ ২॥

২ **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যদোশ্চ বংশবিস্তারো**—যদুর বংশবিস্তার এবং তদ্-বংশীয়গণের চরিত, যা পরমাদ্ভুত, **নিতরাং**—সম্যক্ভাবে কথিত হয়েছে আপনার দ্বারা। এ বিষয়ে হেতু, **যদোঃধর্মশীলস্য**—যদু ধর্মশীল। এখানে ধর্ম বলতে শ্রীভগবৎভক্তি লক্ষণ ধর্ম— শ্রীভগবানের উক্তি "আমাতে ভক্তি নিষ্পন্ন হয় যা দ্বারা, তাকেই প্রকৃষ্টভাবে ধর্ম বলা হয়, অন্য বৃত্তিকে নয়। অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিদ্বারা উহাই ধর্ম শব্দে বাচ্য।"—শ্রীভা০ ১১।১৯।২৭। শ্রীযদুর ভক্তিনিষ্ঠত্ব একাদশ স্কন্ধের প্রবন্ধে বলা হয়েছে। অতএব শ্রীকুন্তীদেবী বলেছেন—"পবিত্রকীর্তি যদুর কীর্তির জন্য তদ্বংশে জন্মরহিত শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করেছেন।"—শ্রীভা০ ১।৮।৩২।

পৃথক ভাবে 'যদু'র নাম উল্লেখ হয়েছে—চন্দ্রবংশে শ্রীযদুদেবের আবির্ভাবে সেই বংশের সর্বতো-ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তিহেতু। এবং ক্রমানুসারে যে অভীষ্ট প্রশ্নের ইচ্ছা মনে আছে, সেই হেতু। **মুনিসত্তম**—মুণিগণের মধ্যে যিনি শ্রীভগবৎভক্ত তিনি সৎ, যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রত তিনি সত্তর (পূর্বের থেকে শ্রেষ্ঠ), আর যিনি শ্রীকৃষ্ণপদকমলে উন্নতোজ্জ্বল রসগর্ভা প্রেমবান্ তিনি মুনিসত্তম। শ্রীশুকদেবকে 'মুনিসত্তম' বলে সম্বোধনের দ্বারা কথিত এবং কথ্য বিষয়ে তাঁর সামর্থ্য বলা হল।

এইবার মহারাজ পরীক্ষিতের মনের অভিষ্ট বলা হচ্ছে শ্লোকার্ধের দ্বারা। **তত্র অংশেন অবতীর্ণস্য**—'তত্র' যদুবংশে। 'অবতীর্ণস্য' শ্রীগোলোক নামক নিজ পরমলোক থেকে স্বয়ং এই জগতে প্রকাশ—আগত, 'বিষ্ণোঃ' শ্রীকৃষ্ণের। **অংশেন**—এই পদের ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামিচরণই করেছেন - তিনি সেখানে বললেন—'প্রতীতি অভিপ্রায়েন' অর্থাৎ সাধারণ জনের প্রতীতি অনুসারে এই 'অংশেন' পদটির প্রয়োগ হয়েছে—সাধারণ জন, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানেন না তাঁরাই তাঁকে অংশবতার বলে মনে করেন। মহারাজ পরীক্ষিত তাঁর সভার সাধারণ জনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই পদটি ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু এইরূপ যথাশ্রুত অর্থের সহিত শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-প্রতিপাদনপর বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই সব বাক্য উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা (শ্রীভা০ ১০।২৮।১৮) "পরম-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করালেন।"(শ্রীভা০ ১০।২৮।১৭) —নন্দাদি গোপগণ বৈকুণ্ঠ থেকে ফিরে এসে দেখলেন,—বেদসকল কৃষ্ণকে স্তুতি করছে, এ দেখে তাঁরা সুবিস্মিত এবং নিবৃত্তচিত্ত হলেন। (এই লীলায় দেখান হয়েছে পূর্ণমাধুর্য ধাম শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণমাধুর্য বিগ্রহ কৃষ্ণের সঙ্গে যে সুখরাশি লাভ হয়, তা বৈকুণ্ঠেও হয় না এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠতা এবং কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদিত হয়েছে এখানে)। আরও, (শ্রীভা০১।৩।২৮)—"কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ম্ ভগবান্।" আরও, (ব্রহ্ম সংহিতা ৫।৫৪-৫৫) ব্রহ্মা এরূপ বলেছেন—"গোলোক নামক নিজ ধামে ও তার নিম্নস্থ দেবী-মহেশ এবং নারায়ণের সেই সেই ধাম সকলে যিনি প্রভাব বিস্তার করছেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" আরও, "যে কৃষ্ণ নামক পরমপুরুষ অংশ-নিয়মে তথায় নিয়ন্ত্রিত শক্তি সমূহের প্রকাশে রামাদি মূর্তিতে বিরাজমান্ হয়ে সেই সেই মূর্তি প্রকাশ করে নানা অবতার গ্রহণ করেন—যিনি নিজেও স্বয়ং অবতীর্ণ হন, সেই লীলাময় গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এই সব শাস্ত্রবাক্যে সকল সন্দেহ নিরসন করা হল। এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ আরও অন্যত্রও আছে। এখন যথার্থ অর্থ করা যাচ্ছে—**অংশেন**—বলদেবের সহিত। এই বাক্যের ভাব,বলদেবেরও বীর্য সমূহ বলুন। **বিষ্ণো**—বিষ্ণুপদে সর্বব্যাপকতা বুঝা যায়—অতএব এখানে বিষ্ণুপদে পরিপূর্ণতা-সীমা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকেই পাওয়া যাচ্ছে। **নঃ**—'অস্মান্' আমাদের প্রতি, **বীর্য্যাণি**—মহাপ্রভাবময় চরিত সমূহ, **শংস**—স্তুতিবৎ উৎকর্ষের সহিত বর্ণন করুন—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলীর পরম পরম অদ্ভুতত্ব সূচিত হল। 'নঃ' এইরূপে বহুবচন প্রয়োগের কারণ—এইলীলা শ্রবণের ইচ্ছা হেতু নিজের বহুমান—গৌরবে বহুবচন। অথবা এই সভায় উপস্থিত সকলের অপেক্ষায় বহু-বচন—এও তাঁদের প্রতি কৃপায় বা বিনয়ে। অথবা, 'নঃ' পদে 'অস্মাকং' আমাদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের যে বিষ্ণু, তার কথা বলুন—এইরূপে কৃষ্ণে ভক্তি এবং তৎবীর্য শ্রবণে লালসা সূচিত হল॥ জী০ ২॥

৩। অবতীর্য্য যদোর্ব্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ॥

৩। অন্বয়ঃ ভূতভাবনঃ (ভূতানি ভাবয়তি প্রেমদানেন পালয়তীতি তথা,) বিশ্বাত্মা ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) যদোঃ বংশে অবতীর্য যানি কৃতবান্ তানি নঃ (অস্মাকং নিকটে) বিস্তরাৎ বদ।

৩। মূলানুবাদঃ জীবকুলের প্রেমদায়ী, সর্বান্তর্যামি শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে-যে লীলা করেছেন সে সকল আমাদের বিস্তৃতভাবে বলুন॥

২। **শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা ঃ** — যদোশ্চরিতং কথিতং তস্য পিত্রাজ্ঞালঙ্ঘিত্বেপি শুদ্ধভক্তিমত্ত্বাৎ নিতরাং ধর্ম্মশীলত্বং নবমে ব্যাখ্যাতমেকাদশে ব্যাখ্যাস্যতে চ। মুনিসত্তমেতি মুনিত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং ভক্তমুখ্যত্বাৎ ভক্ত্যুৎকর্ষস্থাপকত্বমিত্যুভয়ং ত্বয্যেব দৃষ্টমিতি ভাবঃ তত্রাবতীর্ণস্য বীর্য্যাণি কথয়। কস্য, অংশেন বিষ্ণোর্যঃ খল্বংশেন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর্ভবতি, যস্যৈকাংশো বিষ্ণুস্তস্য পূর্ণস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা অংশেন শংস। সামস্ত্যেন বক্তুং ন কস্যাপি শক্তিরিতি ভাবঃ॥ বি০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ—যদোশ্চ ধর্ম শীলস্য**—ধর্মশীল যদুর চরিত্র পূর্বে বলা হয়েছে। যদু পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী হলেও শুদ্ধ ভক্তিমান্ বলে তাঁর অতিশয় ধর্মশীলতা শ্রীমদ্ভাগবতেরই নবম স্কন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং একাদশে আরও হবে। **মুনিসত্তম**—মুনিসম্রাট। মুনি বলে সর্বজ্ঞতা এবং ভক্তমুখ্যবলে ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপকতা ধর্ম শ্রীশুকদেবে দৃষ্ট হয় বলে তাঁকে মুনিসম্রাট বলে সম্বোধন করা হল এখানে। **অবতীর্ণস্য** এই জগতে যিনি অবতীর্ণ, তাঁর বীর্য বলুন। তিনি কে? তিনি **অংশেন বিষ্ণু**—এক অংশে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুরূপে বিরাজমান—যাঁর একাংশ বিষ্ণু সেই পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণের বীর্য বলুন। অথবা, যেহেতু লীলা অসীম সম্পূর্ণ বলা যায় না-তাই **অংশেন শংস**—একাংশেই বলুন॥ বি০ ২॥

৩। **শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কৃত বৈষ্ণবতোষণী টীকা ঃ** নন্বু সর্ব্বাণ্যপি তস্য কর্ম্মাণি পরমাদ্ভুতানীতি চেত্তর্হি তানি সর্ব্বাণ্যেব কথয়েত্যাহ, — অবতীর্য্যেতি। অবতার প্রয়োজনমুদ্দিশতি, — ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি কৃপয়া ভূতানি সর্ব্বাণ্যেব ভাবয়তি পালয়তীতি তথা সঃ। যতো বিশ্বাত্মা চেতনাদিশক্তিপ্রেরকত্বেন স্বভাবত এব হিতকারী, পরমস্বরূপত্বেন প্রেম-বিশেষ-পর্য্যবসানরূপশ্চেত্যর্থঃ; অতো যানি যাবন্তি কর্ম্মাণি, তানি সর্ব্বাণ্যেব বদ সংকীর্ত্তয়। তত্র চ বিস্তরাৎ-বিস্তরেণ প্রয়োজনাদি নির্দ্দেশেন, ন তু পূর্ব্ববৎ সংক্ষেপেণেত্যর্থ ইত্যসম্ভবেঽপি লালসয়ৈবোক্তম্॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, তাঁর সকল কর্মই পরম অদ্ভুত, তাই যদি হয়, তবে সে সবকিছুই বলুন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অবতীর্য ইতি। অবতার-প্রয়োজন বার্তা বলা হচ্ছে— **ভগবান্**—সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ হয়েও কৃপা করে **ভূতভাবনঃ**-সকল ভূতকেই পালনকারী, যেহেতু তিনি **বিশ্বাত্মা**-চেতনাদি শক্তি প্রেরকরূপে স্বভাবতঃই হিতকারী—পরম স্বরূপ বলে এই হিত প্রেমবিশেষেই পর্যবসান। অতএব **যানি** যত কিছু কর্ম **তানি** তা সব কিছু **বদ** সঙ্কীর্তন করুন। এর মধ্যেও আবার **বিস্তরাৎ**

৪। নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

৪। **অন্বয়ঃ** নিবৃত্ততর্ষৈঃ (বিগত বিষয়ভোগবাসনৈঃ) উপগীয়মানাৎ (স্বয়মপি নিরন্তরং কীর্ত্তিতাৎ) ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ (শব্দমাত্রেণ শ্রোত্রাণি অর্থজ্ঞানেন মনাংসি চাভিতো রময়তীতি মুক্তানাং মুমুক্ষূণাং বিষয়িণামপি শ্রবণ মনোহরাৎ) উত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদাৎ (উত্তমশ্লোক অতি যশস্মিন্ শ্রীভগবান্, তস্য গুণানাং নিরন্তরং বাদঃ কথনং তস্মাৎ তৎ কীর্ত্তনাৎ তচ্ছ্রবণাচ্চ) পশুঘ্নাৎ বিনা (ব্যাধাৎ বিনা) কঃ পুমান্ (কো জনঃ) বিরজ্যেত (বিরতো ভবেৎ)।

৪। **মূলানুবাদঃ** সংসার ব্যাধির ঔষধস্বরূপ এবং শ্রোত্রমনের সুখপ্রদ উত্তম শ্লোক শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলাদি, যা পান করার জন্য সৎবৈদ্যশিরোমণি শুদ্ধভক্তগণ উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে উপদেশ করছেন, তা শ্রীগুরুমুখে শ্রবণান্তর নিরন্তর কীর্তন করে না এমন কে আছে, একমাত্র ইহকালে পরকালে দুঃখী ব্যাধ বিনা॥

—বিস্তারিত ভাবে,প্রয়োজনাদি নির্দেশ মুখে, পূর্বের মতো সংক্ষেপে নয়। ইহা অসম্ভব হলেও লালসাতেই এরূপ প্রার্থনা॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতসারার্থদর্শিনী টীকা ঃ** নন্থ 'জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ব্রজমেধিতার্থঃ' ইত্যাদিনা অংশেনোক্তান্যেব সত্যং সামস্তেন তদ্বীর্য্যাণি সংক্ষিপ্তীকৃত্যাপি বক্তুমশক্যান্যেব। ত্বয়া ত্বংশেন যান্যুক্তানি তান্যপি সংক্ষিপ্তীকৃত্য শ্লোকাভ্যামুক্তান্যতো বহুভিঃ শ্লোকৈস্তান্যেব বিস্তৃতীকৃত্য ব্রূহীত্যাহ, অবতীর্য্যেতি। ভূতানি ভাববন্তি প্রেমবন্তি করোতীতি প্রয়োজনমুক্তং 'নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গরম্যয়েতি।' 'অবিতৃপ্তদৃশাং নৃণামিতি' 'স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যেত্যাদিভ্যস্তথৈবাবগমাৎ।' যতো বিশ্বাত্মা দেহজীবাভ্যাং সকাশাদপি পরমাত্মা প্রেমাস্পদী ভবিতুমর্হত্যেবেতি ব্রহ্মস্তবান্তে ব্যক্তী ভবিষ্যতি। বিস্তরাৎ অস্মদাদিমন্দবুদ্ধিসুগম্যার্থং বিস্তরং শব্দবাহুল্যং প্রাপয্যেত্যর্থঃ। 'বিস্তরো বিগ্রহো ব্যাসঃ সচ শব্দস্য বিস্তর ইত্যমরঃ॥ বি০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ** জন্ম নিয়েই অমনি পিতার ঘর ছেড়ে ব্রজে গেলেন বেড়ে উঠবার জন্য, ত্রই সব কথা পূর্বে আংশিকভাবে বলা হয়েছে, ঠিকই। তবে সমগ্রভাবে তাঁর বীর্য সংক্ষিপ্ত আকারেও বলে উঠতে পারা যায় নি। হে মুনিসম্রাট, আপনার দ্বারা আংশিক ভাবেও যা বলা হয়েছে, তাও সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র, দুইটি শ্লোকে। অতএব প্রার্থনা সেই কথাই বহু শ্লোকের দ্বারা বিস্তারিতভাবে বলুন—এই আশয়ে এই শ্লোকের অবতারণা—অবতীর্য ইতি।

ভূতভাবন—জীবকুলকে প্রেমবান্ করেন,এইরূপে অবতারগ্রহণের প্রয়োজন বলা হল, নৃলোককে আনন্দে ভরিয়ে দেন—'তাঁর রূপের এক কণ ডুবায় সর্বভুবন।' এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, যথা—(ভা০ ৯।২৪।৬৪) 'তাঁর মাধুর্যের আস্বাদনে নৃলোকের অতৃপ্তি আনয়ন করে। নিরন্তর আস্বাদনের

বাসনা জাগায়।' আরও, (ভা॰ ১১।১।৬) 'শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গমাধুর্য দর্শকজনের সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তি অপহরণ করে নেয়। অন্য কিছু রূপ দর্শন-বাসনা দূর করে দেয়। স্বসৌন্দর্য লাবণ্যসিন্ধুতে ডুবিয়ে প্রেমদান করে।' 'শ্রীকৃষ্ণের মতো এমন অহৈতুকী দয়ালু আর কোথায়?'—শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ১১।১।৭। উদাসীন ব্যক্তি যার সাধন ভজন কিছু নেই—এই ভজন জগৎ সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাকেও প্রেমদান করেন কৃষ্ণ, তাঁর অবতার কালে অহৈতুকী করুণা গুণে—'জিঘাংসয়াপি কিমুতোদাসীন্যেন'—শ্রীবিশ্বনাথ ভা॰ ১০।৬।৩৫।

বিশ্বাত্মা—পরমাত্মা, দেহ এবং জীবাত্মা থেকেও পরমাত্মা অধিক প্রেমাস্পদ হওয়ারই যোগ্য, এরূপ (ভা॰ ১০।১৪) ব্রহ্মস্তবের শেষে প্রকাশ করা হয়েছে। **বিস্তরাৎ**—মন্দবুদ্ধি আমাদের সহজ বোধ্য করে বহু বহু শব্দ প্রয়োগে পল্লবিত করে বলুন॥ বি॰ ৩॥

৪। শ্রীজীবগোস্বামিকৃতবৈষ্ণবতোষণী টীকা ঃ

ন চ বিস্তরেণ তত্র শ্রুতে মম তৃপ্তিরাশঙ্ক্যেত্যাশয়েনাহ,—নিবৃত্ততর্ষৈর্মুক্তৈরপ্যুপ অধিকং সর্ব্বোপরিতনত্বেন বা, গীয়মানাদিতি পরমফলত্বেন সদোপগানাৎ পরমানন্দময়ত্বম্। তত্র মুক্তা জ্ঞানিনঃ শুদ্ধভক্তাশ্চেতি দ্বৈবিধ্যে পুনর্জীবন্মুক্তাঃ প্রাপ্তসালোক্যাদয়শ্চেতি চতুর্বিধা জ্ঞেয়াঃ। ভবৌষধাদিত্যর্থান্মুমুক্ষূণাং সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বম্; শ্রোত্রমনোঽভিরামাদিতি শব্দমাত্রেণ শ্রোত্রাণি, অর্থেন মনাংসি চাভিতো রময়তীতি তথা তস্মাদিতি পারিশেষ্যাদ্বিষয়েচ্ছূনামপি সুখপ্রদত্বম্, তথা ভক্তীচ্ছূনাং তূত্তরদ্বয়মধিকম্, প্রথমঞ্চ যথোচিতং জ্ঞেয়মিতি চতুর্থোঽপ্যধিকারী কল্প্যঃ। এবং সাধ্যত্বং সাধনত্বঞ্চ; অতঃ সদা সর্ব্বসেব্যত্বমুক্তম্। অতএব উত্তমঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য শ্রীভগবতো গুণানাং নিরতিশয়-নিত্যসত্য-স্বাভাবিকানন্তানামৌদার্য্য-বাৎসল্যাদীনা-মনুবাদো নিরন্তরা পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিতা বা কথা, তস্মাৎ কো বিরজ্যেত, বিরতস্তৃপ্তো বা স্যাৎ? তত্রাদ্যানাং নিরন্তরং মনসি তল্লীলানন্দো ব্রহ্মানন্দাদপ্যধিকতয়া স্ফুরত্যত্যন্তোচ্ছলিততয়া তাদৃশগানত্বেন পরিণমতে চাতঃ স্বতঃসিদ্ধত্বাত্তেষু গানস্যৈব প্রাধান্যং দর্শিতম্। স্বতঃসিদ্ধ-তাদৃশভাবত্বেন ত এব চ প্রথমং নির্দ্দিষ্টাঃ। ভুক্তি মুক্তীচ্ছুষু তাদৃশস্ফূর্ত্ত্যভাবান্ন স্বতঃসিদ্ধত্বম্; অত ঔষধরূপত্বং শ্রোত্রদ্বারৈব মনঃপ্রবেশিত্বঞ্চোক্তম্। তস্মাচ্ছ্রবণ-স্যৈব প্রাধান্যং দর্শিতম্, পূর্ব্বতো ন্যূনত্বঞ্চ তত্র দ্বিতীয়েষু পরমার্থ-সাধনরূপত্বেন স্ফুরতি, বস্তুস্বভাবেন শ্রোত্র মনোঽভিরামত্বঞ্চাস্ত্যেব। তৃতীয়ানান্তু কেবলং শ্রোত্রমনোভিরামতয়েতি তারতম্যম্। চতুর্থানান্তু প্রথমেভ্য এব ন্যূনত্বমন্যেভ্যস্ত্বাধিক্যম্। শাস্ত্রেঽস্মিন্ পদবাক্যানাং ক্রমস্ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ,—পূর্ব্বপূর্ব্বন্যূনঃ, উত্তরোত্তরন্যূনঃ যাদৃচ্ছিকন্যূনশ্চ। তত্র প্রথমদ্বয়ং কৈমুত্যবিবক্ষয়া, উত্তরস্তভিধেয়ার্থস্য নাত্যাদরেণ প্রেমাবেশেন চেতি। অত্র তু ত্রয়াণাং যথোত্তরং ন্যূনতা, চতুর্থানান্তু যাদৃচ্ছিক্যেব; তথোক্তিস্তু মুক্তত্ব-মুমুক্ষুত্বাদ্যভাবেঽপি মম বিষয়িতয়া শ্রোত্রমনোঽভিরামত্বেনাপি তত্র বিরক্তির্ন যুক্তেতি বিনয়াৎ। পুমানিতি—স্ত্রীবদস্বতন্ত্রঃ, ক্লীববদ্বা, বিকলেন্দ্রিয়-শ্চেত্তদাত্মযোগ্যত্বাসম্ভাবনয়া বিরজ্যতাং নামেত্যর্থঃ; যদ্বা, পুংস এব সর্ব্বত্র প্রাধান্যাৎ পুমানিত্যুক্তম্; যদ্বা, পুমান্ জীবস্তেন চাধিকার্য্যপেক্ষাপি নিরস্তা। পশুঘ্নাৎ ব্যাধাৎ,—তস্য হি বিষয়িত্ব-সম্ভবেঽপি সততং হিংসাদিক্লেশবিদ্ধ-বুদ্ধিত্বেন লোকদ্বয়সুখ-বিবেকাসিদ্ধ্যা বিষয়িতায়া অপ্যভাবঃ; অত উক্তম্—'রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক। জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥' ইতি; তস্মাদ্যো বিরজ্যেত, স

লোকদ্বয়েঽপ্যাত্মক্লেশিতেন তদ্বিরাগাৎ পরেষ্বপি শল্যবদর্পণেন ব্যাধ এবেতি গালিপ্রদানে তাৎপর্য্যম্। অন্যদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাস-টীকায়াং কথামাহাত্ম্যে বিস্তারিতমেবাস্তি। তদেবং সামান্যতঃ শ্রীভবদ্‌গুণানুবাদস্যৈতাদৃশত্বে সতি, কিমুত শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-গুণানুবাদস্যেতি ভাবঃ॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** বিস্তারিত ভাবে বললে আমার তৃপ্তি এসে যাবে, এখানে এরূপ আশঙ্কারও কাবণ নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নিবৃত্ততর্ষৈঃ ইতি। মুক্তগণের দ্বারাও আধিক্যের সহিত অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ বোধে **গীয়মানাৎ** পরম সাধ্যরূপে সদা কীর্তিত হয়। এইরূপে কীর্তিত হওয়াতে বুঝা যাচ্ছে, শ্রীভগবানের গুণানুবাদ পরম আনন্দময় এঁদের নিকট! উপরের এই মুক্তগণ হল—(১) জ্ঞানী-মুক্ত (২) শুদ্ধভক্তমুক্ত—এর মধ্যে আবার জীবন্মুক্ত এবং সালোকাদি চতুর্বিধ মুক্ত।

সিদ্ধ মুক্তগণের কথা বলে এইবার বিভিন্ন সাধক এবং বিষয়ীগণের কথা বলা হচ্ছে, (ক)**ভবৌষধাৎ**-মোক্ষকামীদের পক্ষে গুণানুবাদ সর্বদুঃখ নিবর্তক। **শ্রোত্রমনোভিরামাৎ**—শুধুমাত্র শব্দগুণে কর্ণকে এবং অর্থগুণে মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়; (খ) তথা এই হেতু শেষপর্যন্ত বিষয়েচ্ছুগণেরও সুখপ্রদ হয়। তথা ভক্তি অভিলাষিজনেরও সুখপ্রদ হয়, কিন্তু এদের সুখপ্রদ হয় উপরের (ক) ও (খ) এই দুই অধিকারী থেকে অধিকমাত্রায়। বিষয়েচ্ছুগণকেও চতুর্থ অধিকারী বলে ধরা যায়। এইরূপে এই গুণানুবাদের শ্রবণ কীর্তন, সাধ্য এবং সাধন উভয়ই। অতএব সদা সর্বসেব্যত্ব বলা হল। আরও,অতএব **উত্তমশ্লোক** অতিযশস্বী শ্রীভগবানের **গুণানুবাদাৎ**-নিরতিশয়-নিত্য-সত্য-স্বাভাবিক-অনন্ত ঔদার্য-বাৎসল্যাদি গুণের অনুবাদ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কীর্তন থেকে, অথবা কথা থেকে কে বিরমিত হয় অথবা তৃপ্ত হয়?

পূর্বোক্ত প্রথমাধিকারী **সিদ্ধ** মুক্তগণের মনে সেই লীলানন্দ ব্রহ্মানন্দ থেকেও অধিকরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত উচ্ছলিত হয়ে তাদৃশ গানরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অতএব স্বতঃসিদ্ধতা হেতু তাঁদের মধ্যে গানেরই প্রাধান্য। স্বতঃসিদ্ধরূপে তাদৃশ ভাব প্রাপ্তি হেতু একেই প্রথমে নির্দিষ্ট করা হল। স্বর্গাদি-কামী কর্মীদের ও মোক্ষকামী জ্ঞানীদের তাদৃশ স্ফূর্তি হয় না বলে তাঁদের সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধতা নেই। এতএব গুণানুবাদকে এঁদের ক্ষেত্রে ঔষধস্বরূপ এবং কর্ণদ্বারে মনে প্রবেশের কথা বলা হল। আরও শ্রবণেরই প্রাধান্য দেখান হল এখানে। পূর্ব থেকে এই অধিকারী যে ন্যূন, তাও দেখান হল। এই অধিকারীর চিত্তে পরমার্থ সাধনরূপে স্ফূর্তি হয়। এবং বস্তু স্বভাবে শ্রোত্রমনের অভিরাম হয়।

অতঃপর বলা হচ্ছে বিষয়ী শ্রোতার কথা। এদের শুধুমাত্র শ্রোত্রমনের অভিরাম হয়, অন্য জড়ীয় গানবাদ্যাদিতে যেমন হয়। কিন্তু পরমার্থ সাধনরূপে উদয় হয় না এখানে—ইহাই পূর্বেরটি থেকে তারতম্য। যত অধিকারীর কথা বলা হল, তারমধ্যে তারতম্য বিচারে ভক্তীচ্ছুগণ প্রথম অধিকারী মুক্তগণ থেকে ন্যূন, কিন্তু অন্যসবার থেকে শ্রেষ্ঠ॥ জী০ ৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা শ্রীধরস্বামিভিঃ শ্রীমৎপ্রভুভিশ্চ সনাতনৈঃ। ঋজুত্বাত্ত্যক্তুমুচ্ছিষ্টং ভুজিষ্যোঽহমুপাদদে। অস্মদাদয়স্তু সংসাররোগগ্রস্তাঃ পরমভাগ্যলব্ধৈর্ভিষক্‌শিরোমণিভিস্তত্র ভবদ্ভির্গীয়মানাৎ কৃষ্ণলীলামৃত-মহৌষধাৎ

কথং বিরতা ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ নিবৃত্তেতি। ভবৌষধাৎ সংসারব্যাধেরৌষধরূপাৎ নিবৃত্ততর্ষৈর্যদেব নিষেব্য বিগত-তৃষ্ণাব্যাধিভিস্তৃষ্ণৈব সংসার স্তস্মান্মুক্তৈর্জ্ঞানাদিভ্যোপি উপ আধিক্যেন গীয়মানাৎ ভো ভো বয়মিব এতন্নিষেব্যৈব নিরাময়া ভবতেত্যুচ্চৈরুপদিশ্যমানাৎ অন্যৌষধবন্নাস্য কটূবাদিরসত্বমিত্যাহ,শ্রোত্রমনঃসুখপ্রদাৎ শ্রোত্রমনোভ্যামে-বৈতদৌষধং পীয়ত ইতি ভাবঃ। পশুঘ্নঃ স্বর্গসুখাভিলাষী কর্ম্মী তস্মাদ্বিনা স এব বিরজ্যেত নান্যঃ। যদুক্তং "ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ। কথায়ামিত্যাদি"। যদ্বা অত্র বক্তৃশ্রোত্রোরুভয়োরেবানন্দ ইত্যাহ নিবৃত্তেতি। উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানামনুবাদাদ্‌গুরোর্মুখাদাকর্ণ্য পশ্চাদনুকীর্ত্তনাৎ কঃ পুমান্ বক্তা বিরজ্যেত ? ন কোঽপি যতো নিবৃত্ততর্ষৈউপগীয়মানাৎ। কৃষ্ণস্য গুণানামনুকীর্ত্তনমপি উপসর্ব্বাধিক্যেন গীয়তে কিং পুনস্তেষা-মাস্বাদনমিতি ভবাদৃশো বক্তাস্তেষামাস্বাদকোঽপীতি ভাবঃ। অত্র বর্ত্তমান প্রয়োগাদাধিক্যবাচকোপশব্দোপন্যা-সাচ্চ নিবৃত্ততর্ষশব্দেন শুদ্ধভক্তা এব ব্যাখ্যেয়া ন তু জ্ঞানিনঃ ! তেষাং নিদিধ্যাসনস্যৈব শাশ্বতিক স্তুতিদৃষ্টের্ন ত্বনুকীর্ত্তনস্য। তথৈব গুণানুবাদং প্রাপ্য কঃ খলু মাদৃশঃ সাংসারিকঃ শ্রোতা বিরজ্যেত যতো ভবৌষধাৎ দ্বয়ো-রেব বিরাগাভাবে হেতুঃ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ কথঞ্চিদ্ধনাদিককামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা ॥ বি০ ৪ ॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ (টীকাকারের দৈন্যোক্তি) শ্রীধরস্বামিপাদ এবং প্রভুপাদ শ্রীসনা-তন গোস্বামিচরণ সহজ বলে যা ছেড়ে দিলেন, সেই ত্যাক্ত উচ্ছিষ্ট তাঁদের সেবক আমি উপাদেয় রূপে গ্রহণ করছি। রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুককে বলছেন, আমরা সংসার রোগগ্রস্ত জীব, পরমভাগ্যলব্ধ বৈদ্যশিরোমণি আপনাদের দ্বারা কীর্তিত কৃষ্ণলীলামৃত-মহৌষধ পান থেকে কি করে বিরমিত হতে পারি ? এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নিবৃত্ততর্ষৈঃ ইতি। **ভবৌষধাৎ**—শ্রীভগবানের গুণানুবাদ সংসারব্যাধির ঔষধস্বরূপ, তার থেকে (কে বিরমিত হতে পারে) **নিবৃত্ততর্ষৈঃ**—যা সেবন করে তৃষ্ণারূপ ব্যাধি চলে যায়। তৃষ্ণাই সংসার। সেই হেতু বিগত-ব্যাধি মুক্তগণের দ্বারা জ্ঞানাদি থেকেও অধিকরূপে কীর্তমান, যথা—'ভো ভো আমরাও এই ঔষধ নিষেবনে আরোগ্য লাভ করেছি, তাই উচ্চকণ্ঠে উপদেশ করছি—অন্য ঔষধের মতো ইহা কটু প্রভৃতি রসযুক্ত নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে **শ্রোত্রমনোভিরামাৎ**—শ্রোত্রমনের সুখপ্রদ,অতএব শ্রোত্র-মন উভয়ের দ্বারাই পান কর, এইরূপ ভাব।' **পশুঘ্নঃ**—যাঁরা যজ্ঞাদিতে পশুবধ করে সেই স্বর্গাভিলাষী কর্মী বিনা কে আর রিরমিত হয় গুণানুবাদ থেকে – এরাই একমাত্র বিরমিত হয়, অন্য কেউ হয় না। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩২।১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে,'ধর্মার্থকাম' এই ত্রিবর্গনিষ্ঠ, সংসার দ্বারা হতবুদ্ধি জনই কীর্তনীয় বিশাল লীলা-ময় মধুসূদনের নামরূপগুণ লীলায় বিমুখ হয়ে থাকে' ॥ বি০ ৪ ॥

মূল শ্লোকের অর্থান্তর—শ্রীভগবানের গুণাবলী বক্তৃশ্রোত্রী উভয়েরই আনন্দপ্রদ, তাই বলা হচ্ছে—নিবৃত্ততর্ষৈঃ ইতি।**উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ**—উত্তমশ্লোকের গুণানুবাদ থেকে অর্থাৎ গুরুমুখ থেকে শ্রবণান্তর অনুকীর্তন থেকে **কঃ পুমান্**—কোন্ বক্তা বিরমিত হয়, কেউ নয়। যে হেতু **নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ** —সংসার মুক্তগণের দ্বারাই উচ্চকণ্ঠে কীর্তিত হয় এ গুণানুবাদ—এই কৃষ্ণগুণের অনুকীর্তনও হয়ে থাকে **উপ**—সর্বাধিক্যের সহিত। ইহার আস্বাদনের কথা আর বলবার কি আছে। ভবাদৃশ বক্তা ইহার আস্বাদকও,

৫। **পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈর্দ্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।**
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ॥

৫। **অন্বয় ঃ** মে (মম) পিতামহাঃ যৎপ্লবাঃ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচরণতরণী সমাশ্রিতাঃ সন্তঃ) সমরে অমরঞ্জয়ৈঃ (দেবজয়সমর্থৈঃ) তিমিঙ্গিলৈঃ (তিমিঙ্গিল নামকমহাকায়জলজন্তুসদৃশৈঃ) দেবব্রতাদ্যা-অতিরথৈঃ (রথিশ্রেষ্ঠৈঃ) [ব্যাপ্তম্ অতএব] দুরত্যয়ং (দুষ্পারং) কৌরবসৈন্যসাগরং বৎসপদ কৃত্বা (গোবৎস-পদবৎ তুচ্ছীকৃত্য) অবতরন্ স্ম (পারং গতাঃ)।

৫। **মূলানুবাদ ঃ** ভবসাগরের খেয়াস্বরূপ যাঁর পাদপদ্ম সমাশ্রয়ে যুদ্ধে দেবতাজয়ী মহারথী আমার পিতামহ ভীষ্মাদি তিমিঙ্গিলের দ্বারা দুস্পার কৌরবসৈন্যসাগর গোষ্পদতুল্য তুচ্ছ করে পার হয়ে গিয়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের বীর্য সমূহ বলুন ॥ ৫ ॥

এরূপভাব। এখানে **বিরেজ্যত** – বর্তমান কালের এবং আধিক্যবাচক 'উপ' শব্দের প্রয়োগ হেতু 'নিবৃত্ততর্ষৈঃ' বাক্যের অর্থ শুদ্ধভক্ত করতে হবে, জ্ঞানী নয়। জ্ঞানীদের নিধিধ্যাসনেরই চিরন্তন স্থিতি দেখা যায়, কিন্তু অনুকীর্তনের নয়। ঠিক সেইরূপই শ্রোতাগণও মনে করে গুণানুবাদ শোনবার সুযোগ পেয়ে মাদৃশ সংসারিক জীব কে বিরমিত হয়, যেহেতু এ যে **ভবৌষধাৎ**—ভবৌষধ। বক্তাশ্রোতা উভয়েরই কীর্তনশ্রবণে বিরাগ না হওয়ার হেতু **শ্রোত্রমনোভিরামাৎ** এ যে শ্রোত্রমনের অভিরাম। **ধনাদি কামনায় যদি কোনও বক্তা শ্রোতা হয়, তবে সে বিরমিত হতে পারে।** এই আশয়ে বলা হল (পশুঘ্ন) অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ বিনা আর কে বিরমিত হতে পারে ? কেউ না ॥ বি॰ ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** অথ ত্রিকম্। তত্র ময়া তু বিশেষতো নিজকুলৈকগতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কথা সদাবশ্যশ্রোতব্যেত্যাশয়েনাহ,—পিতেতি। অমরঞ্জয়ৈরিতি মহাশৌর্য্যমুক্তম্; দেবব্রতেতীচ্ছা-মৃত্যুত্বাদিহেতু মহানিয়মনিষ্ঠয়া পরমদুর্জয়ত্বম্' স আদ্যঃ শ্রেষ্ঠো যেষামতিরথানাং তৈরিতি তৎপাল্যত্বেন তেষামপি দুর্জয়ত্বম্; অতএব দুরত্যয়ং দুস্তরমপি। অতিরথলক্ষণং মহাভারতে–'একাদশ সহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্। অস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ। অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ॥' ইতি। কৌরবাণাং দুর্য্যোধনাদীনাং সৈন্যমেব সাগরোঽতিবিস্তীর্ণত্বাদিনা, তম্। স্মেতি প্রসিদ্ধৌ। যৎপ্লবা ইতি প্লবস্তরণসাধনম্; তৎসাধনত্বঞ্চ তস্য ন বহিত্রতুল্যত্বেন বোঢ়ৃলক্ষণত্বম্, কিন্তু প্রভাববিশেষেণ বিলক্ষণমেবেত্যাহ, —বৎসপদমিব কৃত্বেত্যনায়াসেনৈব তরণাৎ ॥ ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** আমার পক্ষে তো বিশষতো নিজকুলের গতি কৃষ্ণের কথা সদা অবশ্য শ্রোতব্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পিতামহা ইতি। **অমরঞ্জয়ৈঃ ইতি**—এই পদে মহা-শৌর্য উক্ত হল। **দেবব্রত ইতি** ইচ্ছামৃত্যু ইত্যাদি ও মহানিয়মনিষ্ঠা হেতু পরমদুর্জয়ত্ব উক্ত হল। এই ভীষ্ম যে অতিরথীদের 'আদি' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই তাঁদের দ্বারা দুস্তর—ভীষ্মের পাল্য বলে তাদেরও দুর্জয়ত্ব। মহাভারতে অতিরথ লক্ষণ, এরূপ বলা হয়েছে—"যে একা একাদশ সহস্র ধনুকধারীর সহিত যুদ্ধ করতে

৬। দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ॥

৬। অন্বয়ঃ যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দ্রৌণ্যস্ত্র-বিপ্লুষ্টং (দগ্ধপ্রায়ং) কুরুপাণ্ডবানাং সন্তানবীজং (বংশরক্ষা-নিদানং) ইদং মদঙ্গং শরণং গতায়াঃ মে মাতুঃ চ কুক্ষিং গতঃ (গর্ভে প্রবিষ্ট) আত্তচক্রঃ (ধৃতসুদর্শনচক্রঃ সন্) জুগোপ (রক্ষিতবান্)।

৬। মূলানুবাদঃ যিনি সুদর্শনচক্র ধারণপূর্বক শরণাগত আমার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে কুরুপাণ্ডবকুলের সন্তানবীজ আমার এই অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ শরীর রক্ষা করেছিলেন সেই কৃষ্ণের বীর্য-সমূহ বলুন।

সমর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণ তাকে বলে মহারথ, আর যে একা অগণিত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ তাকে বলে অতিরথ।" **কৌরবাণাং**—দুর্যোধনাদির সৈন্যই সাগর, কারণ অতি বিশাল—সেই সাগরকে। **স্ম**—প্রসিদ্ধি অর্থে। **যৎপ্লবা**—শ্রীকৃষ্ণই 'প্লব' অর্থাৎ পারের সাধন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে সাধনত্ব তাতে নৌকার মতো বয়ে নেওয়া রূপ কোন লক্ষণ নেই—কিন্তু প্রভাব বিশেষ দ্বারাই তাঁর বিলক্ষণতা—এই আশয়ে বলা হচ্ছে **বৎসপদম্ কৃত্বাতরন্**—অনায়াসেই তরণ হেতু বিলক্ষণ॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মৎকুলদৈবতত্বেনাপি কৃষ্ণস্য কথা মম শ্রোতব্যেত্যাশয়েনাহ পিতামহা ইতি অমরান্ জয়ন্তীতি তৈঃ দেবব্রতো ভীষ্মঃ তিমিঙ্গিলতুল্যৈঃ দুরত্যয়ং দুষ্পারমপি বৎসপদমিব কৃত্বা অতরন্, যতো যঃ শ্রীকৃষ্ণ এব প্লবো যেষাং তে যং সমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ। তথা হি সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লব-মিত্যত্র ভবম্বুধির্বৎসপদমিতি তস্য বীর্য্যাণি বদন্বেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ॥ বি০ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ** আমার কুলদেবতা বলেও কৃষ্ণের কথা আমার শোনা উচিত। এই আশয়ে বলা—পিতামহ ইতি। **অমরঞ্জয়ৈঃ**—দেবতাগণকে যাঁরা জয় করে থাকেন সেই **দেবব্রতো আদি**-ভীষ্মাদি। **তিমিঙ্গিলৈঃ**-এরা তিমিঙ্গিল তুল্য। **দুরত্যয়ং**-দুষ্পার। দুষ্পার হলেও বৎসপদের মতো তুচ্ছ করে পার হয়ে যান। **যৎ**—কারণ এরা শ্রীকৃষ্ণের পদপল্লব-ভেলা সমাশ্রিত। আরও, যাঁর পদপল্লব আশ্রয়ে ভবাম্বুধি গোষ্পদতুল্য হয়ে যায় তার কথা বলুন॥ জী০ ৫॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বিশেষতো মম জীবনপ্রদশ্চ শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যাহ,—দ্রৌণীতি। বিশেষেণ প্লুষ্টং দগ্ধমিতি ব্রহ্মাস্ত্রস্যানন্যনিবার্য্যত্বাদ্-দাহকতমত্বাচ্চ। ইদমিতি জন্মান্তরীণত্বং ব্যাবর্ত্তিতম্; যদ্বা; প্রত্যক্ষমিত্যর্থ ইতি তত্র সংশয়ো নিরস্তঃ। কুর্বাদীনাং সন্তানবীজমিতি তৎকরুণায়াং হেতুঃ, সৈব স্বদেহে প্রীতিহেতুশ্চ। অতস্তেষাং সর্ব্বেষামপি কুলক্ষয়দোষনিরসনেন যশোধর্ম্মশ্চ রক্ষিত ইতি ভাবঃ। পাণ্ডবানাং কুরুত্বেঽপি পৃথগুক্তিস্তেষাং তত্র বিশেষাপেক্ষয়া অতএব কুরবস্তদন্য এব ব্রাহ্মণপরিব্রাজকাদিবদিতি তেষাং স্বসন্তানাভাব উক্তস্তেন শ্রীভগবতঃ পরমকারুণ্যমেবাভিপ্রেতম্, দুষ্টানাং সমূলনাশাৎ, প্রকারান্তরেণ তেষামপি বীজরক্ষয়া পরলোকহিতাচরণাচ্চ। প্রায়শ্চক্রাদানস্য সার্ব্বদিকত্বাৎ আত্তচক্র ইত্যুক্তম্; গোপনন্তু গদয়ৈব;—'অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব ভাস্করঃ' (শ্রীভা০ ১।১২।১০) ইতি প্রথমে প্রোক্তত্বাৎ; যদ্বা, ভক্তবাৎসল্যেন

ব্যগ্রতয়া রক্ষণার্থং চক্রঞ্চ গৃহীতং। চ-কারান্মাতুরঙ্গঞ্চজুগোপেত্যর্থঃ, গর্ভরক্ষয়া তদ্দেহস্যাপি রক্ষণাৎ, অন্যথা পত্যনুমরণমেব তস্যা অভীষ্টমিতি। অতস্তৎকথায়াং বিরক্ত্যা নিতরামকৃতজ্ঞতাপি প্রসজ্যেতেতি শ্লোক-দ্বয়তাৎপর্য্যম্ ॥জী০ ৬॥

৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ**– বিশেষতো শ্রীকৃষ্ণই আমার জীবনপ্রদাতা—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দ্রৌণীতি। **বিপ্লুষ্টং**—বিশেষভাবে 'প্লুষ্টং' দগ্ধ হয়ে গেলেও রক্ষা করেছিলেন—কারণ ব্রহ্মাস্ত্র অন্য কিছুদ্বারা অনিবারণীয় এবং দাহকতম বস্তু। **ইদম ইতি**—অঙ্গুলী নির্দেশে নিজশরীর দেখিয়ে বলছেন—'এই'—এর দ্বারা এ-ঘটনাটা যে জন্মান্তরীয়, তা বাধিত হল। অথবা, এই দেখ-না প্রত্যক্ষ—এইরূপে এ সম্বন্ধে সংশয় নিরস্ত হল। **কুরুপাণ্ডবানাম্**– কুরু প্রভৃতির সন্তানবীজ,শ্রীকৃষ্ণ করুণাতে ইহাই হেতু এবং ইহাই স্বদেহে প্রীতির হেতু। অতএব তাদের সকলেরই কুলক্ষয় দোষ নিরসনের দ্বারা যশোধর্ম রক্ষিত, এইরূপ ভাব। পাণ্ডবগণও 'কুরু' হলেও তাদের যে পৃথক্ উক্তি হল, তা তাদের বৈশিষ্ট্যের অপে-ক্ষায়। অতএব কুরুগণ অন্যই, যেমন বলা হয়ে থাকে ব্রাহ্মণপরিব্রাজক—এইরূপে দুর্যোধনাদি কুরুগণের স্বসন্তান অভাব বলা হল। এর দ্বারা শ্রীভগবানের পরম কারুণ্যই অভিপ্রেত—দুষ্টগণের সমূলে নাশ হেতু, আর প্রকারান্তরে তাদেরও বীজরক্ষা দ্বারা পরলোক-হিতাচরণ হেতু। চক্রগ্রহণের প্রায় সার্বদিকতা থাকা হেতু **আত্তচক্র**—চক্রধারী, এরূপ বলা হল। কিন্তু গোপন-গদা দ্বারাই রক্ষা করলেন–কারণ(ভা০ ১।১২।১০) শ্লোকে আছে—"সূর্যোদয়ে নীহার যেমন এক নিমেষে উড়ে যায় সেইরূপ কৃষ্ণগদার সম্মুখে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ উবে গেল।" অথবা, ভক্তবাৎসল্য হেতু ব্যগ্রতায় রক্ষণার্থে চক্রও গ্রহণ করা হয়েছিল। **মাতুশ্চ** এখানে এই 'চ' কারের দ্বারা মাতাকেও যে রক্ষা করেছিলেন, তা পাওয়া গেল—গর্ভরক্ষায় তাঁর দেহেরও রক্ষণ হেতু। অন্যথা পতির অনুসরণই তার অভীষ্ট।

অতএব তাঁর কথায় বিরক্তিতে অতিশয় অকৃতজ্ঞতা দোষও এসে যায়, এইরূপই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য ॥ জী০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মদেকরক্ষকত্বেনাপিতৎকথা অবশ্যশ্রোতব্যেত্যাহ দ্রৌণস্ত্রেণ বিপ্লুষ্টং দগ্ধং ইদমিতি তর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশতি। আত্তচক্রঃচক্রধারী। অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহার-মিব গোপতিরিতি প্রথমোক্তের্গদয়ৈব জুগোপ চ কারান্মাতুরঙ্গঞ্চ জুগোপ ॥ বি০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ** আমার একমাত্র রক্ষক বলেও তার কথা অবশ্য আমার শ্রবণ করা উচিত। এ আশয়ে বলা হচ্ছে—**দ্রৌণ্যস্ত্র**—দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রে **বিপ্লুষ্টম্**—দগ্ধ, **ইদম্**—তর্জনীতে নিজ বক্ষস্পর্শ করে পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন,আমার এই শরীর। **আত্তচক্রঃ**–চক্রধারী। 'নিজের গদা দ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্রতেজ থেকে অনায়াসে রক্ষা করেছিলেন', এরূপ প্রথমস্কন্ধে থাকার দরুণ বুঝা যাচ্ছে, চক্রধারী কৃষ্ণ গদাদ্বারাই অশ্বত্থামার অস্ত্রের তেজ প্রতিরোধ করেছিলেন অনায়াসে। **মাতুশ্চ**–এখানে 'চ' কার থাকাতে মাতার অঙ্গও যে রক্ষা করেছিলেন, সেই ভাব প্রকাশ পাচ্ছে ॥ বি০ ৬ ॥

Acc-1033/3.1.20

৭। বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্ব্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥

৭। **অন্বয়ঃ** বিদ্বন্! অখিলদেহভাজাং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং) অন্তর্ব্বহিঃ পুরুষ কালরূপৈঃ(অন্তর্যামিরূপৈঃ যমাদিরূপৈশ্চ) মৃত্যুম্ উত অমৃতঞ্চ প্রযচ্ছতঃ তস্য মায়ামনুষ্যস্য (মায়য়ৈব প্রাকৃতমনুষ্যতয়া প্রতীতস্য) বীর্য্যাণি বদস্ব।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ হে বিদ্বন্! নিখিল দেহধারীগণের মধ্যে যাঁরা অন্তরঙ্গ ভক্ত তাদেরকে চতুর্ভুজ দ্বিভুজরূপে অমৃত এবং যারা বহিরঙ্গ ভক্তদ্রোহী তাদেরকে কালরূপে মৃত্যু যিনি দান করেন, সেই মায়ামনুষ্য কৃষ্ণের বীর্য বলুন।

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ নন্থ, সত্যং নিবৃত্ততর্ষাদীনামুপাদেয় এব তদ্‌গুণানুবাদাস্তথা ভবদ্বিধানাং নিজরহস্যোহসৌ, কিন্তু তদ্বিমুখজনাশঙ্কয়া গোপয়িতুমিষ্যত ইত্যাশঙ্ক্য পরমৌৎসুক্যেন তানপি প্রবর্ত্তয়ন্ প্রার্থয়তে,—বীর্য্যাণীতি। দেহভাজাং জীবানামমৃতং মরণাদ্যশেষদুঃখরহিতং পরমমধুরং বা, বৈকুণ্ঠলোকং শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জপ্রেম বা প্রযচ্ছতো দদতঃ; চকারাদন্যদপ্যপেক্ষিতম্। বদস্ব, গুহ্যান্যপি প্রকাশয়েত্যর্থঃ,—'ভাষনোপসম্ভাষা' (পা০ ১।৩।৪৭) ইত্যাদিনা, লোট্; যদ্বা, হে স্ব! হে মদেকবন্ধো! মদেকধনেতি বা, অতোহস্মদ্ধিতার্থমবংশ্য বক্তুমর্হসীতি ভাবঃ। হে বিদ্বন্নিতি তানি সর্ব্বাণি ত্বয়া জ্ঞায়ন্ত এবেতি ভাবঃ। অন্যচ্ছীঘ্রামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতমেব। ভাবস্ত্বয়ম্—কথাশ্রবণাদিনান্তর্দৃষ্টীনাং সতামন্তর্যামিরূপেণামৃতম্, তদভাবে চ বহির্দৃষ্টীনাং কালরূপেণ মৃত্যুং দদাতি যতোহন্তর্দৃষ্ট্যর্থং তদ্বীর্য্যাণি ব্রূহীতি; অথবা, অন্তর্বহিশ্চ যানি পুরুষ-কালয়োরূপাণি তৈঃ। অত্র শ্রবণাদিনান্তঃস্থিতৈঃ সদ্ভিঃ পুরুষস্য শ্রীভগবতো রূপৈঃ শ্রীবিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তিভিঃ পরমানন্দম্, তদভাবেন চ কালস্য রূপৈর্বহিঃস্থিতৈর্যমাদিভির্বিবিধদুঃখম্; কিংবান্তর্বহিশ্চামৃতং বহিরন্তশ্চ মৃত্যুমপি প্রযচ্ছত ইত্যর্থঃ। মায়য়ৈব মনুষ্যস্য প্রসিদ্ধপ্রাকৃতমনুষ্যতয়া প্রতীতস্য স্বতো মনুষ্যাচারলীলত্বে প্রকৃতিধর্ম্মাতীতত্বাৎ; যদ্বা, তাদৃশমনুষ্য প্রকাশিকয়া মায়য়াপ্যমনুষ্যস্য মনুষ্যলোকাতীতস্য কদাপি সাক্ষাচ্ছ্রীগরুড়ারোহণ-রুদ্রজয়ব্রহ্মমোহনাদি ঐশ্বর্য্যপ্রকটনাৎ; যদ্বা, মায়া দয়া,—'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ, তয়া মনুষ্যস্য মনুষ্যাকারং প্রকটয়তঃ; যদ্বা, মায়া জ্ঞানম্,—'মায়া স্যাচ্ছম্বরীবুদ্ধ্যোঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ, 'মায়া তু বয়ুনং জ্ঞানম্' ইতি নিঘণ্টোশ্চ; তস্যাং জ্ঞানাবস্থায়ামপি মনুষ্যস্য নরাকৃতি-পরব্রহ্মত্বাত্তদ্রূপত্বেনৈব স্ফুরতঃ; অথবা, অখিলদেহভাজামনিয়তানাং জীবানাং নিয়মং বিনৈব তেষাং কেষাঞ্চিদৈচ্ছিকাদিমৃত্যুত্বেন দুর্ঘটদেহপাতানাং শ্রীভীষ্ম-দ্রোণাদীনাং মৃত্যুং দেহপাতং কুর্ব্বতঃ; কেষাঞ্চিদ্ভগবদ্বিরোধিত্বেন দুর্ঘটমোক্ষাণাং কংসাদীনামমৃতং মোক্ষমপি; চ-কারাৎ পূতনাদীনাং পরমভক্তগতিমপি কুর্ব্বতো যানি তস্য তাদৃশানি বীর্য্যাণি স্বচ্ছন্দচরিতানি বদস্ব। তত্র হেতুঃ—'বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যানি' ইত্যাদুক্তদিশা পুরুষরূপৈঃ পরমাত্মাদিভেদেন কালরূপৈশ্চান্তর্বহিশ্চ স্থিতস্যেত্যর্থঃ। ততশ্চ তেষামন্তর্বহিশ্চ স্বেচ্ছানুরূপমেব সম্পাদিতং যত্তদ্‌যুক্তমেবেতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানম্। এবং মৃত্যুমৃতপ্রদানেনৈশ্বর্য্যবিশেষাৎ, তথা

তাদৃশমনুষ্যতয়া মাধুর্য্যবিশেষাৎ, তথা স্ব-ধাম্নি স্ব-স্বরূপস্থস্যৈব সতঃ প্রপঞ্চে পুরুষাদিরূপেণ, স্বয়মপি চাভিব্যক্তেঃ। একস্যৈবাবতারিত্বাবতারত্বাভ্যাং বৈচিত্র্যাত্তদা পূর্ব্বমাহাত্ম্য-শ্রবণে স্বকৌতুক-বিশেষোঽপি দর্শিতঃ॥

৭। শ্রীজীব বৈ॰তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ, সত্যই মুক্তপুরুষগণের শ্রীভগবানের গুণানুবাদ অতি উপাদেয়ই লাগে তথা আপনাদের মতো জনের তো এ মর্মকথা। কিন্তু গুণানুবাদ বিমুখগণের ভয়ে গোপন করতে ইচ্ছা করছেন এঁরা, এইরূপ আশঙ্কা করে পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ রাজা পরিক্ষীৎ এই গুণানুবাদ আরম্ভ করবার জন্য প্রার্থনা করছেন—বীর্যাণি ইতি।

দেহভাজাং—জীবসকলকে দান করেন **অমৃতং**—অমৃতপদে মরণাদি অশেষ দুঃখরহিত, অথবা পরম মধুর বৈকুণ্ঠলোক, অথবা শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জপ্রেম। 'চ' কারের দ্বারা আরও অন্য আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। **বদস্ব**—গোপন হলেও প্রকাশ করে বল। অথবা **হে স্ব**—হে মদেকবন্ধো! অথবা, হে মদেকধন! অতএব আমার মঙ্গলের জন্য অবশ্য বলা উচিত। **হে বিদ্বন**—এই গুণানুবাদ সবই আপনি জানেন, এরূপ ভাব। হরিকথা শ্রবণে অন্তর্দৃষ্টিপ্রাপ্ত ভক্তজনদেরও অন্তর্যামিরূপে অমৃত এবং যারা শ্রবণ করে না সেই বহির্দৃষ্টি জনদের কালরূপে মৃত্যু দান করেন। অতএব অন্তর্দৃষ্টি যাতে হয় সেই জন্য শ্রীহরির বীর্য বলুন। **মায়ামনুষ্যস্য** মায়া+মনুষ্যস্য—'মায়য়া এব মনুষ্যস্য' অর্থাৎ মায়া মানুষ শ্রীকৃষ্ণ। জগন্মোহিনী মায়া দ্বারা মুগ্ধ মূঢ় জনের নিকট প্রসিদ্ধ প্রাকৃত একজন ব্যক্তি বিশেষ বলে প্রতীত হলেও স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণের যে মানুষের মতো আচরণময় লীলা, যথা—ক্ষুধায় কাতর, ননীচুরি, মায়ের ভয়ে ভীতি ইত্যাদি ভাব, এর মধ্যে প্রকৃতি-ধর্মাতীত অলৌকিক ভাব সর্বদাই নিহিত থাকে, কারণ শ্রীভগবান্ অলৌকিক ঐশ্বর্য মাধুর্য পূর্ণ তত্ত্ব। অথবা মায়া+অমনুষ্যস্য—তাদৃশ 'মনুষ্য প্রকাশিকায়া মায়য়াপ্যমনুষ্যস্য' উপর্যুক্ত ঐ জগন্মোহিনী মায়া দ্বারাই কদাপি শ্রীকৃষ্ণে মনুষ্যলোকের অতীতভাব অর্থাৎ অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রকাশ হতে দেখা যায়, যথা,—ব্রহ্ম-মোহনাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশ। ব্রহ্মমোহন কার্যটি জগন্মোহিনী মায়ারই—শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার নয়—(শ্রীজীব টীকা বৈষ্ণবতোষণী শ্রীভা॰ ১০।১৩ ৪৪)। অথবা,—মায়া দয়া। জীবলোকের প্রতি দয়া করে নরবপু নরভাব এই জগতে প্রকাশ করেন। অথবা—মায়া জ্ঞান। মায়া কবলিত জন এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত জন উভয়ের নিকটেই **মনুষ্যস্য**—শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম হওয়াতে সেইরূপেই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন।

অথবা, **অখিল দেহভাজাম্**—কোনও নিয়ম বিনাই অস্থির জীবদের কাউকে—ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতি হওয়াতে দেহের পতন দুর্ঘট সেই ভীষ্ম দ্রোণাদির দেহপাত ঘটান—আবার যাদের ভগবৎ বিরোধী বলে মোক্ষপ্রাপ্তি দুর্ঘট সেই কোনও কংসাদিকে **অমৃতং চ** মোক্ষ এবং 'চ'কারের দ্বারা পুতনাদিগকে পরমভক্তের গতি দান করেন।—শ্রীকৃষ্ণের এইসব ভাব অদ্ভুত বীর্য সম্বলিত সচ্ছন্দ লীলা বলুন। এ সম্বন্ধে হেতু—**অন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ**—"বিষ্ণুর তিনটিরূপ পুরুষাখ্য ইত্যাদি"—এই অনুসারে **পুরুষরূপৈঃ**—পরমাত্মাদি বিভিন্ন প্রকারে এবং কালরূপে অন্তরে এবং বাইরে স্থিত **তস্য**—কৃষ্ণের, সুতরাং অন্তরে এবং বাইরে তাঁর দ্বারা স্বেচ্ছানুরূপ যা কিছু সম্পাদিত, তা সমুচিতই, এইরূপভাব। এইরূপে মৃত্যু-অমৃত প্রদানের দ্বারা ঐশ্বর্য বিশেষ সম্বলিত লীলার জন্য, তথা তাদৃশ মনুষ্যভাব জনিত মাধুর্যবিশেষ সম্বলিত লীলার জন্য,

৮। রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।
দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা॥

৮। অন্বয়ঃ সঙ্কর্ষণঃ রাম রোহিণ্যাঃ তনয়ঃ ত্বয়া (ভবতৈব) প্রোক্তঃ দেবক্যাঃ গর্ভসম্বন্ধঃ দেহান্তরং বিনা কুতঃ (কেনোপায়েন ঘটতে)।

৮। মূলানুবাদঃ হে বিদ্বন্! আপনি নবমস্কন্ধে একবার সঙ্কর্ষণকে রোহিনীনন্দন বলেছেন, আবার তাঁকেই পুনরায় দেবকীপুত্র মধ্যেও গণনা করেছেন। এ কি করে হয়, দেহান্তর বিনা॥

অভিব্যক্ত কৃষ্ণের, তথা গোলোক ধামে স্বস্বরূপে থেকেই স্বাভাবিক ভাবেই প্রপঞ্চে পুরুষাদিরূপে এবং নিজে সাক্ষাৎ ভাবেও অভিব্যক্ত কৃষ্ণের বীর্য বলুন। একেরই অবতারিত্ব-অবতারত্বদ্বারা বৈচিত্র হওয়াতে তখন পূর্ব মাহাত্ম্যশ্রবণে পরীক্ষিতের নিজ কৌতুক বিশেষও দেখান হল॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সর্ব্বগতিপ্রদত্তেনাপি শ্রোতব্যানীত্যাহ বীর্য্যাণীতি। অখিলদেহভাজাং মধ্যে যে অন্তরঙ্গা ভক্তাঃ যে চ বহির্বহিরঙ্গাঃ ভক্তদ্রোহিণঃ তেভ্যোঽমৃতং মৃত্যুঞ্চ প্রযচ্ছতস্তস্য বীর্য্যাণি বদস্বেত্যন্বয়ঃ। তত্রান্তরঙ্গেভ্যো বসুদেবাদিভ্যঃ পুরুষরূপৈশ্চতুর্ভুজদ্বিভুজপুরুষাকারৈরমৃতং পরমানন্দং বহিরঙ্গেভ্যঃ কংসাদিভ্যঃ কালরূপৈঃ কালোঽয়মিতি বিহ্বল ইতি মৃত্যুর্ভোজপতেরিত্যুক্তরীত্যা মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডৈঃ পিত্তদূষিতরসনয়া তিক্তরসৈরিব সাক্ষান্মারকত্বেন ভাতৈর্মৃত্যুং উত অনন্তরং অমৃতং মোক্ষং চ প্রযচ্ছত ইতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবত্ত্বং। কিম্বা লীলায়া নিত্যত্বজ্ঞাপনার্থং বর্ত্তমান প্রয়োগঃ। মায়য়া স্বরূপেণৈব মনুষ্যস্য। স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। 'অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণ' ইতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেঃ॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ সর্বগতিপ্রদ বলে শ্রোতব্য। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বীর্যাণি ইতি।

অখিলদেহভাজাং—অখিলদেহধারীরর মধ্যে যারা **অন্তর্বহিঃ** অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং যারা বহিরঙ্গা ভক্তদ্রোহী তাঁদের উভয়কেই যথাক্রমে **মৃত্যুমৃতামৃতঞ্চ** - অমৃত এবং মৃত্যু যিনি দেন, তাঁর বীর্যসমূহ বলুন। এর মধ্যে **পুরুষকালরূপৈঃ**—অন্তরঙ্গ বসুদেবাদিকে পুরুষরূপে অর্থাৎ চতুর্ভুজ-দ্বিভুজরূপে অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দ এবং বহিরঙ্গ কংসাদিকে কালরূপে অর্থাৎ 'অহো সম্মুখে আমার কাল সমাগত, এরূপে বিহ্বল' এবং 'কংসের নিকট মৃত্যু' শ্রীমদ্ভাগবতের এইসব উক্তি অনুসারে পিত্তদূষিত রসনায় মিছরিখণ্ড তেতো লাগার মতো সাক্ষাৎ মারকরূপে প্রতিভাত কালরূপে দান করেন মৃত্যু ও তৎপর মোক্ষ। **প্রযচ্ছত**—দান করেন, এইরূপ বর্তমান কালের প্রয়োগ—সম্মুখেই যেন দেখছেন, এই ভাবে; অথবা লীলার নিত্যত্ব জ্ঞাপনের জন্য। **মায়ামনুষ্যস্য**—মায়া নামক স্বরূপভূত নিত্যশক্তি যুক্ত পরমপুরুষের। তাই মনীষিগণ তাঁকে মায়াময় বিষ্ণু বলে থাকেন।—মাধ্যভাষ্যপ্রমাণিত শ্রুতি॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণীটীকাঃ তত্র বিশেষং পৃচ্ছতি—রোহিণ্যা ইতি চতুর্ভিঃ। সঙ্কর্ষণঃ ইতি শ্রীদেবকীপুত্রেষু 'সঙ্কর্ষণমহীশ্বরম্' (শ্রীভা০ ৯।২৪।৫৪) ইতি সঙ্কর্ষণাখ্যয়া যঃ রোহিণীপুত্রত্বেন ত্বয়া প্রোক্ত ইত্যর্থ ইতি ভেদোঽপি নিরস্তঃ॥ জী০ ৮॥

৯। কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্‌ব্রজং গতঃ।
ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥

৯। **অন্বয়ঃ** মুকুন্দঃ ভগবান্ কস্মাৎ (কেন হেতুনা) পিতুর্গেহাৎ ব্রজং গতঃ সাত্বতাং পতিঃ (ভক্তজনপরিপালকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং ক্ব (কস্মিন্‌স্থানে) বাসং কৃতবান্।

৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীভগবান্ মুকুন্দ কি কারণেই বা পিতা বসুদেবের ঘর ছেড়ে মহাবনে চলে গিয়েছিলেন। পুনরায় সেখান থেকে গিয়ে গোপেদের সঙ্গে কোথায়ই বা বাস করেছিলেন।

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** এ সম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা করছেন—রোহিণ্যা ইতি চারিটি শ্লোকে **সঙ্কর্ষণ ইতি**—দেবকীপুত্রের মধ্যে (ভা০ ৯।২৪।৫৪) শ্লোকে সঙ্কর্ষণ নামে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে সেই **রাম**—বল নামক রাম—তাকেই রোহিণীপুত্র বলে হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি বললেন—এইরূপে ভেদ নিরস্ত হল॥ জী০ ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাঃ** অত্র বিশেষং পৃচ্ছতি রোহিণ্যা ইতি চতুর্ভিঃ। প্রোক্তো নবমস্কন্ধে। সঙ্কর্ষণমহীশ্বরমিতি দেবকীপুত্রেষ্বপি তস্যৈব সঙ্কর্ষণস্য দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধশ্চ উক্তঃ স কুতো ঘটত ইত্যাক্ষেপঃ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এখানে বক্তব্য বিষয়ের বিশেষ প্রতিপাদনের জন্য জিজ্ঞাসা—রোহিণ্যা ইত্যাদি (৮-১১) চারিটি শ্লোকে। নবমস্কন্ধের ২৪।৫৪ শ্লোকে বসুদেব দেবকীর ৮টি পুত্রের নাম বলা হয়েছে। তার মধ্যে সপ্তমপুত্রের নাম বলা হয়েছে, অহীশ্বর এবং সঙ্কর্ষণ। তাই এখানে সেই কথার জের টেনে জিজ্ঞাসা—হে বিদ্বন, আপনিই তো সঙ্কর্ষণ রামকে রোহিণী তনয় বলেছেন একবার, তা হলে সেই সঙ্কর্ষেণরই দেহান্তর বিনা দেবকীর গর্ভ সম্বন্ধ হয় কি করে? এরূপ আক্ষেপ॥ বি০ ৮॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** মুকুন্দো মুক্তিদাতেতি কংসস্য মুক্তিং দাতুং পুর্য্যামেব স্থাতুং যোগ্যো, ন তু ব্রজে গন্তুমিতি ভাবঃ। অস্যোত্তরমষ্টম-নবমাধ্যায়ৌ জ্ঞেয়ৌ; যদ্বা, পৃষোদরাদিত্বাৎ এব মুক্তিসুখং কুৎসিতং যস্মাৎ স মুকুন্দঃ, তং প্রেমানন্দং দদাতীতি শ্লেষেণ মুকুন্দো ব্রজমেব গন্তুমর্হতি, কিন্তু কঞ্চন হেতুং ব্যাজার্থ-মুদভাবয়দিত্যর্থঃ। অস্য চোত্তরত্বেন হেঃ—পিতরৌ প্রতি ভগবতা কংসভয়োদ্ভাবনমেবোন্নেয়ঃ। পিতুরিতি স্বসম্বন্ধস্ফুরিতয়া জন্মানুকরণ-দৃষ্ট্যা; ভগবত্তত্ত্ব-দৃষ্ট্যা তু 'নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেষ্যাগতমুদারধীঃ' (শ্রীভা০ ১০।৬।৪৩) ইতি মুনীন্দ্রেণ বক্ষ্যতে। তন্মতেঽত্র ক্ব কিংবিশিষ্টে স্থানে। জ্ঞাতয়োঽত্র গোপা যাদবশ্চ; ততো বৃহদ্বনং পরিত্যজ্য গোপৈঃ সমং তথা মথুরাং পরিত্যজ্য যাদবৈঃ সমং যত্র যত্র বাসং কৃতবান্, তস্য বৃন্দাবনাখ্যস্য দ্বারকাখ্যস্য চ বৈশিষ্ট্যমুচ্যতামিত্যর্থঃ। 'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামঃ' (শ্রীভা০ ১০।৪৫।২৩) ইতি শ্রীভগবন্মতে তু গোপা এব জ্ঞাতয়ো মুখ্যা জ্ঞেয়াঃ। ততো বৃহদ্বনপরিত্যাগপূর্ব্বকং ভগবৎকৃতাবাসস্য বৃন্দাবনস্যৈব বৈশিষ্ট্যং শ্রীশুকেন স্বয়মেব বর্ণয়িষ্যমাণত্বেনাবগতম্। সাত্বতাং ভক্তানাং পতিঃ পালক ইতি স্বভক্তপালনার্থং তৈঃ সহ বাসস্তদুচিতলীলাযোগ্য এবাসীদিতি ভাবঃ। আত্রোত্তরম্—তত্র তত্র শ্রীমদুপনন্দবাক্যং শ্রীভগবদ্বাক্যঞ্চ দৃশ্যম্; এবমুত্তরত্রাপি॥

১০। ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্য্যাঞ্চ কেশবঃ।
ভ্রাতরঞ্চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্হণম্॥

১০। **অন্বয় ঃ** কেশবঃ ব্রজে মধুপুর্য্যাং (মথুরায়াং) চ বসন্ কিম্ অকরোৎ মাতুঃ ভ্রাতরং অতদর্হণং (মাতুর্ভ্রাতৃত্বাদেব বধাযোগ্যং) কংসং অদ্ধা (সাক্ষাৎ স্বয়মেব) কথম্ অবধীৎ (বধং কৃতবান্)।

১০। **মূলানুবাদ ঃ** কেশব ব্রজে, মথুরায় এবং দ্বারকায় বাস কালে কি কি কার্য করেছিলেন ? আর কেনই বা বধের অযোগ্য মায়ের ভাই কংসেকে স্বহস্তে বধ করেছিলেন ?

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মুকুন্দ**—মুক্তিদাতা, তাই কংসকে মুক্তি দানের জন্য মথুরা পুরীতে থাকাই ঠিক ছিল। ব্রজে চলে যাওয়া তো নয়। অথবা যাঁর সম্বন্ধে মুক্তিসুখ কুৎসিত হয়ে যায়, তা 'মুকু', 'মুকু' শব্দের অর্থ প্রেমানন্দ—এই প্রেমানন্দ যিনি দান করেন তিনি মুকুন্দ—ব্রজই উপযুক্ত স্থান প্রেম বিলোবার, তাঁর তো ব্রজে চলে যাওয়াই সমুচিত। কিন্তু কি করে যাবেন ? এরই জন্য কোনও একটা ছল উদ্ভাবন করলেন। পিতামাতার মনে কংসভয় উদয় করালেন। **পিতুঃ**—পরিক্ষীৎ মহারাজ যাদবদের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্ফূর্তি হেতু জন্মানুকরণ দৃষ্টিতে বসুদেবকে লক্ষ্য করে 'পিতা' শব্দ ব্যবহার করলেন। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব-দৃষ্টিতে শ্রীশুক কৃষ্ণকে নন্দপুত্র বলেই আখ্যাত করেছেন (শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৬।৪৩) শ্লোকের 'নন্দ স্বপুত্রমাদায়' বাক্যে। শ্রীশুকদেবের মতে এখানে—'ক' শব্দে কোন্ বিশেষ স্থানে। **জ্ঞাতয়ো**—এখানে 'জ্ঞাতি' পদে গোপ এবং যাদব উভয় কুলকেই বুঝানো হয়েছে। এইরূপে বৃহদ্বন পরিত্যাগ করে গোপগণের সঙ্গে, তথা মথুরা পরিত্যাগ করে যাদবগণের সঙ্গে যেখানে যেখানে বাস করেছেন সেই বৃন্দাবনাখ্য স্থানের এবং দ্বারকাখ্য স্থানের বৈশিষ্ট্য কৃপা করে বলুন। শ্রীভগবন্মতে গোপগণই জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে মুখ্য। সেই কারণেই বৃহদ্বন পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান যেখানে ঠিক হল সেই বৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্য শ্রীশুক নিজেই বর্ণনামুখে জানিয়েছেন। **সাত্বতাং** ভক্তের পালক। তাই নিজ ভক্ত পালনের জন্য গোপেদের সহিত বাস, তদুচিত লীলা যোগ্যই হয়েছিল॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পিতুর্বসুদেবস্য গেহাদ্ব্রজং মহাবনং গতঃ। ব্রজং গতোঽপি পিতুর্নন্দস্য গেহাৎ জ্ঞাতিভির্গোপৈঃ সাধকং ক্ব বাসং কৃতবান্॥ বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পিতুর্গেহাৎ**—পিতা বসুদেবের ঘর থেকে **ব্রজং**—মহাবনে গেলেন। মহাবনে গিয়েও পিতা নন্দেব গৃহ বৃহদ্বন থেকে জ্ঞাতি গোপগণের সহিত কোথায় গিয়ে বাস করেছিলেন॥ বি০ ৯॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** কিঞ্চ, তত্র তত্র কৃতং সর্ব্বং কথয়েত্যাহ,—ব্রজ ইতি দ্বাভ্যাম্। বৃহদ্বনে বৃন্দাবনে ব্রজে; মথুরাখ্যায়াং দ্বারকাখ্যায়াঞ্চ; মধূনাং পুর্য্যামিতি তত্তদ্বাস-সময়েঽন্যত্র কৃতমপি তত্র

১১। দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতিবর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ ॥

১১। অন্বয়ঃ মানুষং দেহং আশ্রিত্য বৃষ্ণিভিঃ (যাদবৈঃ) সহ কতি বর্ষাণি যদুপুর্য্যাং (দ্বারকায়াং) অবাৎসীৎ (উবাস)। প্রভোঃ (কৃষ্ণস্য) কতি (কিয়ৎসংখ্যকাঃ) পত্ন্যঃ অভবন্।

১১। মূলানুবাদঃ আরও, নরাকৃতি পরম মনোহর দেহ প্রকট করে যাদবগণের সহিত শ্রীদ্বারকাতে মনুষ্যমানে কত বৎসর বাস করেছিলেন? পরম সমর্থ প্রভুর অঙ্গীকৃত যে সকল পত্নী ছিল, তাদের সংখ্যাই বা কত ছিল?

তত্রৈব পর্য্যবসায়িতম্। কো ব্রহ্মা, ঈশো রুদ্রঃ, তৌ বয়তে স্বমহিম্না ব্যাপ্নোতীতি; কিংবা, অস্ত্যর্থে বঃ, তৌ সেবকোত্তমতয়া বিদ্যেতেযস্যেতি পরমেশ্বরতোক্তা: অতস্তত্রাদ্ভুতান্যেব কর্ম্মাণি সম্ভবন্তীতি ভাবঃ ॥ জী০১০॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আরও, সেখানে সেখানে কি করেছিলেন সব বলুন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'ব্রজে' এই দুশ্লোক। বৃহদ্বনে, বৃন্দাবনে, ব্রজে এবং মথুরা-দ্বারকা নামক মধুবংশীয়গণের পুরীতে—সেখানে সেখানে বাসকালে অন্যত্র করা কার্যও সেখানে সেখানে করা বলেই নির্ধারিত। **কেশব**—ক+ঈশ+বয়তে—কো—ব্রহ্মা ঈশো রুদ্র—এঁ দুজনকে **বয়তে**—স্বমহিমায় যিনি অধীন করে রাখেন তিনি কেশব। কিম্বা, ক+ঈশ+বঃ; বঃ বিদ্যমান্; এঁরা দুজন কৃষ্ণের সেবকশ্রেষ্ঠরূপে সদা বিদ্যমান্—এইরূপে কৃষ্ণ যে পরমেশ্বর, তাই বলা হল। অতএব ঐঐস্থানে অদ্ভুত কর্ম অনেক ঘটাই সম্ভব ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ মধুনাং পুর্য্যাং মথুরায়াং দ্বারকায়াঞ্চ। মাতুর্ভ্রাতরং কংসং কস্মাদবধীৎ? অতদর্হং মাতুলত্বাৎ বধানর্হং ॥ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ মধুপুর্য্যাং - মধুগণের পুরীতে—মথুরাতে, দ্বারকাতে। মায়ের ভাই কংসকে বধ করলেন কেন? **অতদর্হণং**—মাতুল বলে কংস তো বধের অযোগ্য ॥ বি০ ১০ ॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কিং কিমিত্যবধীদিতি বিশেষণ-ভেদেনার্থ-ভেদাৎ পূর্ব্বৈবান্বয়ঃ। কস্মাদিতি টীকা চ তদ্ব্যাখ্যৈব; কস্মাদিতি পাঠে টীকা স্পষ্টৈব। অদ্ধা স্বয়মেবেত্যর্থঃ। দেহং মানুষমিতি মানুষপ্রচুরত্বান্মানুষং বিরাড়ংশত্বাৎ তদ্বদ্ দেহমিব দেহং মর্ত্ত্যলোকমিত্যর্থঃ। তদীয়সাক্ষাদ্দেহস্য 'বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম' (শ্রীভা০ ১০।৪৩।৭) ইতি বিরাড়ংশত্বাৎ প্রাকৃতমানুষত্বং নিষিধ্য পরমতত্ত্বত্বেন স্থাপনাৎ; অথ ব্যাখ্যান্তরম্—মানুষ-শব্দোঽত্র যাদব-শব্দবন্মনুবংশপ্রাদুর্ভূততা-পরঃ। আশ্রিত্যেতি চক্ষুরাশ্রিত্য রূপে স্থিত ইত্যাদিবৎ প্রকাশ্যেত্যর্থঃ; 'স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ' (শ্রীভা০ ২।১০।৯) ইত্যত্র স্বাশ্রয়শব্দশ্চ, তথা 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' (শ্রীভা০ ১০।২৯।১) ইত্যত্র চ তদ্বদিতি। মানুষং মনুষ্যাকারং পরমসুন্দরং দেহমাশ্রিত্য প্রকটীকৃত্য, সচ্চিদানন্দঘনত্বেন তস্য নিত্যত্বাৎ। বৃষ্ণিভিঃ সহেতি বৃষ্ণীনামপি তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতম্। যদুপুর্য্যাং শ্রীদ্বারকায়াং কতীতি প্রাকট্যসম্বন্ধীনি কিয়ন্তি বর্ষাণি মর্য্যাদীকৃত্যেত্যর্থঃ ॥ মধুপুর্য্যামিতি পাঠে পূর্ব্ববৎ। যাঃ পত্ন্যোঽভবন্, তাঃ কতি? কিয়তীনাং তাদৃশং ভাগ্যজাতমিত্যর্থঃ ॥জী০১১॥

১২। **এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।**
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্॥

১২। অন্বয় ঃ (হে মুনে (হে) সর্ব্বজ্ঞ এতৎ (পূর্ব্বং ময়া পৃষ্টং) অন্যৎ চ (অপৃষ্টং চ) সর্ব্বং কৃষ্ণ-বিচেষ্টিতং (কৃষ্ণস্য বিবিধালীলাঃ) শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতং বক্তুম্ অর্হসি।

১২। মূলানুবাদ ঃ হে মুনিবর! নরাকৃতি স্বয়ং ভগবানের বিচিত্র লীলা, যা আমার দ্বারা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং অজ্ঞতার দরুণ যা জিজ্ঞাসা করা হয় নি, সে-সবকিছু হে সর্বজ্ঞ! শ্রদ্ধাবান্ জন আমাকে পল্লবিত করে বলুন॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দেহং মানুষম্ ইতি**—'অজ্ঞজনের নিকটে কোনও একটি প্রাকৃত মানুষ, কিন্তু সনকাদি যোগীগণের নিকট মূর্ত পরব্রহ্ম'।—(ভা০ ১০।৪৩।১৭) শ্লোকে এইরূপে কৃষ্ণের প্রাকৃত মানুষতা নিষেধ করে পরমতত্ব রূপে স্থাপন হেতু 'দেহং মানুষম্' বাক্যের অর্থ এইরূপ করতে হবে, যথা—'যাদব' বললে যেমন যদুবংশ জাত ব্যক্তিগণকে বুঝায় সেইরূপ এখানে 'মানুষ' বলতে তিনি যে মনুর বংশে জাত, তাই বুঝাচ্ছে।

দেহং মানুষং আশ্রিত্য - 'চক্ষুরাশ্রিত্যরূপে স্থিত', এই শ্রুতি বাক্যে যেমন 'আশ্রিত্য' শব্দের অর্থ 'প্রকাশ্য', তেমনই এখানেও সেই 'প্রকাশ্য' অর্থ নিয়ে এই বাক্যের অর্থ নরাকার বপু প্রকাশ করে। আরও শ্রীভগবানের দেহ-দহী ভেদ নেই—জীবের আশ্রয় পরমাত্মা, কিন্তু পরমাত্মার আশ্রয় তিনি নিজেই; 'সেই আত্মা নিজেই নিজের আশ্রয়''(ভা০২।১০।৯)। 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' যোগমায়াকে সর্বদা নিকটে সদা প্রাপ্ত হয়ে - সূর্যের নিজ রশ্মির মতো — ভা০ ১০।২৯।১। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুসারেই এখানে অর্থ করতে হবে। এইরূপে এখানে অর্থ আসছে, মনুষ্যাকার পরম সুন্দর দেহ প্রকট করে কারণ সচ্চিদানন্দঘন বলে তাঁর বিগ্রহনিত্য।

বৃষ্ণিভিঃ—যাদবগণের সহিত; এই যাদবগণেরও যে তাদৃশ সচ্চিদানন্দঘন নিত্য বিগ্রহ, তা প্রকাশ করা হল। **যদুপুর্যাং**—শ্রীদ্বারকাতে। **কতি ইতি**—প্রকট প্রকাশ-সম্বন্ধী কত বৎসর [স্বীকার করেছেন? যতটি পত্নী হয়েছিল, তাই বা কত? কতজনের তাদৃশ ভাগ্য হয়েছিল? জী০ ১১॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বৃষ্ণিভিঃ সহ কতি বর্ষাণি অবাৎসীৎ। বর্ষাণি কথম্ভূতানি মানুষং দেহমা-শ্রিত্য বর্ত্তমানানীত্যর্থঃ। ততশ্চ মানুষমানেন কতি বর্ষাণীত্যর্থঃ ফলিতঃ। 'পরমাত্মা নরাকৃতিরিতি' 'নরাকৃতি-পরংব্রহ্ম' ইতি 'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্' ইত্যাদিভির্মনুষ্যত্বস্যৈব স্বরূপলক্ষণাৎ ব্যাখ্যান্তরং ন ঘটতে॥বি০১১॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যাদবগণের সহিত কত বৎসর বাস করেছিলেন। কিরূপ বর্ষ? **দেহং মানুষাশ্রিত্য**—মানুষের দেহকে আশ্রয় করে যার মাপ, সেরূপ বর্ষ—অর্থাৎ মনুষ্যমানের বর্ষ। (দেবমানের এক বৎসর মনুষ্যমানের এক বৎসরের শতগুণ)। এরূপ মনুষ্যমানের কতবৎসর বাস করেছিলেন, ইহাই প্রশ্ন। 'পরমাত্মা নরাকৃতি', 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' এবং 'গূঢ় পরব্রহ্ম মনুষ্যচিহ্নধারী' ইত্যাদি

১৩। নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥

১৩। অন্বয় ঃ এষা অতি দুঃসহা ক্ষুৎ (ক্ষুধা) ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং (তব বদনকমল বিনিঃসৃতং) হরিকথামৃতং পিবন্তং ত্যক্তোদং (অপীতজলং) অপি মাং ন বাধতে (পীড়য়তি)।

১৩। মূলানুবাদ ঃ (আপনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়েছেন। ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। শ্রীশুকের এরূপ কথার উত্তরেই যেন রাজা পরীক্ষিত বলছেন—নৈষেতি।)

বিবেকহারিণী ক্ষুধাতৃষ্ণা, যা বিবেক হরণ করত ব্রাহ্মণসেবী আমাকে মুনিগলে সর্প ন্যাস্ত করিয়েছিল এবং সম্প্রতি জল ত্যাগের দরুণ যে ক্ষুধা এসে উপস্থিত হয়েছে, তা অন্যের অতি দুঃসহা হলেও আমাকে ব্যথা দিচ্ছে না। কারণ, আমি যে আপনার মুখকমলবিগলিত সর্বদুঃখহারী হরিকথামৃতের সেবায় পরমাসক্তির সহিত নিযুক্ত আছি।

বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণের মনুষ্যতার স্বরূপ লক্ষণ প্রতিপাদিত থাকায় 'দেহং মানুষমাশ্রিত্য' বাক্যের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা যাবে না॥ বি০ ১১॥

১২। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অহো! তত্তদ্বিশেষা ময়াহনভিজ্ঞেন কতি প্রষ্টব্যাঃ? ত্বয়া স্বয়মেব সর্ব্বে কথ্যন্তামিত্যাহ—এতদিতি পৃষ্টমন্যচ্চাপৃষ্টমপি। কৃষ্ণস্য নরাকৃতি স্বয়ংভগবতঃ; অতএব বিচিত্রং চেষ্টিতম্। তত্তদ্বচনসামর্থ্যে হেতুঃ—হে মুনে! তত্তলীলা-মননশীল! নন্বনন্তত্বাৎ কথমেকস্য সর্ব্বমননং স্যাৎ? তত্রাহ সর্ব্বজ্ঞেতি, তদতিরিক্তমপি জানাসীত্যর্থঃ॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব বৈ০তোষণী টীকানুবাদ ঃ অহো অনভিজ্ঞ আমি সেই সেই বিশেষ কি জিজ্ঞাসা করবো? আপনি নিজেই সব কিছু বলুন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অতদন্যচ্চ ইতি। **এতদন্যচ্চ**—যা জিজ্ঞাসা করেছি, যা করিনি সব কিছু। **কৃষ্ণ**—নরাকৃতি স্বয়ং ভগবান্। **বিচেষ্টিতম্**—অতএব বিচিত্র লীলা। সবকিছু বলার ক্ষমতার হেতু, আপনি যে **মুনি**—সেই সেই লীলা-মননশীল। যদি বলা যায় লীলা তো অনন্ত একের পক্ষে সর্বমনন কি করে সম্ভব, এর উত্তরে বলা হচ্ছে আপনি যে **সর্বজ্ঞ**—আপনি তদতিরিক্তও জানেন॥ জী০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অহো ভগবন্! ময়া পূর্ব্বং মহানুভাববিপ্রাপরাধজন্যানুতাপদুঃখমচিরতঃ প্রাণানাং ত্যাজকতয়া লব্ধম্,—যেনৈবোদকমপি ত্যক্তম্, কিন্ত্বনেন কথামৃতেনৈব তে রক্ষিতাঃ; অন্যাধুনৈব মৎপ্রাণা নির্য্যাস্যন্তীত্যাহ,—নেতি। অতিদুঃসহাতিকৃচ্ছ্রেণৈব ন তু স্বেচ্ছয়া সহ্যেতি; দুঃসহেতি মুনিগলে মৃতসর্পনিক্ষেপহেতুমদীয়তৃষ্ণাবৎ সর্ব্বানর্থমূলমপি সেত্যর্থঃ। তত্রাপ্যেষানশনোত্থা, তত্রাপি হেতুবিশেষস্ত্যক্তোদকমপ্যুদকমপি ত্যক্তবন্তমিত্যর্থঃ। তাদৃশ-তৃষ্ণয়াপি সহিতেতি বিবক্ষিতম্; সাপি মাং ন বাধতে, তয়া পীড়াং নানুভবামীত্যর্থঃ; যদ্বা, অন্যৈরতিদুঃসহাপি মামপি সদা বিবিধভোগেন মৃদুতরাঙ্গমপি তত্র চ ত্যক্তোদমপি ন বাধতে; কিংবা কথাশ্রবণাদৌ কিঞ্চিদ্বিঘ্নমপি কর্ত্তুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। নঞঃ সর্ব্বাদৌ

নির্দ্দেশঃ, নিষেধস্যাত্যন্ততাপেক্ষয়া। তত্র হেতুঃ—হরেঃ সর্ব্বদুঃখহরস্য ভগবতঃ কথৈবামৃতং সংসার-বিস্মরণাদিনা পরমমাদকত্বান্মধুরতরত্বাচ্চ, তৎ পিবন্তং পরমসক্ত্যা সেবমানমিত্যর্থঃ; অতঃ ক্ষুধামাত্রনিরসনং তস্যাঃ কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ। এবং প্রসিদ্ধামৃতাদ্বৈশিষ্ট্যমুক্তম্। বর্ত্তমান-প্রয়োগেণ পানাবিচ্ছেদ উক্তঃ; অতস্তদ্বিচ্ছেদোঽনুচিত ইতি ভাবঃ; যদ্বা, পানে প্রবর্ত্তমানমাত্রং তদারম্ভমেবভ্যেত্যর্থঃ; কিং পুনরধুনা শ্রীকৃষ্ণকথাং পিবন্তমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তব মুখমেবাম্ভোজং সুন্দরাকারত্বাদিনা, তস্মাৎ পরমামোদযুক্তাৎ পাত্রাৎ ক্ষরিতমিতি গুণপ্রকর্ষো দর্শিতঃ,—শ্রীভাগবতোত্তমমুখেন ভাগবতকথায়া মাধুরীবিশেষোদয়াৎ; যদ্বা, অমৃতক্ষরণেনাস্যাম্ভোজস্যালৌকিকত্বং দর্শিতম্। তাদৃগম্ভোজাৎ যদ্বদমৃতমেব স্রবতি, তদ্বত্ত্বন্মুখাদপি শ্রীহরিকথামৃতমেব স্রবতীতি। এবং শ্রীপরীক্ষিতো গাঢ়রাগব্যক্তির্জাতা॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অহো ভগবন্! আমি পূর্বে মহানুভব বিপ্রের নিকট যে অপরাধ করেছি, তজ্জনিত অপরাধ-দুঃখের অবসান প্রাণ ত্যাগের দ্বারাই হতে পারে, তাই আমি জলগ্রহণ পর্যন্ত ত্যাগ করেছি—কিন্তু এই কথামৃতই আমার প্রাণ রক্ষা করল। অন্যথা এই এখনই আমার প্রাণ বের হয়ে যেত। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নেতি। **অতি দুঃসহা**—'অতি' কষ্টেই সহ্য করার যোগ্য—স্বচ্ছন্দে নয়। 'দুঃসহা ইতি' মুনিগলে মৃতসর্প-নিক্ষেপের হেতু যে মদীয় তৃষ্ণা, তারই মতো এই ক্ষুধা সর্ব অনর্থমূল হলেও। এখানে এই ক্ষুধা অনশন জনিত ক্ষুধা। এর মধ্যেও আবার বিশেষ হেতু **ত্যক্তোদকমপি**—জলগ্রহণ পর্যন্ত ত্যাগকরা আমকে—তাদৃশ তৃষ্ণার সহিতও যে ক্ষুধা, তাও আমার শ্রবণের প্রতিবন্ধক হচ্ছে না, অর্থাৎ কথামৃতের পানে পীড়া অনুভব হচ্ছে না।

অথবা, এই ক্ষুধা অন্যের দুঃসহা হলেও, আমারও এই অঙ্গ সদা বিবিধ ভোগে অতি মৃদু হলেও, এর মধ্যেও আবার জল পর্যন্ত ছেড়ে দিলেও হরিকথা শোনায় বাধা হচ্ছে না। কিম্বা হরিকথা শ্রবণাদিতে কিঞ্চিৎ বিঘ্নও করতে পারছে না। এখানে 'না' পদটি সর্বপ্রথমেই দেওয়া হয়েছে, তার কারণ এই 'না' পদের অতিশয় বল এই শ্লোকে—বাধা যে কিঞ্চিৎমাত্রও হচ্ছে না, কোন প্রকারেই হচ্ছে না, কোন সময়েই হবে না, ইহাই বুঝানো উদ্দেশ্য। এর কারণ—**হরিকথামৃতম্**—'হরেঃ' সর্বদুঃখহর শ্রীভগবানের কথাই অমৃত—কারণ ইহাই সংসার ভুলিয়ে দিয়ে পরম মাদকতা দান করে এবং পরম মধুর আস্বাদন দান করে। **পিবন্তং**—পরম আসক্তির সহিত সেবা পরায়ণ **মাং**—আমোকে। অতএব সকল ক্ষুধাই যে মিটে যাবে, এতে আর আশ্চর্য কি? এইরূপে প্রসিদ্ধ অমৃতের বৈশিষ্ট বলা হল। বর্তমান প্রয়োগে নিরন্তর পান বুঝা যাচ্ছে। অতএব হরিকথা শ্রবণের বিচ্ছেদ অনুচিত, এইরূপ ভাব। অথবা, **পিবন্তং**—পানে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্রই—আর ক্ষুধা বাধা দিতে পারে না—এখন যে আসক্তির সহিত পান হচ্ছে,এ সম্বন্ধে আর বলবার কি আছে। আরও, **ত্বন্মুখাম্ভোজ চ্যুতং**—তোমার মুখই কমল অর্থাৎ তোমার কমলের মতো মুখ—কারণ অতি সুন্দর গঠন, সুতরাং পরম আমোদযুক্ত পাত্র থেকে এই অমৃত ক্ষরিত—এইরূপে এই অমৃতের গুণ-আতিশয্য দেখান হল—শ্রীভাগবতোত্তমের মুখ থেকে ভাগবত কথার মাধুরী বিশেষ উদয় হেতু।

শ্রীসূত উবাচ—

১৪। এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্।
প্রত্যর্চ্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং ব্যাহর্ত্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ॥

১৪। অন্বয়ঃ শ্রীসূত উবাচ—ভৃগুনন্দন (হে শৌনক!) অথ (পরীক্ষিৎপ্রশ্নানন্তরং) সং ভগবান্ ভাগবতপ্রধানঃ বৈয়াসকিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) এবং সাধুবাদং (সমীচীন প্রশ্নং) নিশম্য (শ্রুত্বা) বিষ্ণুরাতং (তং পরীক্ষিতং) প্রত্যর্চ্চ্য (সাধুবাদাদিনা সম্মান্য) কলিকল্মষঘ্নং কৃষ্ণচরিতং ব্যাহর্ত্তুং (কীর্ত্তয়িতুম্) আরভত।

১৪। মূলানুবাদঃ সূত বললেন—হে ভৃগুনন্দন শৌনক! মহারাজ পরীক্ষিতের এতাদৃশ সমীচীন প্রশ্ন শুনে সেই ভাগবত-প্রধান ভগবান্ শ্রীশুকদেব মহারাজকে বিবিধ প্রশংসা বাক্যে সম্মানিত করে কলিকল্মষ-নাশন কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন।

অথবা, অমৃত ক্ষরণের দ্বারা এই কমলের অলৌকিকত্ব দেখান হল। তাদৃশ কমল থেকে যেমন অমৃতই ক্ষরিত হয় সেইরূপ আপনার মুখ থেকেও শ্রীহরিকথা-অমৃতই ক্ষরিত হয়। এইরূপে শ্রীপরীক্ষিতের গাঢ় রাগ প্রকাশিত হল॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ক্ষুধাতৃষ্ণাব্যাকুলস্ত্বং ক্ষণং বিশ্রাম্যেতি মাবাদীরিত্যাহ নৈষেতি। যা ক্ষুৎ ব্রহ্মণ্যমপি মাং মুনিগলে সর্প ন্যধাপয়দিতি ভাবঃ। ত্যক্তোদং সম্প্রতি তু ত্যক্তজলমপি তস্যা অপি বাধাভাবে হেতুঃ পিবন্তমিতি। বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন ক্ষণমপি পানবিগমে সৈব বিবেকহারিণী ক্ষুধা প্রাদুর্ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপয়তি। অত্রাম্ভোজপদেন কথামৃতস্য মধুত্বমারোপিতম্। তেন চ তস্য মাদকত্বমভিব্যজ্য স্বস্য মত্তত্বাদেব বিপ্রশাপাদি সর্ব্বদুঃসহদুঃখবিস্মারকত্ব ধ্বনিতম্। যদ্বা, অমৃতপদেন মুখাম্ভোজস্য চন্দ্রত্বমারোপিতম্। তেন মুখাস্যাম্ভোজত্বাৎ সৌরভ্য চন্দ্রত্বাদাহ্লাদকত্বং সর্ব্বশ্রোতৃজনতমোহারিত্বং স্বস্য চ চকোরত্বং ব্যঞ্জিতম্। সর্ব্বথৈব কথায়াং গাঢ়াসক্তির্দ্যোতিতা।

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল আপনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। শ্রীশুকের এরূপ কথার উত্তরে রাজা পরীক্ষিত বলছেন—'নৈষেতি' অর্থাৎ এরূপ বলবেন না। **ক্ষুৎ**—যে ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্রাহ্মণসেবী আমাকে মুনিগলে সর্প ন্যাস্ত করিয়েছিল **ত্যক্তোদমপি**—সেই ক্ষুধাতৃষ্ণাই এখন আর কোনও বাধা জন্মাতে পারছে না, আমি জল পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় থাকলেও। তার হেতু **পিবন্তম ইত্যাদি**—শ্রীহরিকথামৃত পান। 'পিবন্তম্' এরূপ বর্তমান নির্দেশের কারণ ক্ষণকালও শ্রীহরিকথামৃত পান থেমে গেলেই সেই বিবেকহারিণীক্ষুধা অমনি এসে প্রাদুর্ভূত হবে। এখানে **অম্ভোজ** - কমল পদে ধ্বনিত হল, শ্রীহরিকথামৃত কমলমধুর মতো সুমিষ্ট। আরও, এর দ্বারা হরি কথামৃতের মাদকতা প্রকাশ করাতে ধ্বনিত হল, রাজা পরীক্ষিতের নিজের মত্ততার দরুণই বিপ্রশাপাদি নিখিল দুঃসহ দুঃখ তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছে। অথবা, **হরিকথামৃতম্**—অমৃতপদে আরও কল্পিত হল, মুখাম্ভোজ চন্দ্রের মতো অমৃত বর্ষিণী। সেই হেতু কমল কল্পনাতে শ্রীশুক মুখের সুগন্ধীগুণ, চন্দ্র কল্পনাতে আহ্লাদক গুণ, সর্বশ্রোতার

হৃদয়ান্ধকার হারিতা গুণ, আর রাজা পরীক্ষিতের নিজেরও চকোরের মতো পিপাসা প্রকাশ করা হল। সর্বথাই শ্রীহরিকথাতে চিত্তের গাঢ় আসক্তি ব্যঞ্জিত হল ॥ বি০ ১৩ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তাদৃশ-তদুক্ত্যা পরমপ্রীতঃ সন্ শ্রীবাদারায়ণিঃ প্রবক্তুং প্রবৃত্ত ইত্যাহ—এবমিতি, ঈদৃশম্। ভৃগুনন্দনেতি শৌনক-সম্বোধনম্, প্রহর্ষোদয়াৎ। অথ তৎপ্রশ্নানন্তরমেব স পরমানির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যঃ, যতো বৈয়াসকিঃ—বেদব্যসনাদ্ব্যাসস্তস্য সর্ব্ববেদতত্ত্বজ্ঞস্য পরমসংকল্প-লব্ধঃ পুত্রঃ; ভগবান্—'উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥' ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ; কি বা ভগবদ্-ভাগবতয়োঃ সমানাদরণীয়ত্বেন 'সাধবো হৃদয় মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ত্বহম্' (শ্রীভা০ ৯।৪।৬৮) ইতিরীত্যা চাভেদাভিপ্রায়াৎ। বিষ্ণুনা গর্ভে প্রবিষ্টেন ভগবতা রাতং ব্রহ্মাস্ত্রতো রক্ষিত্বা শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিভ্যো দত্তম্; কিংবা রাতং স্বীকৃতামতি তস্যাপি পরমভাগবতত্বমুক্তম্; প্রত্যর্চ্চ্য বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বিবিধশ্লাঘয়া সম্মান্য, কৃষ্ণস্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকস্য ভগবতশ্চরিতম্। কিঞ্চ, কলৌ যৎ কল্মষং সুদুস্তরং পাপং তদপি; সর্ব্বপাপহেতোঃ কলেরপি, কিং পুনস্তৎকালীন-জনস্য কল্মষং দোষম্? যদ্বা, 'কিং তত্ত্বঃ কিং ফলং কিং বা সাধনম্' ইত্যাদিবিষয়ক-কলিঃ কলহ এব কল্মষম্ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যনির্দ্ধারণাৎ তদ্ধন্তীতি তথা তৎ, শ্রীভগবচ্চরিতশ্রবণাদিনৈব তন্মাহাত্ম্য-বিজ্ঞানাদশেষকলহ-দোষনিবৃত্তেঃ; যদ্বা, কলিঞ্চাতএব কল্মষঞ্চ সর্ব্ব-দুঃখমূলঞ্চ পাপং সংসারদুঃখমেব হন্তীতি সর্ব্বদুঃখহন্তৃত্বমুক্তম্; যদ্বা, কথম্ভূতং তম্?—বিষ্ণুরাতং কলিকল্মষঘ্নং কলিরূপকল্মষজয়িনম্; নন্বু রাজসভায়াং বিবিধবাসনমুনিগণাগ্রে পরমগোপ্যং তৎ কুতঃ প্রকাশিতম্? তত্রাহ—ভাগবতেতি। ভাগবতা এব, শ্রীভাগবতশাস্ত্রমেব বা প্রধানং শ্রেষ্ঠং পরমাদরণীয়ং যস্য সঃ; তদুক্তম্—হরে-র্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগন্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥' (শ্রীভা০ ১।৭।১১) ইতি, সর্ব্বত্রাপ্যনন্যাপেক্ষত্বাদিতি ভাবঃ; অথবা ভাগবতশ্রেষ্ঠত্বাত্তেষামপি মনঃ সজাতীয়ং কৃতবানিতি ভাবঃ; যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদমুদ্দিশ্য—'স উত্তমঃশ্লোকপদারবিন্দয়ো, নিষেবয়াঽকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহু, র্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ সমং (শমং) ব্যধাৎ ॥' (শ্রীভা০ ৭।৪।৪২) ইতি। অত্র প্রধান শব্দস্য পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পরীক্ষিত মহারাজের তাদৃশ সেই কথায় পরম-প্রীত হয়ে শ্রীবাদরায়ণি বলতে আরম্ভ করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবমিতি। **এবং**- ঈদৃশ। **ভৃগু-নন্দন** শৌণককে সম্বোধন করলেন— অতিশয় আনন্দ উদয় হেতু। **অথ**—পরীক্ষিতের প্রশ্নের পর। **স**—পরম অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য, এই মহিমার কারণ **বৈয়াসকিঃ**—তিনি বৈয়াসকি অর্থাৎ বেদবিভাগকর্তা সর্ববেদতত্ত্বজ্ঞ শ্রীব্যাসদেবের পরমসঙ্কল্পলব্ধ পুত্র। **ভগবান্**—"যে ব্যক্তি জীবের জন্ম মৃত্যু, গতিবিধি এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানে তাঁকে ভগবান্ শব্দে অভিহিত করা হয়।"—বিষ্ণুপুরাণ। অথবা, ভগবান্ এবং ভাগবতে সমান আদর থাকা হেতু বলা হল ভগবান্। আরও, (ভা০ ৯।৪।৬৮) 'সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়' এই অনুসারেও ভক্ত ও ভগবানে অভেদ অভিপ্রায়েও ভগবান্ বলা হয় ভক্ত-ভাগবতগণকে। **বিষ্ণুরাতং**—গর্ভে প্রবিষ্ট ভগবান্ ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরীক্ষিতকে রক্ষা করে শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিকে দিয়েছিলেন, তাই পরীক্ষিতের নাম হল বিষ্ণুরাত। অথবা, শ্রীভগবানের দ্বারা স্বীকৃত, তাই নাম বিষ্ণুরাত,

শ্রীশুক উবাচ

১৫। সম্যগ্‌ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ॥

১৫। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—[হে] রাজর্ষিসত্তম। যৎ (যতঃ) তে বাসুদেব কথায়াং নৈষ্ঠিকী (অব্যভিচারিণী) রতিঃ (আসক্তিঃ) জাতা [অতঃ] তব বুদ্ধিঃ সম্যক্ ব্যবসিতা (কৃতনিশ্চয়া)।

১৫। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন হে রাজর্ষিসত্তম্। আপনার বুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে স্থির হয়েছে। আপনার এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি থেকেই জাত হয়েছে, কৃষ্ণকথা শ্রবণে নৈষ্ঠিকীরতি।

এইরূপে পরীক্ষিতেরও পরম ভাগবতত্ব বলা হল। **প্রত্যাহ ইতি**—অতঃপর যা বলা হবে সেই বিবিধ প্রশংসায় রাজাকে সম্মান করত হরিলীলা বলতে আরম্ভ করলেন। **কৃষ্ণচরিতং**—সর্বচিত্তাকর্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা। আরও, **কলিকল্মষঘ্নং**—কলিকালে যত কিছু সুদস্তর পাপ আছে তা সব কিছুকেও, অথবা—সর্বপাপদুষ্ট বলে স্বয়ং কলিরাজকেও বিনাশ করে দেয় এই কৃষ্ণলীলা—তৎকালীন জনের দোষ যে নষ্ট করে সে আর বলবার কি আছে। কি তত্ত্ব, কি ফল, সাধনই বা কি ইত্যাদি বিষয়ে 'কলি' অর্থাৎ কলহই হল পাপ, এই পাপ আসে শ্রীভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থেকে—এই কলহকে বিনাশ করে শ্রীহরি-কথা।—শ্রীভগবল্লীলা শ্রবণ থেকে শ্রীভগবৎমহিমা বিজ্ঞান জন্মে, তার দ্বারা অশেষ কলহদোষের নিবৃত্তি হয়। অথবা—কলির বিনাশে স্বতঃক্রিয়ভাবেই **কল্মষঘ্ন**—সর্বদুঃখ মূল পাপ চলে যায়—সংসার দুঃখের বিনাশ হয়—এইরূপে শ্রীহরিকথার সর্বদুঃখ হন্তৃত্ব বলা হল। অথবা, 'কলিকল্মষঘ্নং' বাক্যটি বিষ্ণুরাত পরীক্ষিতের বিশেষণও হতে পারে, তখন এই বাক্যটির অর্থ হবে, কলিরূপ পাপজয়ী। (শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি বাক্যে বহু অর্থ করে ঝলমল) **ভাগবতপ্রধানঃ**—এইরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজসভাতে বিবিধবাসন মুনিগণের সম্মুখে পরমগোপ্য সেই কৃষ্ণলীলা কেন প্রকাশ করলেন, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—'ভাগবত-প্রধানঃ'—ভক্ত ভাগবতই, শ্রীভাগবতশাস্ত্রই শ্রীশুকের **প্রধানং**- পরম আদরণীয় হওয়া হেতু। শুকদেবকে এখানে ভাগবতপ্রধান বলে অভিহিত করা হল -এ বিষয়ে উক্ত আছে "নিত্য বিষ্ণুজনপ্রিয় যার সেই শ্রীব্যাসনন্দন-শ্রীশুকদেবের চিত্ত শ্রীহরিগুণাকৃষ্ট হওয়ায় এই ভাগবতপুরাণ অধ্যয়ন করেছিলেন।'—(শ্রীভা০ ১।৭।১১)—অন্য সর্বত্রই অনন্যাপেক্ষিতাহেতু, এইরূপ ভাব। অথবা, তিনি ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলে সেই বিষ্ণুজন সকলেরও মন সজাতীয় করে নিয়েছিলেন। এ কথার প্রমাণ ভাগবতে ৭।৪।৪২ শ্লোকে পাওয়া যায়, যথা—"শ্রীপ্রহ্লাদের সহচর বালকগণের তাঁর সঙ্গ গুণে শ্রীভগবন্নিষ্ঠা লাভ হয়েছিল"॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ হে ভৃগুনন্দন শৌনক! কলৌ জনিষ্যমাণানপি কল্মষং সংসারদুঃখং হন্তীতি তৎ। যদ্বা কলিরূপং কল্মষং হন্তীতি বিষ্ণুরাত বিশেষণমপি। ভাগবতেষু প্রধান ইতি পুংস্ত্বমার্ষম্। যদ্বা ভাগবতা এব মান্যত্বেন প্রধানানি যস্য সঃ॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ সূত বললেন—হে ভৃগুনন্দন শৌনক! **কলিল্মষঘ্নং** — কলিজীবের সংসার দুঃখ হরণ করে, এরূপ কৃষ্ণচরিত। অথবা, **কলিকল্মষঘ্নং কৃষ্ণচরিতম্**—কলিরূপ

পাপ নাশন কৃষ্ণচরিত। অপরপক্ষে, **কলিকল্মষঘ্নং বিষ্ণুরাতম্**—এইরূপে বিষ্ণুরাতের অর্থাৎ পরিক্ষীতের বিশেষণও হতে পারে। **ভাগবতপ্রধানঃ**-ভাগবতের মধ্যে প্রধান শ্রীশুকদেব। অথবা শ্রীভাগবত শাস্ত্র বা ভক্তগণই মান্যতায় শ্রেষ্ঠ যাঁর নিকট, সেই শুকদেব ॥ বি॰ ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ ব্যাহর্ত্তুমারভতেত্যুক্ত্বাপি শ্রীশুক উবাচেতি পুনঃ পৃথক্-কৃত্য বচনম্। শ্রোতৃণামুক্তার্থাবিষ্টানামবধাপনার্থং তেষাং বক্ষ্যমাণ শ্রবণৌৎসুক্যে তু ক্বচিত্তদপি নাস্তীতি। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। তত্র শ্রীশুক ইতি প্রেমভরোদয়েন শুকবন্মধুরমধুরভাষণাৎ; তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্যাসং প্রতিশ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—'ব্যাস! ত্বদীয়তনয়ঃ শুকবন্মনোজ্ঞং ব্রূতে বচো ভবতু তচ্ছুক এব নাম্না' ইতি। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্। বক্তৃশ্রোত্রোরন্যোঽন্যপ্রীণনেনৈব কথায়াং রসো জায়ত ইতি রাজ্ঞঃ প্রশ্নং প্রত্যভিনন্দতি-সম্যগিতি দ্বাভ্যাম্। সম্যগ্ব্যবসিতা সম্যঙ্নিশ্চয়া। বাসুদেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকট্যার্থং বসুদেবার্জ্জাতস্য কথায়াং তচ্ছ্রবণে ইত্যর্থঃ; নৈষ্ঠিকী পরমকাষ্ঠাং প্রাপ্তা, রতিঃ প্রীত্যুৎকর্ষঃ; সা চ যুক্তৈবেত্যাশয়েন সম্বোধয়তি,—রাজর্ষয়ো ভরতাদ্যাস্তেষু সত্তমেতি মুনিসত্তমেতিবৎ। যদ্যপি সামান্যতো ভগবৎকথা-শ্রবণেন মুহুঃ প্রেম্ণা বিবশীভবন্তং রাজানমবধাপয়িতুং স্থানে স্থানে তৎসম্বোধনম্, তথাপি তত্তৎপ্রসঙ্গবশাৎ কুত্রাপি ক্বচিদ্বিশেষো ব্যাখ্যায়তে ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বশ্লোকে 'ব্যাহর্তুম্' অর্থাৎ শ্রীশুকদেব বলতে আরম্ভ করলেন। এরূপ কথা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় এখানে পৃথক্ করে আবার 'শ্রীশুক উবাচ' এরূপ পুনরুল্লেখ করার কারণ হল, শ্রোতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা—শ্রোতাগণের কথা শ্রবণে ঔসুক্য থাকলেও কোনও বিরল ক্ষেত্রে অভাবও লক্ষিত হচ্ছিল। **শ্রীশুক ইতি**—এখানে 'শুক' নামটি বলার কারণ, প্রেমভর উদয়হেতু শুকপাখীর মতো মধুর মধুর তাঁর কথা। —ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্যাসের প্রতি কৃষ্ণ বাক্য—'তোমার পুত্র শুকপাখীর মতো মনোজ্ঞ কণ্ঠে কথা বলবে, এঁর নাম থাকুক শুক।' বক্তা এবং শ্রোতার পরস্পর সন্তোষ সম্পাদনেই শ্রীহরিকথায় রস হয়। তাই রাজার সন্তোষের জন্য তার প্রশ্নকে অভিনন্দন করা হচ্ছে—সম্যক্ ইতি দুই শ্লোকে। যদিও সামান্যভাবে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণে মুহুর্মুহু প্রেমে বিবশীভূত রাজার অভিনিবেশ আকর্ষণের জন্য স্থানে স্থানে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে সামান্যভাবে, তথাপি কোনও কোনও স্থানে সেই সেই প্রসঙ্গ-ব্যঞ্জক বিশেষ সম্বোধনও কোথাও কোথাও আছে। এখানে সেই বিশেষ সম্বোধন 'রাজর্ষি সত্তম' ॥ জী॰ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ সম্যগ্ব্যবসিতা সম্যঙ্নিশ্চয়া। যদ্যতো বুদ্ধেঃ রাজর্ষিসত্তমেতি। ভো মহামানদ! মুনিসত্তমেতি ত্বয়া সম্বোধিতান্মত্তোঽপি ত্বয়ি রাজত্বমধিকমস্তীতি জ্ঞাপয়তি। শ্লেষেণ তু রাজদন্তাদিত্বাৎ ত্বমৃষীণাং সত্তমানাং চ রাজা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমত্বাদেব, যতো জন্মমরণকালয়োর্ব্রহ্মতেজোঽপি ব্যর্থীকরোষীত্যর্থমপ্যন্তরুপচিক্ষেপ ॥ বি॰ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সম্যগ্ব্যবসিতা ইত্যাদি—আপনার বুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে

১৬। বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা।

১৬। অন্বয়ঃ তৎপাদ সলিলং যথা (বাসুদেব চরণোদকং বৎ) বাসুদেব কথাপ্রশ্নঃ (বাসুদেব কথা জিজ্ঞাসাপি) বক্তারং (প্রশ্নস্যোত্তরদাতৃত্বেন নির্দ্ধারিতজনং) প্রচ্ছকং (প্রশ্নকর্ত্তারং) শ্রোতৃন্ ত্রীন্ পুরুষাং পুনাতি (শোধয়তি) হি (নিশ্চয়ার্থে)।

১৬। মূলানুবাদঃ হে মহারাজ! বিষ্ণু প্রাদুর্ভূতা গঙ্গা যেমন ঊর্ধ্ব-মধ্য-অধো এই ত্রিভুবন পবিত্র করে থাকে তেমনই বাসুদেবের নামরূপগুণলীলাদি বিষয়ে বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই অবশ্য পবিত্র করে।

স্থির হয়েছে। **যজ্জাতা**—এই বুদ্ধি থেকেই আপনার নৈষ্ঠিকী রতি জাত হয়েছে। **রাজর্ষিসত্তম**—ভরতাদি রাজর্ষিগণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। অথবা, হে মহামানদ! পূর্বে আপনি আমাকে 'মুনিসত্তম' বলে সম্বোধন করেছিলেন, কৃষ্ণপ্রিয়-দৃষ্টিতেই তো আমাকে মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন—আচ্ছা তা হলে আপনি তো জন্ম ও মরণ উভয়কালেই ব্রহ্মতেজ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমতায় ব্যর্থ করাতে এবং রাজদণ্ডে অধিক থাকাতে ঋষিগণের ও সত্তমগণের রাজা ॥ বি০ ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অতস্ত্বয়াত্মাহং মুনয়োঽপি তদকথন-তদশ্রবণাদিহেতু মলতঃ শোধিতা ইত্যাশয়েন সামান্যত আহ—বাসুদেবেতি। তন্নাম্নঃ পুনরুক্তিস্তস্যৈবোৎকর্ষখ্যাপনেন; তন্নিষ্ঠার্থ কথায়াঃ প্রশ্নোঽপি; ত্রীন্ ত্রিবিধান্; হি নিশ্চিতম্; পুরুষানিতি তেষামেব প্রাধান্যাৎ। বক্তারং প্রশ্নস্যৈব পবিত্রীকুর্ব্বাণত্বাদ্বক্তৃত্বেন স্থাপিতং সন্তমেব, কিমুত বক্তুং প্রবৃত্তম্? কিমুততরাং স্বজন্মভূমিং প্রচ্ছকম্? অস্তু তাবত্তদ্দ্বয়মপি, যত আনুষঙ্গিকতয়া তৎপ্রশ্নশ্রোতৃনপি; তত্র বক্তুঃ প্রষ্টুশ্চৈকত্বম্, তস্য তস্যানেকত্বা-যোগ্যত্বাৎ। অধিকারানপেক্ষয়া সর্ব্বেষামেব ভগবৎসম্বন্ধমাত্রেণ পাবনে দৃষ্টান্তঃ,—তস্য পাদ-সলিলং গঙ্গাজলং শ্রীশালগ্রামাদিচরণামৃতং বা, তদ্ যথা প্রষ্টু স্থানীয় তেন সেক্তারং প্রথমতঃ পুনাতি; ততো বক্তৃস্থানীয়ং সিচ্যমানঞ্চ; ততঃ শ্রোতৃস্থানীয়ানুষঙ্গিকতয়া সিচ্যমান-সঙ্গিনোঽপি তথেত্যর্থঃ; তথা চৈকাদশে—'শ্রুতোঽনু-পঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥' (শ্রীভা০ ১১।২।১২)।

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বক্তারং—রাজা, তুমি নিজের আমার-মুনিদের কৃষ্ণকথা অকথনাদির চিত্তমল শোধন করলে; এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বাসুদেব ইতি। নামের পুনরুক্তি কৃষ্ণোৎকর্ষ খ্যাপনার্থে। তাতে নিষ্ঠাহেতু কথার প্রশ্ন। প্রশ্নেরই পবিত্র-করণ রূপ শক্তি গুণেই বক্তারূপে স্থাপিত সাধুকে পবিত্র করে। যে সাধু বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছে, তাকে যে পবিত্র করবে এতে আর বলবার কি আছে? আবার নিজজন্মভূমি সম্বন্ধে প্রশ্ন কর্তাকে যে পবিত্র করে এতে আরও বলবার কিছু নেই। এই অতি শ্রেষ্ঠ দুজনের কথা দূরে থাকুক, আনুষঙ্গিকভাবে এই প্রশ্নের শ্রবণকারীকেও পবিত্র করে দেয়। এর মধ্যে বক্তা ও প্রশ্নকর্তার একই ভাব—এদের বহু বহু ভাব সমুচিত নয়। অধিকারের বিচার না করে সকলেরই শ্রীভগবৎসম্বন্ধমাত্রেই পাবনে দৃষ্টান্ত, গঙ্গা অথবা শ্রীশালগ্রামাদির

১৭। ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥

১৭। অন্বয় ঃ ভূমিঃ (পৃথিবী) দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ (দৃপ্তরাজবেশধারিণাম্ দৈত্যানাম্ অসংখ্যসৈন্যাদিভিশ্চ) ভূরিভারেণ আক্রান্তা ব্রহ্মাণাং শরণং যযৌ।

১৭। মূলানুবাদ ঃ (শ্রীভগবদ্-অবতারের কারণ বলতে আরম্ভ করলেন—) দৃপ্তরাজ-বেশধারী কপট দৈত্যগণের অসংখ্য অসংখ্য সৈন্যের পাপরাশির ভূরিভারে আক্রান্তা ধরণীদেবী সুমেরু শিখরস্থ সৃষ্টিকর্তা বৈরাজ ব্রহ্মার শরণাগত হলেন।

চরণামৃত ইত্যাদি। এখানে যথা প্রশ্নকর্তা-স্থানীয় চরণামৃত সেচনকারীকে প্রথমে পবিত্র করে। তৎপর বক্তা-স্থানীয় মস্তকে ধারণকারীকে। তৎপর শ্রোতাস্থানীয় আনুষঙ্গিক ভাবে মস্তকে ধারণকারীর সঙ্গীগণকেও তথা এই ক্রমানুসারেই শ্রীহরিকথা প্রশ্নকর্তা বক্তা শ্রোতা পবিত্র করে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত (ভা॰ ১১।২।১২) শ্লোক, যথা—'এই ভাগবত ধর্মের শ্রবণ, তৎপর স্বয়ং পঠন, ধ্যান, সমাদর এবং অনুমোদন করলে ইহা দেবদ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহিগণকে পর্যন্ত সদ্য পবিত্র করে থাকে॥' জী॰ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তৎপাদসলিলং শ্রীশালগ্রামাদিচরণামৃতং ত্রীন্ পুরুষান্ সেক্তারং সিচ্যমানং তদুভয়সঙ্গিনশ্চ পুরুষান্। যদ্বা গঙ্গা যথা ত্রীন্ ঊর্দ্ধমধ্যাধোলোকান্ পুনাতি তথৈব বক্ত্রাদীন্ ত্রীন্ পুরুষান্ যথাপূর্ব্বং শ্রৈষ্ঠ্যং॥ বি॰ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎপাদসলিলং—শ্রীশালগ্রামাদির চরণামৃত যেমন সেবনকারী, মস্তকে ধারণকারী এবং এই উভয়ের সঙ্গী এই তিন পুরুষকে উদ্ধার করে, অথবা গঙ্গা যেমন উর্ধ্ব-মধ্য-অধঃ এই তিন লোক পবিত্র করে সেইরূপ শ্রীহরিকথা বক্তাদি তিন পুরুষকে পবিত্র করে। এরমধ্যে শ্রেষ্ঠত্বে বক্তার স্থান সর্বোচ্চে, তৎপর প্রশ্নকর্তা এবং তৎপর শ্রোতা॥ বি॰ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তত্র তাবদ্ভগবদবতারে প্রসিদ্ধং কারণমাহ—ভূমিরিতি। দৃপ্তেতি দর্পস্বভাবনির্দ্দেশাৎ স্থানাস্থানবিবেকাভাবেন সদবমানাদিজ্ঞাপকত্বং হি দৈত্যত্বলক্ষণম্। শতাযুতৈরিত্যা-পরিচ্ছেদ্যত্বম্। শরণং যযৌ আশ্রিতবতী॥ জী॰ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এই শ্লোকে তাবৎ ভগবৎ অবতারের প্রসিদ্ধ কারণ বলা হচ্ছে—ভূমিরিতি। **দৃপ্ত ইতি**—দর্পস্বভাব নির্দেশ হেতু বুঝা যাচ্ছে, স্থানাস্থান বিবেকহীন ভাবে সাধু অবমানাদি প্রকাশ করাই দৈত্যের লক্ষণ। **শতযুতৈঃ ইতি**—অংসখ্য ব্যঞ্জক বাক্য। **শরণ যযৌ**—আশ্রয় করলেন॥ জী॰ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তত্র তাবদ্ভগবদতারে প্রসিদ্ধং কারণমাহ ভূমিরিতি দৃপ্তনৃপব্যাজাঃ দিতিবংশত্বাভাবেঽপি কর্ম্মণৈব যে দৈত্যাস্তেষামনীকশতানামযুতৈর্যে ভূরিভারস্তেনাক্রান্তা ব্রহ্মাণং সুমেরু-মূর্দ্ধস্থিতমেব ন তু সত্যলোকস্থং। কৃষ্ণাবতারাদতিপূর্ব্বমেব ককুদ্মিনা রেবত্যাঃ কন্যায়াঃ সম্প্রাদানপ্রশ্নার্থং তত্র

১৮। গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত॥

১৮। অন্বয়ঃ [সা তু] গৌর্ভূত্বা (গোরূপং ধৃত্বা) অশ্রুমুখী খিন্না (শীর্ণা) করুণং ক্রন্দন্তী বিভোঃ (ব্রহ্মণঃ) অন্তিকে (সমীপে) উপস্থিতা তস্মৈ (ব্রহ্মণে) স্বং (নিজং) ব্যসনং (দুঃখম্) অবোচত।

১৮। মূলানুবাদঃ কৃপা বিশেষ জন্মাবার জন্য গোরূপ ধারণ করে করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু ব্যপ্ত নয়না হয়ে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হয়ে নিজের দুঃখ নিবেদন করলেন ধরণীদেবী।

গতবতা তেন সহিত এব ক্ষণান্তরং ব্রহ্মা তং প্রত্যাহ সম্প্রত্যবতীর্ণায় বলদেবায় কন্যা দীয়তামিত্যতস্তস্য তন্মধ্যে ক্ষীরোদতীরাগমনং ন বৃত্তং। 'জগাম ধরণী মেরোঃ সমাজে ত্রিদিবৌকসামিতি' পরাশরেণাপ্যুক্তং॥১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ সে যা হোক, এখন ভগবদবতারের প্রসিদ্ধ কারণ শ্রবণ কর—ভূমিরিতি দিতির বংশে জন্ম না হলেও কর্ম ফলেই যারা দৈত্য সেই তাদের অসংখ্য সৈন্যের পাপরাশির যে ভূরিভার তার দ্বারা আক্রান্তা ধরণীদেবী সুমেরুশেখরস্থ ব্রহ্মার নিকট গেলেন, সত্যলোকস্থ ব্রহ্মার নিকট নয়। কৃষ্ণ অবতারের অনেকপূর্বে সত্যযুগের রেবতরাজা তাঁর কন্যা রেবতীর সম্প্রদান সম্বন্ধে প্রশ্ন করার জন্য কন্যাসহ সত্যলোকস্থ ব্রহ্মার নিকট গিয়েছিলেন। তখন ব্রহ্মার সভায় হাহা-হুহু গন্ধর্বের গান হচ্ছিল। ব্রহ্মার ইশারায় তাঁরা বসলে একটি গানের দেবমানের অল্প সময়ের মধ্যে মনুষ্য লোকে সত্যত্রেতা পার হয়ে দ্বাপর যুগ এসে গিয়েছে এবং মথুরামণ্ডলে কৃষ্ণবলরাম অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহ্মা বললেন—সম্প্রতি ধরণীতলে অবতীর্ণ বলরামকে কন্যা সম্প্রদান কর তিনিই এঁর উপযুক্ত বর। কাজেই সত্যলোকে বসে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা যে সময়ে গান শুনছেন সেই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সত্য থেকে দ্বাপরের কৃষ্ণ বলরামের জন্মকাল মধ্যে ধরণীদেবীর তাঁর কাছে আসা ও কিছু নিবেদন করা সম্ভব নয়। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, ধরণীদেবী সুমেরুস্থ বৈরাজ ব্রহ্মার নিকটই গিয়েছিলেন, ইহাই সিদ্ধান্ত। পরাশরও তাই বলেছেন—"ধরণীদেবী সুমেরুতে দেব-সমাজে গিয়েছিলেন"॥ বি০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কথম্? তদাহ—গৌরিতি। গৌরূপেতি কৃপাবিশেষ-জননার্থম্; তত্রাপি খিন্না দুঃখিতা; অতএব করুণং কাকু-কম্পাদিসংযুক্তং যথা স্যাত্তথা রুদন্তী রুদতী; ক্রন্দন্তীতি ক্বচিৎ পাঠঃ; অতএবাশ্রুমুখী অশ্রুব্যাপ্তাননা; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণহরিবংশয়োঃ—'খেদাৎ করুণ-ভাষিণী' ইতি বিভোরিতি ভগবদাবেশেন জগদ্বৈভবযোগাদতস্তস্মৈ তং প্রতি ব্যসন নিজদুঃখং সম্যগুক্ত-বতী। স্বমিতি পাঠে স্বীয়ম্। তদ্বিশেষঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'তৎ সাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমি-পুরোগমাঃ। মর্ত্ত্যলোকং সমাগম্য বাধন্তেঽহর্নিশং প্রজাঃ॥ কালনেমির্হতো যোঽসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ স মহাসুরঃ॥ অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা। সুন্দোঽসুরস্তথাঽত্যুগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ॥ তথান্যে চ মহাবীর্য্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে। সমুৎপন্না দুরাত্মানস্তান্ন সংখ্যাতুমুৎসহে॥ অক্ষৌ-হিণ্যো হি বহুলা দিব্যমূর্ত্তিধরাঃ সুরাঃ। মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মমোপরি॥ তদ্ভূরিভারপীড়ার্ত্তা

১৯। ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥
২০। তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥

১৯-২০। অন্বয়ঃ ব্রহ্মা তদুপধার্য্য (পৃথিবী দুঃখবৃত্তান্তং শ্রুত্বা) অথ (তদনন্তরমেব) দেবৈঃ সহ তয়া সহ (পৃথিব্যাসহ) সত্রিনয়নঃ (শ্রীশঙ্করেণ চ সহ) ক্ষীরপয়োনিধেঃ (ক্ষীর সাগরস্য) তীরং জগাম।

তত্র গত্বা ব্রহ্মা সমাহিতঃ (একাগ্রমনা ভূত্বা) জগন্নাথং দেবদেবং (দেবানামপি পূজ্যং) বৃষাকপিং (বর্ষতি কামান্ আকম্পয়তি ক্লেশান্ তং) পুরুষং (ভগবন্তং) পুরুষসূক্তেন উপতস্থে (ভক্ত্যা তুষ্টাব)।

১৯-২০। মূলানুবাদঃ এ কথা শুনবার পর ব্রহ্মা মনে মনে একটু চিন্তা করে নিয়ে অতঃপর মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে দেবতাগণ ও পৃথিবীসহ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গেলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে দেবদেব জগন্নাথ সর্বকামবর্ষী ও সর্বদুঃখহারী ক্ষীরাব্ধিশায়ী ভগবান্‌কে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্তব করতে লাগলেন ভক্তি সহকারে।

ন শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ। বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ॥ ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্। যথা রসা লং নাহং গচ্ছেয়মতিবিহ্বলা ॥' ইতি ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কিরূপে শরণাগত হলেন? এরই উত্তরে—গৌঃ ইতি। গো শরীর ধারণ করে —কৃপা বিশেষ জন্মাবার জন্য—এর মধ্যেও আবার **খিন্না**—দুঃখিতা অতএব **করুণং**—কাকু কম্পাদিতে আকুলিত ভাবে, **ক্রন্দন্তী**—কাঁদতে কাঁদতে—অতএব **অশ্রুমুখী**—অশ্রুব্যাপ্ত আননা। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে—"খেদ হেতু করুণ ভাবে বলতে লাগলেন।" **বিভোঃ ইতি**—ব্রহ্মাকে বিভু বলবার হেতু তিনি ভগবৎ-আবেশ বলে জগতের ঐশ্বর্যে ধনী—এই বিভুব্রহ্মার নিকট তার **ব্যাসনং**—নিজ দুঃখ সব খুলে বললেন। এই বিষয়ে বিশেষ বর্ণন বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা—পুরাকালে কালনেমি যে দৈত্য ছিল, সে প্রভুবিষ্ণুর হাতে নিহত হয়ে এবার প্রজা উৎপীড়ক উগ্রসেন সুত মহাসুর কংস হল—অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক ইত্যাদি অসংখ্য দুরাত্মা তার সহায় হল। মহাবল দৃপ্ত দৈত্য-শ্রেষ্ঠগণ বিষম দাপাদাপি আরম্ভ করেছে আমি তাদের ভার সহ্য করতে পারছি না—আমার এই ভার আপনি নামিয়ে দিন—নতুবা অতি বিহ্বল আমি রসাতলে প্রবেশ করে যাবো ॥ জী০ ১৮ ॥

১৯-২০। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথানন্তরং সত্য এবেত্যর্থঃ; তচ্চাবতারহেতূপন্যাসে মাঙ্গল্য-সূচকম্। ত্রিনয়নেন সহিত ইতি তস্য পৃথগুক্তির্ভগবৎপ্রিয়তমত্বেন, তস্য বিশেষতঃ সাহায্যাপেক্ষয়া। ক্ষীরাব্ধি-তীরে গমনং তত্রস্থ-ভগবদ্রূপস্যৈব বিষ্ণুত্বেন পালকত্বাৎ, পাদ্মোত্তরখণ্ডে তথা ব্যাখ্যানাৎ, 'বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধি-মন্দিরঃ' ইতি বৃহৎ-সহস্রনামস্তোত্রে বিষ্ণুনামগণপাঠাচ্চ। তত্র তীর এব গত্বা, ন তু তত্রত্যশ্বেতদ্বীপাখ্য-শ্রীভগবৎপুর্য্যামিতি তস্যাপি দৌর্লভ্যমভিপ্রেতম্; তচ্চ মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে ব্যক্তমেব। অত্র স্থানে স্থানে দর্শয়িষ্যমাণবচনানুসারেণ প্রক্রিয়েয়ং জ্ঞেয়া;—প্রথমতঃ পরমগোলোকাধিষ্ঠাতা স্বয়ংভগবান্ বাসুদেবাখ্যঃ

প্রথমব্যূহঃ শ্রীকৃষ্ণঃ; তদীয়দ্বিতীয়ব্যূহস্য সঙ্কর্ষণস্যাংশাংশঃ কারণার্ণবশায়ী মহৎস্রষ্টৃপুরুষঃ; সোঽপি সঙ্কর্ষণাখ্য-স্তদীয়-চতুর্থব্যূহস্যানিরুদ্ধস্যাংশো গর্ভোদশায়ী—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড পরমাণুগবাক্ষায়মাণেষু কারণার্ণবশায়ি-রোমবিবরতুল্যেষ্ববকাশেষ্বেকৈক ব্রহ্মাণ্ডস্থিতঃ পুরুষঃ; সোঽপ্যনিরুদ্ধাখ্যস্তস্যাংশঃ ক্ষীরোদ-ধামা বিষ্ণুস্তথৈকৈক-ব্যষ্ট্যন্তর্যামী সর্ব্বভূতস্থঃ পুরুষশ্চেতি তৃতীয়ব্যূহস্য প্রদ্যুম্নস্যাংশাংশঃ; প্রদ্যুম্নস্তু হিরণ্যগর্ভান্তর্যামীতি। ক্বচিত্তু পরমগোলোক-মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণোপরপর্য্যায়ঃ শ্রীগোবিন্দঃ; বাসুদেবাদয়স্তু তদাবরণ-দেবতা ইতি ভেদ ইতি ॥

পুরুষমিতি মহৎস্রষ্টৃ-মহাপুরুষ-ভেদাভিপ্রায়েণ। অতঃ পুরুষসূক্তেনৈবোপতস্থে ভক্ত্যা তুষ্টাব। তেন চ স্তুতিস্তস্য মহিমবিশেষ-সূচনার্থং বেদপ্রমাণকতাজ্ঞাপনার্থঞ্চ; সমাহিতস্তদেকচিত্তঃ সন্; কুতঃ? জগতাং নাথং বিশেষতশ্চ দেবানাং দেবং পূজ্যং জগৎপালনার্থং দেবৈঃ স্তুত্যত্বাদিতি ভাবঃ; কিঞ্চ, বর্ষতি কামানাকম্পয়তি ক্লেশানিতি বৃষাকপিস্তমিতি প্রয়োজনঞ্চোদ্দিষ্টম্ ॥ জী০ ১৯-২০ ॥

১৯-২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অথ—অনন্তর অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই। এবং এই 'অথ' পদটি শ্রীভগবানের অবতার-কারণের মুখবন্ধে মাঙ্গল্যসূচক ধ্বনি। **সত্রিনয়ন**—শিবের সহিত, এই-রূপে তাঁর পৃথক উক্তির কারণ তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়তম—বিশেষতঃ তাঁর সাহায্যের অপেক্ষা আছে। **ক্ষীরপয়োনিধেঃ তীরং**—ক্ষীর সাগরের তীরে গমনের কারণ তত্রস্থ ভগবৎরূপই বিষ্ণুরূপে পালন করে থাকেন। শাস্ত্রপ্রমাণ—পাদ্মোত্তর খণ্ডে এরূপই ব্যাখ্যা আছে, 'বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধি মন্দিরঃ'। এইরূপ বৃহৎ-সহস্রনাম স্তোত্রেও বিষ্ণুনামগান পাঠে আছে। 'ক্ষীরোদ সাগরের শ্বেতদ্বীপে নিজ মন্দিরে পার্ষদগণসহ ক্ষীরাব্ধিশায়ী ভগবান্ বাস করেন।' দেবতাগণের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই বলেই তটে দাঁড়িয়েই স্তুতি করতে লাগলেন। গোলোকে শ্রীগোবিন্দের আবরণ দেবতা,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ। অনিরুদ্ধ অনন্ত মূর্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্যামী রূপে থাকেন। এঁরই নাম গর্ভোদশায়ী। এই গর্ভোদশায়ীর অংশ হলেন ক্ষীরোদশায়ী যাঁর নিকট গিয়ে দেবতাগণ নিবেদন করলেন ॥

পুরুষম্ ইতি—ক্ষীরোদশায়ী পদটি উল্লেখ করা হল, মহৎস্রষ্টৃ মহাপুরুষ কারণার্ণবশায়ী থেকে একে পৃথক্করে বুঝাবার অভিপ্রায়ে। অতঃপর পুরুষসূক্তে **উপতস্থে**—ভক্তি সহকারে স্তব করলেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্তুতি এই ক্ষীরোদশায়ীর মহিমা বিশেষ জানাবার জন্য এবং বেদপ্রমাণকতা জানাবার জন্য। **সমাহিতঃ**—তদেকচিত্ত হয়ে। কেন? কারণ **জগন্নাথং**—তিনি জগতের নাথ। বিশেষতঃ **দেবদেবং**—দেবগণেরও দেবতা—জগৎ পালনের জন্য দেবতাগণের উচিতই হচ্ছে তাকে স্তব করা এইরূপভাব। আরও **বৃষাকপি**—'বর্ষতি' কামনা বর্ষণ করেন অর্থাৎ পূর্ণ করেন—'আকম্পয়তি' ক্লেশসমূহ দূর করেন—এইরূপে বৃষাকপি পদ নিষ্পন্ন হল—এই পদে প্রয়োজন নির্দেশ করা হল ॥ জী০ ১৯-২০ ॥

১৯-২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদুপধার্য্য অথ জগামেত্যথ শব্দাধিক্যাদিদং লভ্যতে। বিশ্বসৃষ্টিরেব মৎকর্ম্ম পালনং তু বিষ্ণোরেব কর্ম্ম। স চ বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধিস্থ ইতি তত্রৈব গত্বেদং নিবেদনীয়মিতি পরামমর্শ। ততো জগামেতি। তত্র কার্য্যদ্বয়মুপস্থিতং পৃথ্বীপালনং দৈত্যসংহরণঞ্চ; তত্র প্রথমার্থং দেবেন্দ্রং বা আজ্ঞাপয়েৎ দ্বিতীয়ার্থং রুদ্রং বেতি দেবসাহিত্যং ত্রিনয়সাহিত্যঞ্চ কৃতং ॥

২১। গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥

২১। **অন্বয়ঃ** বেধাঃ (ব্রহ্মা) গগনে সমীরিতাং (সমুচ্চারিতাং) গিরং (বাণীং) সমাধৌ (সমাধিযোগেন) নিশম্য ত্রিদশান্ উবাচ হ (হে) অমরাঃ মে (মৎসকাশাৎ) পৌরুষীং (পুরুষাদিষ্টাং) গাং (বাচং) শৃণুত, পুনঃ (শ্রুত্বাচ) আশু (শীঘ্রং) তথৈব বিধীয়তাং মা চিরং (অনুষ্ঠানে বিলম্বং মা) [কুরুত]।

২১। মূলানুবাদ ব্রহ্মা তখন সমাধিতে আকাশবাণী শুনলেন। শুনে সহর্ষে দেবতাগণকে বললেন —'হে অমরবৃন্দ! ক্ষীরোদনাথ যে কথা বললেন, তা শীঘ্র করে আমার কাছে শুনে নেও, আর সেই অনুসারে কাজ কর।

জগন্নাথমিতি, তত্র গমনে ন্যায়ঃ। দেবদেবমিতি, স্বেষাং বিজ্ঞাপনেচাধিকারঃ। বৃষাকপিমিতি, বর্ষতি কামান্ আকম্পয়তি ক্লেশানিতি প্রয়োজনঞ্চোক্তং॥ বি০ ১৯-২০॥

১৯-২০। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ তদুপধার্য অথ - সেই কথা শুনে 'অথ' অতঃপর ব্রহ্মা-গেলেন। এখানে এই 'অথ' শব্দের ব্যবহার অত্যাধিক। এর দ্বারা এইরূপ অর্থ পাওয়া যাচ্ছে—ব্রহ্মা ভাবলেন বিশ্বসৃষ্টিই আমার কার্য্য, পালন তো বিষ্ণুরই কর্ম। অতএব এই পালনের ব্যাপারে তাঁর কাছে যাওয়াই ঠিক। তিনি তো ক্ষীর সাগরে শুয়ে আছেন। সেখানে গিয়েই নিবেদন করিগা। 'অথ' এইরূপ পরামর্শ করবার পরই গেলেন। বিনা পরামর্শে সঙ্গে সঙ্গে নয়। তাই 'অথ' শব্দের ব্যবহার।

আরও এখানে দুইটি কার্য উপস্থিত—পৃথিবী-পালন ও দৈত্যসংহার। এর মধ্যে পালন ব্যাপারে ইন্দ্রকে আর সংহার ব্যাপারে শিবকে আদেশ করতে পারেন হয় তো শ্রীভগবান্, এই মনে করে দেবতাগণকে এবং শিবকে সঙ্গেই নিয়ে গেলেন। সেখানে গমনের হেতু—ক্ষীরাব্ধিশায়ী হলেন জগন্নাথ, **দেবদেবং** —দেবতাদের দেবতা তিনি। জগৎ পালনের জন্য নিজজন দেবতাদের অধিকার আছে, তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করার। **বৃষাকপিম্** জগন্নাথ ক্ষীরাব্ধিশায়ী হলেন বৃষাকপি অর্থাৎ মনের অভিলাষ বর্ষণকারী, আর ক্লেশসমূহ দূরীভূতকারী—এরূপে তার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বলা হল॥ বি০ ১৯-২০॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সমাধৌ, তত্রাপি গগনে সমীরিতামদৃষ্টবক্তৃকামিত্যর্থঃ; ইত্যদৃশ্যমানেন শ্রীভগবতোক্তাং সমাধৌ শ্রুত্বেতি পরমাদৃশ্যত্বমুক্তম্। অগ্রে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ, তস্যাপি পরমাংশিনঃ স্বয়ংভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তস্য তাদৃশক্রীড়য়া তদানীন্তনানাং ভাগ্যবিশেষবোধনার্থম্। হ স্ফুটং হর্ষে বা। পৌরুষীং পুরুষেণ—'সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহম্' (শ্রীভা০ ২।৬।৩২) ইত্যাদ্যনুসারাৎ পুরুষাভিন্নেন বিষ্ণুরূপেণ স্বয়মেবোক্তমিতি তেষাং তস্যাং বিশ্বাসার্থম্; আশু তব কোলাহল পরিত্যজ্য শৃণুত। হে অমরা ইতি তদৈবামরত্বং নাম সিধ্যেদিতি ভাবঃ॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সমাধৌ—সমাধিতে—তাতেও আবার গগণে সমুচ্চারিত—অদৃষ্ট বাণীতে অর্থাৎ আকাশবাণীতে। অদৃশ্যভাবে শ্রীভগবানের বলা আর সমাধিতে ব্রহ্মার দ্বারা

২২। পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥

২২। অন্বয়ঃ পুংসা (স্বয়ং ভগবতা) পুরৈব ধরাজ্বরঃ (পৃথ্বীতাপঃ)অবধৃতঃ (অবধারিতঃ) ঈশ্বরেশ্বরঃ সঃ (শ্রীভগবান্) যাবৎ স্বকালশক্ত্যা (স্বস্য কালনামক শক্তিবিশেষেণ) উর্ব্ব্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) ভরং (ভারং) ক্ষপয়ং (অপনয়ন্) ভুবি চরেৎ (প্রকটো বর্ত্তেত তাবৎ) ভবদ্ভিঃ (দেবগণৈঃ)অংশৈঃ (অংশভূতপার্ষদৈঃ)যদুষু যদুবংশে) উপজন্যতাং (জন্মগৃহীত্বা স্থীয়তাম্)।

২২। মূলানুবাদঃ (ক্ষীরোদনাথের বাক্যই ব্রহ্মা হুবহু পুনরুক্তি করলেন—পুরৈব।) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ আমাদের বিজ্ঞাপনের পূর্বেই ধরার সন্তাপ বিদিত আছেন আমাদের এই প্রভু যতকাল নিজের সংহারিকা শক্তিদ্বারা পৃথিবীর ভার দূর করতে করতে পৃথিবীতে লীলা করবেন, ততকাল তোমরা কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ যদু-কুরুদের পুত্র-পৌত্রাদিরূপে জন্ম নিয়ে অবস্থান কর।

শোনা—এইরূপে ক্ষীরোদশায়ীর পরম অদৃশত্ব বলা হল। শ্রীভাগবতের পরবর্তী অংশে বৃন্দাবনাদিতে এই ক্ষীরোদশায়ীর পরম অংশী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের তাদৃশ সর্বলোকলোচনগ্রাহ্য লীলা তদানীন্তন জনদের ভাগ্যবিশেষ বুঝানোর জন্যই। (হ) স্পষ্ট, অথবা হর্ষে। **পৌরুষীং**—পুরুষের দ্বারা সমুচ্চারিত বাণী—(ভা॰ ২।৬।৩২) শ্লোকে ব্রহ্মা বলছেন—"শ্রীহরির নিয়োগমত আমি সৃজন করি, তাঁর বশ হয়ে শিব এই বিশ্বের সংহার করেন এবং ত্রিগুণমায়াশক্তিধর হরি পুরুষরূপে অর্থাৎ পরমাত্মারূপে পালন করেন।" ইত্যাদি অনুসারে পুরুষাভিন্ন বিষ্ণুরূপে স্বয়ং হরিই বললো, এইরূপ বিশ্বাস **গাং**—আকাশবাণীতে দেবতাদের জন্মানোর জন্যই এই 'পৌরুষীয়ং' পদটি এখানে দেওয়া হল॥ জী॰ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সমাধৌ তত্রাপি গগনে সমীরিতামিতি ক্ষীরোদনাথস্যাপি ব্রহ্মণাপি দুর্ল্লভদর্শনত্বমভিব্যজ্য তদাদি পরমাংশিনঃ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্য কৃষ্ণস্যাগ্রে প্রাপঞ্চিকলোকমাত্র দৃশ্যত্বে তদীয় কৃপাতিশয় এব হেতুর্ব্যঞ্জিতঃ। পৌরুষীং পুরুষস্য ক্ষীরোদনাথস্য গাং বাচং॥ বি॰ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সমাধৌ- সাক্ষাৎ নয়, সমাধিতে শুনলেন ব্রহ্মা, তাও আবার **গিরং গগনে**- আকাশবাণীতে। এতে বুঝা যাচ্ছে, ক্ষীরোদনাথেরই দর্শন ব্রহ্মা-যে-ব্রহ্মা, তাঁর পক্ষেও দুর্লভ, এই ক্ষীরোদনাথের আদি পরম-অংশী সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-যে, তাঁর এই পৃথিবীতে লীলাকালে লোক মাত্রেই পেল, তার হেতু লীলাকালে তাঁর অদ্ভুত কৃপাতিশয্যের প্রকাশ, যা অন্য কোন সময়ে হয় না॥ বি॰ ২১॥

২২। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকাঃ তস্য পুরুষস্যৈব বাচমনুবদতি,—পুরেতি চতুর্ভিঃ। পুংসা যস্যাহমংশাংশস্তেনাদিপুরুষেণ স্বয়ংভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন পুরৈবাবধৃত ইতি তদ্বিজ্ঞাপনার্থং যুষ্মৎপ্রয়াসেনালম্; তথাহমপি তদ্বেত্তা তচ্ছ্রবণার্থং স্বয়ং নাবির্ভূত ইতি ভাবঃ। অংশৈর্নিজাশেষাংশৈঃ সহোপজন্যতাম্। 'এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি। সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ॥' ইতি পাদ্ম কার্ত্তিক-

Acc. No. 1478
Coll No
Date
B. G. M.

মাহাত্ম্যরীত্যা নিত্যতৎপার্ষদানাং যদূনাং পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জনিত্বা নিকটে স্থীয়তামিত্যর্থঃ। যদুস্থিতি তৎ-সম্বন্ধিনামপি পাণ্ডবাদীনাং তদন্তর্ভাবাৎ। এষামেব স্বর্গগমনম্, অধিকারান্তে (অধিরোহণান্তে ?) চ তৎপ্রাপ্তি জ্ঞেয়া। ঈশ্বরাণাং বিরাড়াদ্যন্তর্যামিণামস্মদাদীনামপীশ্বরঃ সর্ব্বাংশী; তথা চ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১ ৫৯)—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥', 'যস্যৈকনিঃশ্বসিত-কাল-মথাবলম্ব্য, জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইতি। ব্যাখ্যাস্যতে চ তৈঃ—'অথাহমংশভাগেন' (শ্রীভা০ ১০।২।৯) ইত্যাদৌ, 'নারায়ণোঽঙ্গম্' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১৪) ইত্যাদৌ চ, 'যস্যাংশাংশাংশভাগেন' (শ্রীভা০ ১০।৮৫।৩১) ইত্যাদৌ চ। ততঃ সদ্যঃ সর্ব্বং কর্ত্তুং শক্তোঽপি স্বকালশক্ত্যা যদা যৎ কর্ত্তুং যুজ্যেত, তদৈব তৎ করোতীতি যথাকালমিত্যর্থঃ। স্ব-শব্দেন কালস্যাপি তদধীনতোক্তা। যাবৎ ভুবি চরেৎ প্রকটো বর্ত্তেতেত্যর্থঃ। অন্যদা তত্তন্নিত্য-প্রিয়জনৈঃ সহ নিত্যং শ্রীবৃন্দাবনাদৌ তদপ্রকটপ্রকাশ-বিশেষত্বেন নিরূপয়িষ্যমাণ-বিচিত্রক্রীড়াং কুর্ব্বতোঽপি তস্যান্যৈর-দৃশ্যত্বাৎ। তথা চ স্কান্দে—'বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সরামো বালকৈর্বৃতঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ॥' ইতি। বক্ষ্যতে চ 'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ' (শ্রীভা০ ১০।১।২৮) ইতি। একাদশান্তে চ দ্বারকামধিকৃত্য 'নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ' (শ্রীভা০ ১১।৩১।২৪) ইতি॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** সেই পুরুষেরই বাক্য হুবহু বলা হচ্ছে যেন তারই মুখে—পুরা ইতি চারটি শ্লোকে। **পুংসা**—আমি যার অংশের অংশ সেই অনাদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের পূর্বেই জ্ঞাত, কাজেই তা জানাবার জন্য তোমাদের প্রয়াসের কি প্রয়োজন; তথা তা জানা-আমিও তা জানবার জন্য স্বয়ং আবির্ভূত হই নি। **অংশৈঃ**- কৃষ্ণের নিজ অশেষ অংশের সহিত **উপজন্যতাম্**—কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ যদুগণের পুত্র পৌত্রাদিরূপে জন্ম নিয়ে নিকটে থাকো।—এ সম্বন্ধে পাদ্ম-কার্তিক মাহাত্ম্যে এরূপ আছে, যথা—'হে ভামিনি! এই সব যাদব সকলেই আমার গণ। হে দেবি! এঁরা সর্বদা আমার প্রিয়। আমার তুল্য গুণশালী।" **যদুস্থিতি**—যদুগণের সম্বন্ধীয় পাণ্ডবগণও এই যদুপদের অন্তর্ভুক্ত। এদের যে স্বর্গ গমন মহাভারতে দেখা যায়, তা ঐ স্বর্গগমণের পরই স্বলোক প্রাপ্তি হয়, এরূপ বুঝতে হবে। **ঈশ্বরেশ্বরঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং আমাদেরও ঈশ্বর—সর্বাংশী। এ সম্বন্ধে প্রমাণ—(শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।১, ৫৯) "ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ।"—"যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস-পরিমিত কালমাত্র ব্যাপিয়া তদীয় লোমকূপ হতে আবির্ভূত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই জগতে স্ব স্ব অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁর কলা বিশেষ সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" স্বামী-পাদ প্রমুখের দ্বারা ব্যাখ্যাও করা আছে—(ভা০ ১০।২।৯) "অতঃ-পর আমি পরিপূর্ণ স্বরূপে আবির্ভূত হব।"—"যে নারায়ণ সে তোমার অঙ্গ—তোমার অংশ বলে।"—"যাঁর অংশভূত মহাবৈকুণ্ঠনাথের অংশভূত মহাপুরুষাংশভূতা প্রকৃতির অংশ পরমাণুমাত্র দ্বারা ইত্যাদি।"

২৩। বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥

২৩। অন্বয়ঃ ভগবান্ পরঃ পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ (স্বয়ং) জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ানাং সেবার্থং) সুরস্ত্রিয়ঃ সম্ভবন্তু (ব্রজে অন্যত্র চ অবতরন্তু)।

২৩। মূলানুবাদঃ এই সর্বাবতার-অবতারী পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ংই এসে বসুদেব-গৃহে আবির্ভূত হবেন, সকলের দৃশ্যরূপে। অতএব সুরস্ত্রীগণ তাঁর প্রিয়া রুক্মিনী প্রভৃতির ও রাধাদির সেবা করবার জন্য রূপেগুণে পরিপূর্ণ হয়ে জন্ম গ্রহণ করুক, যদুকুলে ও গোপীকুলে।

অতঃপর সদ্য সবকিছু করতে সমর্থ হয়েও **স্বকালশক্ত্যা**—যখন যা করা সমুচিত তখন তাই করতে করতে অর্থাৎ যে কালে যে লীলা সমীচীন সেই কালে সেই লীলা করতে করতে বিহার করবেন। এখানে 'স্ব' শব্দে কালেরও শ্রীভগবৎ-অধীনতা বলা হল। **যাবৎ**—যাবৎকাল এই পৃথিবীতে প্রকট থাকেন।

যাবৎ ভুবি চরেৎ—প্রকট প্রকাশে অর্থাৎ প্রকাশ্য রূপে সকল লোকের নয়ন গোচর হয়ে যাবৎ এই পৃথিবীতে লীলা করবেন। এই সময়ের কথা বলার কারণ অন্য সময়ে তাঁর নিত্য প্রিয়জনের সঙ্গে নিত্য বৃন্দাবনাদিতে তাঁর অপ্রকট প্রকাশের বিশষত্বের সহিত নির্ধারিত বিচিত্র ক্রীড়া করা হলেও তা অন্যের অদৃশ্য থাকে।এ বিষয়ে প্রমাণ—**স্কান্দে**—"দুধ ছাড়া বাছুর এবং দুগ্ধ পোষ্য বাছুরের সহিত সরাম গোপ-বালক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মাধব সদা বৃন্দাবনে বিহার করেন।"—(ভা০ ১০।১।২৮) "মথুরায় ভগবান্ হরি নিত্য অবস্থিত থাকেন।"—(ভা০ ১১।৩১।৪) "ভগবান্ মধুসূদন নিত্য দ্বারকায় বিরাজমান্।" জী০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পুরুষস্য বাচমেবানুবদতি পুরৈবেতি চতুর্ভিঃ বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব। পুংসা 'কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ য' ইত্যনুসারাৎ স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনেত্যর্থঃ। অবধৃতঃ জ্ঞাতঃ। অংশৈস্তদংশভূতপার্ষদৈরুদ্ধবসাত্যক্যাদিভিঃ সহ মিলিতীভূয় যদুষ্বিত্যুপলক্ষণং কুরুষ্বপি। ক্ষীরোদনাথাদয়ো বয়মীশ্বরা অস্মাকমপীশ্বরঃ॥ বি০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ ক্ষীরোদনাথের বাক্যই ব্রহ্মা হুবহু পুনরাবৃত্তি করলেন—'পুরৈব' প্রভৃতি চারটি শ্লোকে। **পুংসা** ইত্যাদি—এখানে পুংসা শব্দে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হয়েছে, কারণ ধরাজ্বর দূর করবার জন্য যিনি আবির্ভূত হলেন তিনি যে স্বয়ং ভগবান্, তা শ্রীমদ্ভাগবতের **কৃষ্ণ স্বয়ং**—'পরম পুরুষ যিনি, সেই স্বয়ং কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন' এই শ্লোকে পাওয়া যায়। **অবধৃত**—জ্ঞাত। **অংশৈঃ**—কৃষ্ণের অংশভূত পার্ষদ উদ্ধব সাত্যকী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে অবস্থান কর। **যদুষু**—যদুদিগের কুলে—এখানে 'যদু' শব্দটি উপলক্ষণে ব্যবহার হয়েছে, এর দ্বারা পাণ্ডবকুলকেও বুঝান হয়েছে।

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ঈশ্বরেশ্বরত্বমেব বদন্ তস্য স্বয়মবতারে ঈদৃশলীলাকৈবল্য-মেবান্তরঙ্গং প্রয়োজনমিত্যাহ—বসুদেবেতি। গৃহ ইতি জীববৎ পিতুঃ সকাশাদুৎপত্তির্নিরস্তা যতঃ পরঃ পুরুষঃ যস্মাদন্য উৎকৃষ্টো নাস্তি, স এব ভগবান্ প্রকটসর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সন্, সাক্ষাৎ স্বয়মেব জনিষ্যতে প্রাদুর্ভবিষ্যতি;

২৪। বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥

২৪। **অন্বয়** ঃ বাসুদেবকলা (শ্রীকৃষ্ণস্যাংশাঃ) অনন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্ (স্বেনৈব রাজতে যঃ সঃ) দেবঃ (নানাকারণতয়া দীব্যতি) হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া (শ্রীকৃষ্ণস্য সুখায়)অগ্রতো ভবিতা(প্রথমমাবির্ভবিষ্যতি)।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ যিনি দ্বারকার শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণের অংশ, একাংশে সহস্র বদন অনন্ত এবং ছোট ভাই কৃষ্ণ সহ দেদীপ্যমান্ সেই সর্বপূজ্য (সঙ্কর্ষণ) বলদেব কৃষ্ণের প্রিয়কার্য সম্পাদনের জন্য অগ্রে আবির্ভূত হবেন।

অতস্তস্য ভগবতঃ প্রিয়ার্থং পরিচর্য্যায়া প্রীত্যুৎপাদনায়; যদ্বা, তস্য প্রিয়া শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ শ্রীরাধাদ্যাশ্চ, তাসাং দাস্যর্থম্, অতএব সম্যগ্ ভবন্ত উত্তমপ্রকারেণ জায়ন্তামিত্যর্থঃ। যদ্বা, সম্ভবন্ত যোগ্যা ভবন্তিতি বরপ্রদানম্, তথাপি জনন এব তাৎপর্য্যম্॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ ঈশ্বরেশ্বর-স্বরূপ বলতে বলতে তাঁর স্বয়ম্ অবতারে ঈদৃশলীলা কৈবল্যই যে অন্তরঙ্গ প্রয়োজন, তাই বলা হচ্ছে—বসুদেব ইতি। **গৃহ ইতি**—এই পদে জীববৎ পিতার থেকে জন্ম নিরস্ত হল। কারণ তিনি **পরঃপুরুষঃ**—পরপুরুষ, যাঁর উপরে আর কেহ নেই—সর্বশ্রেষ্ঠ। এই পরপুরুষটি **ভগবান্**—অর্থাৎ সর্ব ঐশ্বর্য প্রকাশ করে বিরাজমান্। **সাক্ষাৎ**—নিজে নিজেই **জনিষ্যতে**—প্রাদুর্ভূত হবেন। অতএব **তৎ**—সেই ভগবানের **প্রিয়ার্থং**—পরিচর্যা দ্বারা প্রীতি উৎপাদনের জন্য। অথবা 'প্রিয়া' শ্রীরুক্মিনী প্রভৃতি এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি—তাঁদের দাস্যের জন্য, অতএব **সম্ভবন্তু**—'সম্যক্ ভবন্তু' অর্থাৎ উত্তম প্রকারে জন্ম নেও। অথবা 'সম্ভবন্তু' যোগ্য হও, এইরূপে বর প্রদান করলেন, এতেও জন্ম নেওয়াই তাৎপর্য॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সুরস্ত্রিয়স্তৎপ্রিয়াংশভূতা যা উপেন্দ্রাদিমন্বন্তরাবতার স্ত্রিয়স্তা এব তৎপ্রিয়াণাং সখ্যার্থং কৃতচরতদ্ভজনপ্রভাববশাৎ পৃথগ্ভূতাস্তৎপ্রিয়সখ্যো ভবন্তু। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ—"নিত্যপ্রিয়াণা মংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ। তা অংশিনীনামেবাসাং প্রিয়সখ্যোঽভবন্ ব্রজে" ইতি॥বি০২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ** ঃ **সুরস্ত্রীয়**—দেবপত্নী। এরা কৃষ্ণের নিত্যকান্তাগণের অংশ-ভূতা—উপেন্দ্রাদি মন্বন্তর অবতারদের স্ত্রী। এঁরা কৃষ্ণপ্রিয়াগণের সখ্যতার জন্য ভজন করেছিলেন। সেই ভজনের প্রভাববশে পৃথক্রূপে জন্ম গ্রহণ করে এঁরা তাঁদের প্রিয়সখী রূপে থাকুক। উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হয়েছে—'নিত্য প্রিয়ানামংশাস্তু' ইত্যাদি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশরূপে দেবযোনিতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর তুষ্টি বিধানের জন্য নিত্যকান্তাগণের অংশ সকলও দেবীরূপে প্রকট হয়ে থাকেন। তাঁরাই এই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে গোপীকন্যা হয়ে সেই অংশিনী নিত্যপ্রিয়াগণের প্রিয়সখী হয়েছেন॥ বি০ ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ অগ্রতো ভবিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অত্র ভ্রাতৃত্বে যোগ্যতামাহ—বাসুদেবস্য দ্বারকাদিপ্রসিদ্ধচতুর্ব্যূহ-প্রধানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কলা অংশঃ, সঙ্কর্ষণত্বাৎ। অত-

এবানন্তঃ অপরিচ্ছিন্নঃ, অতঃ স এব শেষাখ্যেনাংশেন সহস্রবদনঃ শ্রীকৃষ্ণগুণগানেচ্ছয়েতি ভাবঃ। তথা চ বক্ষ্যতে—'যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে' (শ্রীভা০ ১০।৬৫।২৮) ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চ তৈঃ। একাংশেন শেষাখ্যেনেতি, অতঃ স্বেন স্বস্বরূপেণ শ্রীভগবতৈব রাজত ইতি স্বরাট্, অতস্তং বিনান্যত্র স্থাতুমশক্ত ইতি ভাবঃ। দেবঃ তদগ্রজত্বাৎ, সুতরাং সর্ব্বেষাং পূজ্য ইত্যর্থঃ। নন্থ শ্রীলক্ষ্মণবদসৌ কনিষ্ঠতামেবার্হতি, ন তু জ্যেষ্ঠত্বং, তত্রাহ—হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়েতি। তস্য যন্ত্রিততাহানায় তেনাত্মন ইব তস্যাত্মনানুগতয়ে চ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য তু ভক্তসৌহৃদবিশেষ এবায়মিতি ভাবঃ। অতো বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে শ্রীবলদেবনামসু 'পূর্ব্বভক্তিখেদাচ্যুতাগ্রজঃ' ইত্যত্রাপি খেদঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব জ্ঞেয়ঃ, তেন খেদেন হেতুনা অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রজো জাত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বঃ পুরাবতীর্ণো লক্ষ্মণস্তস্মিংস্তদংশে খেদং পমার্জ্য স্বংশে তু তথা ন ক্বচিদপি কল্পে প্রকটয়তীতি তাৎপর্য্যম্। অথবা ময়ি জ্যেষ্ঠে সতি লক্ষ্মণপরাধীনত্বে শ্রীরঘুনাথ ইব স্বৈরং দুঃখমুরীকর্ত্তুং নায়ং শক্নুয়াদিতি স্বাতন্ত্র্যেণ হরেঃ সুখং কর্ত্তুমিচ্ছয়েত্যর্থঃ। অতঃ শ্রীলক্ষ্মণস্যাপি তদ্দুঃখনিবারণাশক্তত্বেনৈব ভক্তৌ খেদো জ্ঞেয়ঃ। হরেরিতি তাদৃশস্নেহেন তস্য মনোহরণাৎ॥ জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অগ্রতো ভবিতা**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবির্ভূত হবেন। এখানে ভ্রাতৃত্ব যোগ্যতা বলা হচ্ছে বাসুদেব কলা ইত্যাদি। 'বাসুদেবস্য' দ্বারকাদি প্রসিদ্ধ চতুর্ব্যূহ প্রধান শ্রীকৃষ্ণের **কলা**—অংশ—সঙ্কর্ষণ স্বরূপ বলে। অতএব **অনন্ত** দেশকালাদির ইয়ত্তার অযোগ্য—অতএব তিনিই শেষ নামক অংশে 'সহস্র বদন' শ্রীকৃষ্ণগুণগানের ইচ্ছায়, এরূপ ভাব।—(ভা০ ১০।৬৫।২৮) শ্লোকে উল্লিখিত আছে—"হে মহাভুজ বলরাম! আপনার একাংশ দ্বারা এই পৃথিবী ধৃত হয়ে আছে।" স্বামিপাদ প্রমুখের ব্যাখ্যায়ও 'একাংশেন' শেষ নামক এক অংশে। অতএব **স্বরাট্**—'স্বেন' স্ব-স্বরূপ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের সহিত বিরাজমান্ শ্রীবলরাম 'স্বরাট্', তাই তিনি কৃষ্ণকে ছাড়া থাকতে পারেন না। **দেবঃ**—কৃষ্ণের অগ্রজ বলে এখানে 'দেব' শব্দের প্রয়োগ। আর এহেতুই সকলের পূজ্য। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা শ্রীলক্ষ্মণের মতো এ-লীলাতেও কনিষ্ঠ হওয়াই তো উচিত ছিল, জ্যেষ্ঠ তো নয়। এরই উত্তরে—**হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া**—কৃষ্ণের সুখকর কার্য করবার জন্য। পূর্বের রামলীলার চালিত হওয়ার ভাব ত্যাগের জন্য এবং পূর্বলীলার নিজের মতো কৃষ্ণকে নিজের অনুগত ভাবে রাখার জন্য—শ্রীকৃষ্ণদেবের পক্ষে কিন্তু ইহা ভক্তসৌহৃদ্য বিশেষই। অতএব বৃহৎসহস্রনাম স্তোত্রে শ্রীবলদেবের নামের মধ্যে একটি নাম পাওয়া যায়, যথা—"পূর্বভক্তিখেদাচ্যুতাগ্রজ"—এখানেও কৃষ্ণেরই খেদ, এইরূপ বুঝতে হবে। সেই খেদের হেতু 'অচ্যুতাগ্রজ' অর্থাৎ শ্রীবলরামের কৃষ্ণাগ্রজরূপে আবির্ভাব। অথবা, জ্যেষ্ঠ হওয়াতে রামলীলায় যেমন রঘুনাথের দুঃখ দূর করতে পারি নি পরাধীনতা বশতঃ সেইরূপ এবারও পারবো না—এই মনে করে সচ্ছন্দে হরির সুখ সেবা সম্পাদনের জন্য এবার জ্যেষ্ঠ হয়ে এলেন। অতএব শ্রীলক্ষ্মণেরও সেই দুঃখ নিবারণ অশক্ততা হেতু ভক্তি সম্বন্ধে খেদ, এইরূপ বুঝতে হবে। **হরেঃ ইতি**—কৃষ্ণের তাদৃশ স্নেহে বলরামের মন হরণ হেতু এই পদের প্রয়োগ এখানে॥ জী০ ২৪॥

২৫। বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥

২৫। অন্বয়ঃ যয়া জগৎ সম্মোহিতং (দেহ গেহাদ্যাসক্তং জাতং) [সা] ভগবতী (সর্ব্বশক্তিযুক্তা) বিষ্ণোঃ মায়া (মায়াখ্যা শক্তিঃ) অংশেন (স্বাংশভূতা বহিরঙ্গমায়া সহিতৈব) প্রভুণা (শ্রীকৃষ্ণেন) আদিষ্টা কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি (যশোদাগর্ভে জনিষ্যতি)।

২৫। মূলানুবাদঃ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বিশ্বব্যাপক ভগবানের উন্মুখ মোহিনী শক্তি যোগমায়াদেবী আবির্ভূত হবেন, এই বিশ্ব সম্মোহন কারিণী নিজ অংশভূতা মায়াদেবীকে সঙ্গে নিয়ে—দেবকীগর্ভ-সঙ্কর্ষণাদি এবং কংসাদি বঞ্চনরূপ বিবিধ কার্য সম্পাদনার্থে॥ ২৫॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** স্বেন ভ্রাত্রা কৃষ্ণেন সহ রাজত ইতি স্বরাট্ দেবো বলদেবঃ। আগ্রতঃ প্রথমমাবির্ভাবিষ্যতি। য এবাংশেন সহস্রবদনোঽনন্তঃ যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতেঃ ইতি বক্ষ্যমাণাৎ যোঽনন্তো বাসুদেবস্য কলা॥ বি০ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ স্বরাট্**—'স্বেন' ভ্রাতা কৃষ্ণের সহিত সদা বিরাজমান্। **দেবঃ**—বলদেব। **অগ্রতো ভবিতা**—প্রথমে আবির্ভূত হবেন। **কলা অনন্তঃ**—"যিনি অংশে সহস্র বদন অনন্ত।"—"হে মহাবাহু রাম! যাঁর একাংশের দ্বারা জগৎ বিধৃত হয়ে আছে সেই আপনাকে।" ইত্যাদি বাক্য থেকে পাওয়া যায়—অনন্ত বাসুদেবের অংশ॥ বি০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বিষ্ণোর্বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতো মায়াখ্যা শক্তিঃ, অতএব ভগবতী সর্ব্বশক্তিযুক্তা, ভগবতীত্বমেব দর্শয়ন্ তামেব কার্যবিশেষদ্বারা লক্ষয়তি—যয়েতি। ইতি চিচ্ছক্তির্ব্যাবর্ত্তিতা, ভগবদিচ্ছয়া সম্যগ্ ভবিষ্যতি, অন্যথা শ্রীযশোদাদিমোহনাশক্তেঃ। কার্য্যার্থ ইতি—শ্রীযশোদামোহনাদি-কার্য্যস্য সুগোপ্যত্বাৎ সঙ্কেতেনৈবোক্তম্। নন্বু বয়ং ত্বদাজ্ঞাকারিণ এব; অনন্তশ্চ হরেঃ প্রিয়াচিকীর্ষয়ৈব ভবিতা, সা পরমস্বতন্ত্রা, কুতস্তথা কর্ত্রীত্যত্রাহ - প্রভুণা সাক্ষাৎ কৃষ্ণেনৈবাদিষ্টেতি। নন্বু 'যয়া সম্মোহিতং জগৎ' ইত্যুক্তং, তর্হি তস্যাস্তত্র জন্মনা অস্মাদৃশামপি সম্মোহঃ সম্ভবেদিত্যত্রাহ—অংশেনেতি, অংশেন ভগবদংশেন; তদিচ্ছাদিরূপেণ সম্বলিতা, অতস্তদিচ্ছানুসারেণৈব মোহয়িষ্যতীতি ভাবঃ॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীজীব তোষণী টীকানুবাদঃ বিষ্ণোর্মায়া**—বিশ্বব্যাপক ভগবানের মায়াখ্য শক্তি। অতএব **ভগবতী**—সর্বশক্তিযুক্তা। ভগবতী শব্দে এঁর সর্বশক্তিযুক্ততা দেখিয়ে এখন এই সর্বশক্তিকেই কার্যবিশেষ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, 'যয়া ইতি' অর্থাৎ যার দ্বারা জগৎ সম্মোহিত। এইরূপে ইনি যে চিচ্ছক্তি যোগমায়া নন, তা বলা হল। **সম্ভবিষ্যতি**—এই মায়া শ্রীভগবানের ইচ্ছায় পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত। অন্যথা এই বিমুখমোহিনী মায়া যশোদামোহনাদি কার্য করতে পারতো না। **কার্যার্থ**—শ্রীযশোদামোহনাদি কার্য সুগোপ্য বলে এখানে সঙ্কেতে শুধু 'কার্য' শব্দটির ব্যবহার। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা শক্তিবর্গ আপনার আজ্ঞাপালনকারী ঠিকই, অনন্তও হরির প্রিয়কার্য সম্পাদনার্থে আবির্ভূত, কিন্তু

যশোদা যে পরম স্বতন্ত্রা, এ অবস্থায় কি করে আপনার আজ্ঞা পালনে সমর্থ হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, **প্রভুনা**—সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্টা হয়েই এই মায়ার আবির্ভাব। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব সম্ভব, কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই বিমুখমোহিনী মায়া দ্বারা যশোদামোহনাদি কার্য সম্ভব। আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন—বলা হল, যার দ্বারা জগৎ সম্মোহিত—তবে তো তার আবির্ভাবের পর আমাদের মতো জনেরও সম্মোহিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এর উত্তরেই বলা হচ্ছে **অংশেন**—শ্রীভগবৎ অংশরূপে শ্রীভগবানের ইচ্ছাদিরূপে সম্বলিতা। অতএব শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারেই মোহিত করবে, নিজ ইচ্ছায় যথা তথা নয়॥ জী° ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ কিঞ্চ স্বলীলা পরিকরাণাং ভক্তানাং ভক্তদ্বিষাং কংসাদীনাঞ্চ মোহনার্থং যোগমায়াং মায়াঞ্চাদিশদিত্যাহ বিষ্ণোর্মায়া যোগমায়াং সমাদিশদিত্যগ্রিমোক্তেঃ। প্রভুনা কৃষ্ণেন আদিষ্টা সতী অংশেন সহ স্বাংশভূতবহিরঙ্গমায়াসহিতৈব কার্য্যার্থে প্রাদুর্ভবিষ্যতি। যয়া জগৎ সংমোহিতং স্বাংশভূত মায়য়েত্যর্থঃ। যদ্বা জগৎ অপ্রাকৃতং প্রাকৃতঞ্চ স্বেন স্বাংশেন চ সংমোহিতং মায়য়া যোগমায়াংশতং দৃষ্টং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে। "জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তি র্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্ব স্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভোজ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ। অস্যা আবরিকাশক্তি র্মহা-মায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎসর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ" ইতি। একা একবিধৈব একনংশাপরপর্য্যায়েত্যর্থঃ। কার্যার্থে ইতি। কার্য্যমত্র দ্বিবিধং, প্রথমং-দেবকী সপ্তমগর্ভাকর্ষণ যশোদাস্বাপনাদি। তদ্ধি যোগ-মায়ায়া এব কার্য্যং নতু মায়ায়াঃ। স্বনিয়ন্তুর্বলভদ্রস্যাকর্ষণে প্রভুত্বাভাবাৎ। যশোদাস্বাপনস্য রাজসত্বাভাবাচ্চ। যদুক্তম্—"ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাম্। ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রায়াণাং স্বপ্নো রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিতো যঃ" ইতি। তাদৃশ সিদ্ধভক্তেষু মায়ায়াঃ প্রভবিতুমশক্যত্বাচ্চ। দ্বিতীয়ংতু দেবকীকন্যা রূপেণ যৎকংসবঞ্চনং তন্মায়ায়া এব কার্য্যং, নতু যোগমায়ায়া স্তাদৃশ দুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব। সৈব কংসহস্তাদাকাশমুৎপ্লুত্য বিন্ধ্যবাসিন্যাদি রূপেণ বহুনাম নিকেতেষু বহুনামা বভূব হ। যদুক্তং স্বয়মেব মায়য়া। বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে। নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা। ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলবাসিনী ইতি। তথা রাসলীলাদি সিদ্ধ্যর্থং ভগবৎপ্রেয়সীনাং পতি শ্বশ্রাদিমোহনং যোগমায়ায়া এব কার্য্যং নতু মায়ায়াঃ। তেষাং ভগবদ্বৈমুখ্যদর্শনাৎ। মায়ামোহিতত্বে তদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্যম্ভাবাৎ যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি তত্রোক্তেশ্চ। দুর্য্যোধনাদি শাল্বাদ্যসুরেষু বিশ্বরূপগরুড়বাহনাদিত্ব দর্শিষ্বপি নায়মীশ্বরঃ কিন্তু ধৃষ্টো যাদব ইতি মোহনং মায়য়ৈব নতু যোগমায়য়া, তেষাং ভগবদ্বৈমুখ্য দর্শনাদিত্যেবং বিমুখমোহনং মায়য়া; উন্মুখমোহনং যোগমায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ যত্তু বাৎসল্যাদিমহাপ্রেমবতাং শ্রীযশোদানন্দাদীনাং বিশ্বরূপ বরুণলোকাদি দর্শনান্তে বাৎসল্যাদি ভাবাধিক্যত্বৈনৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপ্যসংভ্রমাদেবৈশ্বর্য্যাননুসন্ধানলক্ষণং মোহনং তৎ ন যোগমায়য়া নাপি মায়য়া কিন্তু প্রেম্ন এব স স্বভাবঃ যঃ খলু ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমাবৃণ্বন্ চিন্ময় মমতা রসনয়া শ্রীকৃষ্ণং নিবধ্য প্রতি-ক্ষণং তস্মিন্ স্নেহাধিক্যমুৎপাদয়ন্ তন্মাধুর্য্যাস্বাদ মহোদধৌ ভক্তজনং নিমজ্জয়তীত্যসাধারণলক্ষণজ্ঞাপ্যো

ভবত্যত এব তত্রোক্তং 'বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরিতি' পুত্রস্নেহময়ত্বং বাৎসল্য প্রেম্নোঽসাধারণং লক্ষণং। মোহনত্বেন মায়া সাধর্ম্ম্যান্মায়ামিতি ॥ বি০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আরও নিজলীলাপরিকর ভক্তদের এবং ভক্তদ্বেষী কংসাদির মোহনের জন্য যোগমায়া এবং মায়াকে আদেশ করলেন। এই উভয় মায়াকে লক্ষ্য করেই এখানে বিষ্ণোর্মায়া বাক্যটির ব্যবহার। 'যোগমায়াকে আদেশ করলেন' এরূপ উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও দেওয়া যায়। **আদিষ্টা প্রভু নাংশেন**—যোগমায়াদেবী তাঁর প্রভু কৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে **অংশেন**—নিজের অংশভূতা বহিরঙ্গা মায়ার সহিত আবির্ভূত হবেন **যয়া সংমোহিতং জগৎ**—যে বহিরঙ্গা মায়া দ্বারা এই জগৎ সম্মোহিত। অথবা **যয়া**—যে যোগমায়া ও তার অংশ মায়া দ্বারা **জগৎ** অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ **সম্মোহিত**। মায়া যে যোগমায়ার অংশ, তা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সম্বাদে দেখা যায়, যথা—"যিনি পরাৎপর মহাবিষ্ণুস্বরূপিনী শক্তি, যাঁর বিজ্ঞানমাত্রে ঈশ্বরেরও ঈশ্বর দেবদেব ভগবানের মুহূর্তেই প্রাপ্তি হয়, অব্যভিচারীরূপে, সেই তদ্গত প্রাণা এই গোকুলেশ্বরী দুর্গা প্রেমসর্বস্ব স্বভাবা। এঁর কৃপায় আদিদেব মহেশ্বর সুলভে জ্ঞেয় হয়। এই যোগমায়া দুর্গারই আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিলেশ্বরী, যাঁর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আছে জর্বজগৎ সকল দেহাভিমানী জীব" এই দুর্গারই অপর নাম একা এবং অনংশা। **কার্যার্থে**—এখানে কার্য দ্বিবিধ—প্রথম দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ এবং পুত্রকোলে বসুদেবের সূতিকাগৃহে আগমনকালে যশোদাকে নিদ্রায় অভিভূত করে রাখা ইত্যাদি। এই সব কার্য যোগমায়ারই কার্য, মায়ার নয়। কারণ মায়ার এমন শক্তি হতে পারে না, যাতে নিজের নিয়ামক বলদেবকে আকর্ষণ করতে পারে। আর যশোদার নিদ্রাও মায়ার কার্য নয়। কারণ শাস্ত্রে দেখা যায়, 'চতুর্থ অবস্থা পার হয়ে পঞ্চমী প্রেমময়ী অবস্থা সম্যক্ আশ্রিত হরিপ্রিয়াদের যে স্বপ্ন, তা রজোবৃত্তিদ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এরূপ সম্ভব নয়। তাদৃশ নিত্যসিদ্ধভক্তে মায়া প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

দ্বিতীয় দেবকীর কন্যারূপে যে কংসবঞ্চনা, তা মায়ারই কার্য, যোগমায়ার নয়। তাদৃশ দুষ্টলোকের বিষয়ে তাঁর ক্রিয়াশীলতা যুক্তিযুক্ত নয়। সেই মায়াই কংসের হাত থেকে লাফ দিয়ে আকাশে উঠে বিন্ধ্যবাসিনী প্রমুখা রূপে বহুস্থানে বহুনামা হলেন। স্বয় মায়াই সে কথা বলেছেন,যথা-'বৈবস্বত মন্বন্তর শেষ হলে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে নন্দগোপ-গৃহে যশোদা গর্ভ থেকে আমি জন্ম নিব। অতঃপর বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী আমি তোমাদের দুজনকে বধ করবো।'

তথা রাসলীলাদি সম্পাদনের জন্য ভগবৎপ্রেয়সীগণের পতিশ্বশ্রূ প্রভৃতির মোহন্ যোগমায়ারই কার্য, মায়ার নয়। কারণ পতিদের ভগবদ্বৈমুখ্য তো দেখা যায় না। মায়ার মোহন হলে পতিদের ভিতর ভগবদ্বৈমুখ্য অবশ্য দেখা যেত—'যোগমায়ার আশ্রয়ে' এ কথা তো রাসলীলার প্রারম্ভ শ্লোকেই বলা আছে। দুর্যোধনাদি শাল্বাদি অসুরেরা কৃষ্ণের বিশ্বরূপ গরুড় বাহনাদি রূপ দেখলেও মনে করলেন না, এ ঈশ্বর। তাদের মনে হল, এ ধৃষ্ট যাদব। এই যে মোহন, এ মায়ারই কার্য, যোগমায়ার নয়। কারণ দুর্যোধনাদির ভিতর ভগববদ্বৈমুখ্য দেখা যায়। এইরূপে শাস্ত্রের ব্যবস্থা, বিমুখমোহন মায়ার কার্য, আর উন্মুখমোহন

শ্রীশুক উবাচ।

২৬। ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ।
আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ॥

২৬। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—প্রজাপতিপতিঃ (দক্ষাদীনামপি পতিঃ) বিভুঃ (ব্রহ্মা) অমরগণান্ ইতি (পূর্ব্বোক্ত শ্রীভগবদাবির্ভাব প্রকারং) আদিশ্য গীর্ভিঃ (মধুরবাক্যৈঃ) মহীং (পৃথিবীং) আশ্বাস্য চ (সন্তোষ্য চ) পরমং (সত্যলোকস্থং) স্বধাম যযৌ।

২৬। মূলানুবাদঃ প্রজাপতি মরীচিগণের পতি বিভু ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর আদেশ হুবহু আবৃত্তি করে জানাবার পর ধরণীদেবীকে সান্ত্বনা দিলেন, হে দেবি! তুমিই ধন্য, কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শে তুমি ধন্য হবে। এই বলে পরমধাম সত্যলোকে চলে গেলেন। (তত্রস্থ মূর্তিমদ্বেদাদি নিজ পরিবারবর্গকে শ্রীভগবানের বার্তা শুনিয়ে সন্তোষ বিধানের জন্য)।

যোগমায়ার কার্য। কিন্তু বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমবতী শ্রীযশোদা নন্দাদির বিশ্বরূপ-বরুণলোকাদি দর্শনের পর বাসল্যাদি ভাবের আধিক্য হেতু ঐশ্বর্যজ্ঞানের মধ্যেও সম্ভ্রমের অভাব থাকায় এই যে ঐশ্বর্য-অননুসন্ধান-লক্ষণ মোহন, তা যোগমায়ার কার্যও নয়, মায়ার কার্যও নয়। কিন্তু এ প্রেমেরই স্বভাব। এই প্রেম ভগবদ্-ঐশ্বর্য-জ্ঞান আবৃত করত চিন্ময় মমতা রজ্জুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে তাঁতে স্নেহাধিক্য জন্মিয়ে তন্মাধুর্য আস্বাদন রূপ মহাসাগরে ভক্তজনকে নিমজ্জিত উন্মজ্জিত করতে থাকে। এইরূপ অসাধারণ লক্ষণ জানাবার যোগ্য, অতএব তন্ত্রে উক্ত হয়েছে—'শ্রীকৃষ্ণ পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করলেন।' পুত্রস্নেহ-ময়তা বাৎসল্য প্রেমের অসাধারণ লক্ষণ। মোহনত্ব ধর্মে মায়ার সহিত সাধর্মহেতু যোগমায়াকে এখানে **বিষ্ণোর্মায়া**—মায়া বলা হল॥ বি॰ ২৫॥

২৬। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকাঃ ইতি শ্রীবিষ্ণ্বাদেশানুবাদ-প্রকারেণ আদেশে যোগ্যতা-মাহ—প্রজাপতীনাং মরীচ্যাদীনামপি পতিঃ, যতো বিভুঃ। উক্তার্থমেবেদং শ্লেষেণ ভগবদবতার-সাধনাদিদানী-মেব প্রজানাং তৎপতীনাঞ্চ পালকত্বং বিভুত্বঞ্চ সিদ্ধামতি। গীর্ভিঃ ত্বমেব ধন্যাসি, অচিরাত্তন্মধুরমধুর-পদৈ-র্ভূষিতা ভবিষ্যসীত্যাদিভিঃ। পরমং সত্যলোকবর্ত্তীতি বিদূরস্থতত্রত্যমূর্ত্তিমদ্-বেদাদি-নিজপরিবারাণাং সাক্ষাৎ শ্রীভগবদবতার-বার্ত্তয়া সন্তোষণার্থম্॥ জী॰ ২৬॥

২৬। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর আদেশ আবৃত্তির ভাবে আদেশ সম্বন্ধে যোগ্যতা বলা হচ্ছে—**প্রজাপতি-পতি**—মরীচী প্রভৃতিরও পতি, যেহেতু তিনি বিভু। অথবা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অবতরণ নিষ্পন্ন করা হেতু ব্রহ্মার অদ্যাবধিও প্রজাগণের ও তৎপতিগণের পালকত্ব ও বিভুত্ব সিদ্ধ। **গীর্ভিঃ**—তুমিই ধন্য, অচিরেই মধুর মধুর চরণ স্পর্শে ধন্য হবে—এইরূপ বাক্যে আশ্বাস দিয়ে। **পরমং যযৌ**—'পরমং' সত্যলোকবর্তী—অতএব সুদূরে অবস্থিত সেখানকার মূর্তিমৎ-বেদাদি নিজপরিবারগণকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-বার্তায় সন্তোষ বিধানের জন্য চলে গেলেন॥ জী॰ ২৬

২৭। শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাশ্চং বিষয়ান্ বুভুজে পুরা॥
২৮। রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভুজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** পুরা শূরসেনঃ যদুপতিঃ মথুরাং পুরীং (মধুপুরীং) আবসন্ (বাসং বিধায়) মাথুরান্ (মথুরামণ্ডলসম্বন্ধিনঃ) শূরসেনান্ (তন্নাম্না প্রসিদ্ধান্ স্থানবিশেষান্) বিষয়ান্ (দেশান্) চ বুভুজে (উপবুভুজে)।

২৮। ভগবান্ হরিঃ যত্র (মথুরায়াং) নিত্যং সন্নিহিতঃ (নিত্যমেব বিরাজিতঃ) সা (মথুরা ততঃ (তদারভ্য) সর্ব্বযাদবভূভুজাং (যদুবংশীয়ানাং রাজ্ঞাং) রাজধানী অভূৎ।

২৭-২৮। **মূলানুবাদঃ** (মথুরায় শ্রীভগবানের আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে তার কারণ বলা হচ্ছে—)

পুরাকালে যদুকুলশ্রেষ্ঠ শূরসেন মথুরাপুরীতে বাস করত মথুরামণ্ডল সম্বন্ধী-দেশ এবং তার দক্ষিণ-ভাগের শূরসেন নামক সুপ্রসিদ্ধ দেশসমূহ উপভোগ করতেন। সেই থেকেই মথুরা নিখিল যদুবংশীয় রাজাদের রাজধানী, যেখানে রূপগুণলীলা মাধুর্যে সর্বমনোহর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নিত্য (প্রকটে-অপ্রকটে) অবস্থান করেন॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ইতি শ্রীবিষ্ণ্বাদেশানুবাদ প্রকারেণ॥ বি০ ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইতি**—শ্রীবিষ্ণুর আদেশ পুনঃকথন-প্রকারে আবৃত্তি করে॥ বি০ ২৬॥

২৭-২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** শ্রীমথুরায়াং ভগবদবতরণং বক্ষ্যন্নাদৌ তৎকারণমাহ—শূরসেন ইতি দ্বাভ্যাম্। মথুরাম্—'মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥' ইতি আথর্ব্বণিক-গোপালতাপনীশ্রুতৌ; যেন ব্রহ্মজ্ঞানেন, বা-শব্দস্য সমুচ্চয়ার্থত্বাদ্ভক্তিযোগেন বা সর্ব্বং জগন্মথ্যতে, তজ্জ্ঞানিনাং তদ্ভক্তিযোগিনাঞ্চ বিলুপ্যতে তদ্যৎ প্রসিদ্ধং জ্ঞানাদিদ্বয়ং স্বয়ং ভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠত্বাৎ সারভূতং যস্যাং বর্ত্ততে সা মথুরা নিগদ্যত ইত্যর্থস্তান্মথ্নাতি সর্ব্বং তদিতরং খণ্ডয়তীতি তন্মণ্ডলং, তত্রাপি পুরীং তন্মধ্যস্থকমলকর্ণিকাশ্রিতাম্; মাথুরান্মথুরামণ্ডলসম্বন্ধিনঃ, তদ্দক্ষিণভাগানুগতান্ শূরসেনাংশ্চ তত্তন্নাম্নৈব প্রসিদ্ধান্ দেশান্ বুভুজে উপবুভুজে; পুরেতি তস্য পূর্ব্বপূর্ব্বতরত্বাৎ, তচ্চোক্তমেব নবমস্কন্ধে॥

ততস্তদারভ্য সা সুপ্রসিদ্ধা অনির্ব্বচনীয়-মাহাত্ম্যা বা, রাজধানীতি যযাতিশাপেঽপি শূরসেনাদীনাং মহাপ্রভাবত্বেন রাজতুল্যস্য ব্যবহারত্বাৎ অতো ভূভুজামিত্যপ্যুক্তম্। সর্ব্বেষামেব তেষাং রাজধানীত্যত্র

কৈমুত্যমাহ—যত্র যস্যাং ভগবান্ স্বয়ং ভগবত্ত্বয়া বিলক্ষণসর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তঃ, তথা হরিঃ—বিলক্ষণ-রূপ-গুণ-লীলা মাধুর্য্যেণ সর্ব্বমনোহরো যঃ, স শ্রীকৃষ্ণোঽপি সন্নিহিতঃ তত্রত্যানাং নিকটে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তত্র চ মথুরেত্যেব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ, তয়া তস্যাপি মনোবিলোড়নাৎ। নিত্যমিতি, কালাদিদোষেণান্যত্রৈবান্তর্দ্ধানং নিরস্তম্, অস্যাশ্চ নিত্যত্বমানীতম্। যথা চ পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—'অহো ন জানন্তি নরা দুরাশয়াঃ, পুরীং মদীয়াং পরমাং সনাতনীম্। সুরেন্দ্রনাগেন্দ্র-মুনীন্দ্র-সংস্তুতাং, মনোরমাং তাং মথুরাং পরাকৃতিম্॥' ইতি। তথা চ শ্রীগোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিঃ—'তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হি' ইতি। কিঞ্চ, তদপ্যেতে শ্লোকাঃ—'প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্। শঙ্খচক্র-গদাশার্ঙ্গরক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ॥ যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥' ইতি। ত্রিভী রামাদিভিঃ' শক্ত্যা রুক্মিণ্যেত্যন্বয়ঃ; এবং বৈকুণ্ঠলোকাদপ্যুৎকর্ষঃ সূচিতঃ। অতএবোক্তং পাদ্মে পাতালখণ্ডে—'অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী' ইতি। তদেবমেকস্য স্বয়ং ভগবত আস্পদত্বাদ্গোলোকাদীনাম্ একাত্মকতৈব জ্ঞেয়া॥ জী০ ২৭-২৮॥

২৭-২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীমথুরাতে শ্রীভগবৎ-অবতরণের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে মথুরার বিশেষত্ব বলা হচ্ছে, যে কারণে সেখানে অবতরণ দুই শ্লোকে শূরসেন ইতি। মথুরা—"যে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা, অথবা শ্লোকস্থ সমুচ্চয় অর্থবোধক 'বা' শব্দলব্ধ ভক্তিযোগের দ্বারা সকল জগৎ মর্থিত হয়—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠত্ব হেতু জ্ঞানী-ভক্তদের অবিদ্যা ও তৎকৃত সংসার নাশ প্রাপ্ত হয় যে স্থানে এবং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠত্ব হেতু যা সারভূত সেই জ্ঞান ও ভক্তি বর্তমান যে স্থানে, সেই স্থানকেই মথুরা বলে।"আথর্বণিক গোপালতাপনী শ্রুতি। এইরূপ অর্থ হেতু মথুরা কৃষ্ণেতর সবকিছু নিরাকৃত বা দূরীভূত করে দেয়—মথুরা বলতে মথুরামণ্ডল—তার মধ্যেই আবার **পুরীং**—অর্থাৎ মথুরামণ্ডলের মধ্যস্থ কমলকর্ণিকার মতো স্থানই হল মথুরাপুরী। **মথুরান্**—মথুরামণ্ডল সম্বন্ধী দেশ এবং মথুরামণ্ডলের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত শূরসেন নামক প্রসিদ্ধ দেশ। **বুভুজে**—উপভোগ করতেন। **পুরা** পূর্বকালে - এই পূর্ব কালেরও পূর্বপূবতর কাল থাকা হেতু এখানে শুধু 'পুরা' পদে সময়ের নির্দেশ করা হল।

ততঃ—সেই সময় থেকে। **সা মথুরা**—'সা' সুপ্রসিদ্ধ অথবা অনির্বচনীয় মাহাত্ম্যযুক্ত। **রাজধানী ইতি**—যযাতির উপর অভিশাপ ছিল যদুকুলে কেউ রাজা হবে না—রাজা নেই তো 'রাজধানী' পদটি কি করে হলো—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—শূরসেন প্রভৃতির মহাপ্রভাব হেতু তাদের সর্বত্র রাজার মতোই চলা ফেরা হতো, মান্য হতো; অতএব পৃথিবীর পালক বলেও এখানে উক্ত হল। সকল যাদবগণেরই রাজধানী হল এই মথুরা—এই কথায় একটি কৈমুতিক ন্যায় এসে গেল, যথা **ভগবান্**—স্বয়ং ভগবৎ-স্বরূপ হওয়ায় বিলক্ষণ সর্বৈশ্চর্যযুক্ত, তথা **হরি** - বিলক্ষণ রূপগুণলীলা মাধুর্যে সর্বমনোহর যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণও যে স্থানের জনের নিকটে নিত্য অবস্থিত থাকেন, সেই স্থানে যে রাজধানী করবে এতে বলবার কি আছে। রাজধানী করার অপর একটি হেতু, এ মথুরা, যা কৃষ্ণেরও মনোমথন—নানা ভাবের উদয় করায়। **নিত্যম্**—কালাদিদোষে অন্যত্র অন্তর্ধান নিরস্ত হল—আর নিত্য বস্তু কৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি হেতু এই মথুরারও

২৯। তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।
দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ॥

২৯। অন্বয় ঃ তস্যাং (মথুরায়াং) তু কর্হিচিৎ (কদাচিৎ কালে) শৌরিঃ (শূরবংশোদ্ভবঃ) বসুদেব কৃতোদ্বহঃ (বিবাহং কৃত্বা) সূর্য্যয়া (নববিবাহিতয়া) বেবক্যা সার্দ্ধং (সহ) প্রয়াণে (বিবাহানন্তরং নিজগৃহমণার্থং) রথং আরুহৎ।

২৯। মূলানুবাদ ঃ (সেই মথুরাতে কংস কারাগারে শ্রীভগবানের জন্ম বলবার জন্য সেই প্রসঙ্গ আরম্ভ করছেন—'তস্যাং তু'।)

কিছু দিনের পর সেই মথুরাপুরীতে শূরনন্দন বসুদেব বিবাহান্তে পরদিবস নববিবাহিতা বধূ দেবকীকে সঙ্গে নিয়ে রথে আরোহণ করলেন, নিজগৃহে যাওয়ার জন্য।

নিত্যত্ব স্থাপিত হল। যথা পাদ্মে নির্বাণখণ্ডে শ্রীভগবানের বাক্য—"অহো দুরাশয় জনেরা আমার মনোরম সুরেন্দ্র-নাগেন্দ্র মুনিন্দ্র সংস্তুতা নিত্যধাম মথুরার তত্ত্ব জানে না" শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি—"শ্রীমথুরা পুরী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।" আরও পাওয়া যায়, যথা—"ব্রহ্মাদি দেবগণের দ্বারা পরিসেবিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শার্ঙ্গ ও মুষলাদি দ্বারা রক্ষিতা মথুরাপুরীতে বিভু শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ এবং রুক্মিণী প্রভৃতি স্বরূপশক্তিবর্গের সহিত সর্বদা বিরাজমান্।" এইরূপে বৈকুণ্ঠলোক থেকে মথুরার উৎকর্ষ সূচিত হল। অতএব পাদ্মে পাতালখণ্ডে বলা হচ্ছে—"অহো মধুপুরী ধন্যা যা বৈকুণ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ।" এইরূপে স্বয়ং ভগবানের ধাম হওয়াতে মথুরা-গোলোকাদির একাত্মকতাই জানতে হবে॥ জী০ ২৭-২৮॥

২৭-২৮। বিশ্বনাথ টীকা ঃ বসুদেব গৃহে জন্ম বক্ষ্যংস্তদুপযোগিনীং কথামাহ শূর ইতি। বিষয়ান্ দেশান্॥

নিত্যং সন্নিহিত ইত্যনেন স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণঃ কৃষ্ণস্তত্র স্বধামনি সদা বর্ত্তমান এবাবির্ভূয় প্রপঞ্চ গোচরী ভবতি নতু কুতশ্চিদ্বৈকুণ্ঠাদিভ্য আগত্যাবতরতীতি ব্যঞ্জিতম্। কিঞ্চ তদাবির্ভাব সময়ে বৈকুণ্ঠ-শ্বেত-দ্বীপাদিভ্যস্তদংশা আগত্য তত্র মিলিতী ভবন্তি লীলান্তে অতএব পুনস্তত্র তত যান্তীতি তেষামেব বৈকুণ্ঠাদিভ্যোঽবতরণং বৈকুণ্ঠাদ্যারোহণং চেতি প্রসিদ্ধি র্জ্ঞেয়া। পরাবরেশোমহদ শ যুক্তোহজোপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিরিত্যাদিষু তৃতীয়ে তথা ব্যাখ্যানাৎ॥ বি০ ২৭-২৮॥

২৭-২৮। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ বসুদেব-গৃহে হরির জন্ম বলতে গিয়ে এই স্থান যে তাঁর জন্মের উপযুক্ত, তাই বলা হচ্ছে—'শূরসেন' ইতি। বিষয়ান্-দেশ সমূহ॥

নিত্য সন্নিহিত ইতি—এর দ্বারা ব্যঞ্জিত হচ্ছে—স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অপ্রকট প্রকাশ—ভৌম মথুরায় সদাই বর্তমান্ সেখান থেকেই আবির্ভূত হয়ে এই জগতের লোকের গোচরীভূত হন। কোনও বৈকুণ্ঠ থেকে এসে যে আবির্ভূত হন, তা নয়। আরও তাঁর আবির্ভাব-কালে বৈকুণ্ঠশ্বেতদ্বীপাদি থেকে তাঁর অংশগণ এসে তার সঙ্গে মিলিত হন। লীলান্তে পুনঃ সেখানে সেখানে চলে যান। তাঁদের বৈকুণ্ঠাদি থেকে অবতরণ বৈকুণ্ঠাদিতে আরোহণ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।-(ভা৩।২ ১৫)"পরাবরেশো ইত্যাদি॥"

৩০। উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ॥

৩০। অন্বয় ঃ উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ রৌক্মৈঃ (সুবর্ণমণ্ডিতৈঃ) রথশতৈঃ বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ দেবক্যাঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ার্থং) হয়ানাং (অশ্বানাং) রশ্মীন্ জগ্রাহে (ধৃতবান্)।

৩০। মূলানুবাদ ঃ তখন শত শত সোনার রথে পরিবেষ্টিত উগ্রসেন পুত্র কংস বোনের সম্মান-রূপ প্রিয় কার্যার্থে নিজেই ঘোড়ার লাগাম ধরে বোনের রথের সারথী হলেন।

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তত্রৈব কংস-কারাগারে শ্রীভগবতো জন্ম বক্তুঃ তৎ প্রসঙ্গমারভতে—তস্যাস্ত্বিত্যাদিনা। তু ভিন্নোপক্রমে, তস্যাং মথুরাপুর্য্যাং, কর্হিচিৎ চিরকালে, প্রয়াণে বিবাহানন্তরঃ নিজগৃহে গন্তুম্॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** সেই মথুরাতেই কংসকারাগারে শ্রীভগবানের জন্ম বলবার জন্য সেই প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হচ্ছে--তস্যাং তু। **তু**—ভিন্ন উপক্রমে—**তস্যাং**=সেই মথুরা পুরীতে **কর্হিচিৎ**—কদাচিৎ বহুকাল পরে। **প্রয়াণে**—বিবাহের পর নিজগৃহে যাওয়ার জন্য॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া প্রয়াণে বিবাহোত্তর দিবসে নিজগৃহং প্রযাতুম্॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সূর্যয়া**—নববিবাহিতা। **প্রয়াণে**—বিবাহের পরদিন নিজ-গৃহে যাওয়ার জন্য॥ বি০ ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তত্রাপ্যুগ্রসেনস্য সুত ইতি নিকটস্বসুত্বজ্ঞাপনার্থং তচ্চ পুনরুক্তং, নিন্দসূচনার্থং জগদ্ধিংসয়া কংসনাম্না প্রসিদ্ধোঽপি, কসিধাতোঃ শাতনার্থত্বাৎ। হয়ানাং রশ্মীন্ জগ্রাহ, স্বয়মেব সারথ্যমকরোদিত্যর্থঃ। জগৃহে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। স্বসুর্দেবক্যাঃ, ভগ্ন্যা ইতি পাঠে স এবার্থঃ। তথা চ দ্বিরূপকোষে—'ভগ্নী চ ভগিনী চৈব' ইতি। ইতি তস্যামমুষ্য মহাস্নেহঃ সূচিতঃ। এতদাদিকং সর্ব্বং কংসস্য বক্ষ্যমাণদুশ্চেষ্টয়া অত্যন্তখলত্ব-জ্ঞাপনার্থম্॥ জী০ ৩০॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** দেবকী যে কংসের নিকট-ভগ্নী, এ-কথা জানাবার জন্যই এবং কংসকে লক্ষ্য করেই উগ্রসেন-সুত বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে। তবে যে 'কংস' বাক্যের পুনরুক্তি করা হল, তা কংসের নিন্দা সূচনার জন্য। 'কসি' ধাতু, যার থেকে কংস নামটি এসেছে, তার অর্থই হল বিনাশ করা। জগৎ-হিংসা দ্বারাই কংস নামের প্রসিদ্ধি এরূপ হলেও সেই গিয়ে আজ নিজেই সারথী হয়ে বসলেন—বোনের প্রতি প্রীত্যাধিক্য সূচিত হল। তবে এ সব কিছুই কংসের পরবর্তী কুকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তার অন্তরের অত্যন্ত খলতা জানানোতেই পর্যবসিত॥ জী০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভগ্ন্যা ইত্যপি পাঠঃ। ভগ্নীং ভগিনীং চেতি দ্বিরূপকোষঃ। রশ্মীন্ প্রগ্রহান্॥ বি০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কোথাও কোথাও 'স্বসুঃ' স্থানে 'ভগ্ন্যা' পাঠও দেখা যায়। **রশ্মীন্ ইতি**--ঘোড়ার লাগাম॥ বি০ ৩০॥

৩১। চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্।
অশ্বানামযুতং সার্দ্ধং রথানাঞ্চ ত্রিষট্‌শতম্॥
৩২। দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে।
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ॥
৩৩। শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাত! বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্॥

৩১-৩২। অন্বয়ঃ যানে (দেবক্যাঃ পতিগৃহগমনকালে) দুহিতৃবৎসলঃ দেবকঃ হেমমালিনাং (কাঞ্চনমালাপরিশোভিতানাং) গজানাং চতুঃশতম্ অশ্বানাং সার্দ্ধম্ অযুতং (পঞ্চদশসহস্রং) রথানাং চ ত্রিষট্‌শতম্ (অষ্টাদশশতং) সুকুমারীণাং দাসীনাং সমলঙ্কৃতে (বস্ত্রালঙ্কারাদিভূষিতে) দ্বে শতে দুহিত্রে পরিবর্হম্ (যৌতুকম্) প্রাদাৎ (প্রীতিপূর্ব্বকং দত্তবান্)।

৩১-৩২। মূলানুবাদঃ দুহিতৃবৎসল দেবক বরকনের গৃহ-গমন সময়ে কন্যাকে স্বর্ণমালিকায় বিভূষিত চারশত হস্তী, দশহাজার ঘোড়া, ১৮শত রথ এবং বিবিধ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত দুইশত সুকুমারী দাসী যৌতুক স্বরূপ প্রদান করলেন।

৩৩। অন্বয়ঃ তাবৎ বরবধ্বোঃ প্রয়াণ প্রক্রমে (গমণোপক্রম কালে) শঙ্খতূর্য্য-মৃদঙ্গাশ্চ দুন্দুভয়শ্চ (তন্নামকবাদ্য যন্ত্রানি চ) সমং (যুগপৎ) সুমঙ্গলং নেদুঃ (অবাদ্যন্ত)।

৩৩। মূলানুবাদঃ হে বৎস পরিক্ষীত! বরবধূর যাত্রা কালে শঙ্খ-রণশিঙ্গা-মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি সকল স্বয়ংই এককালে ভাবিশুভলক্ষণ সূচক মঙ্গলধ্বনি করতে লাগল।

৩১-৩২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ কিঞ্চ, তাদৃশ-মহোৎসবে তাদৃশং ক্রৌর্য্যং ন কিল সম্ভবেদিতি বিবাহোৎসবং ত্রিভির্বর্ণয়ন্ আদাবুপস্করপ্রদানমাহ—চতুরিতি যুগ্মকেন। হেম্নাং মালা মাল্যং পঙ্‌ক্তির্বা, তদ্বতাম্; এতদগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ত্যম্। ত্রিষট্‌শতং—তত্তৎ-প্রকারভেদেন সমবর্গত্রয়াত্মকমষ্টাদশ-শতমিত্যর্থঃ। সুকুমারীণাং নবযৌবনানামিত্যর্থঃ। সম্যগ্ বিচিত্রোত্তমবস্ত্রভূষণাদিনা যথাবিধ্যলঙ্কৃতে, প্রকর্ষেণ পরমশ্রদ্ধাদিনা অদাৎ। যানে প্রয়াণসময়ে, যানৈরিতি পাঠে শিবিকাদিভির্বিশিষ্টে তান্যারূঢ়ে ইত্যর্থঃ॥

৩১-৩২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ আরও, তাদৃশ মহোৎসবে তাদৃশ ক্রুরতা একটা অসম্ভব ব্যাপার—সেই বিবাহোৎসব বলতে গিয়ে প্রথমে যৌতুকদানের কথা তিনটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—চতুঃশতং ইত্যাদি। **হেমমালিনাম্**—সোনার মালা বা লহরে শোভিত চারশত হস্তী। **ত্রিষট্‌শতং**—একই প্রকারের ৬ শত রথ—বিভিন্ন তিন প্রকারের রথ—মোট ১৮শত রথ দিলেন। **সুকুমারীণাং**—নবযৌবনবতী দাসী দিলেন—**সমলঙ্কৃতে**- বিচিত্র উত্তম বস্ত্র ভূষণাদিতে যথাবিধি অলঙ্কৃতা। **প্রাদাৎ**—প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ পরম শ্রদ্ধাদির সহিত দিলেন। **যানে**—প্রয়াণ সময়ে। পাঠান্তর 'যানৈ'—শিবিকাদি দ্বারা বিশিষ্ট অর্থাৎ শিবিকাদিতে আরূঢ়া কন্যাকে॥ জী॰ ৩১-৩২॥

৩৪। **পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।**
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ॥

৩৪। **অন্বয়ঃ** পথি প্রগ্রণম্ (অশ্বরশ্মিধারিণং) কংসম্ আভাষ্য (আতূয়) অশরীর বাক্ (অশরীরি বাক্যম্) আহ অবুধ (রে বুদ্ধিহীন!) [ত্বং] যাং বহসে (রথেন পতিগৃহং নয়সে) অস্যাঃ অষ্টমগর্ভঃ (অষ্টম-গর্ভোৎপন্ন সন্তানং) ত্বাং হন্তা (হনিষ্যতি)।

৩৪। **মূলানুবাদঃ** সারথ্যে নিযুক্ত কংসকে আকাশবাণী পথিমধ্যে সম্বোধন করে বললো, রে মূর্খ, তুই যাকে রথে করে নিয়ে যাচ্ছিস তাঁর অষ্টমগর্ভ তোকে হত্যা করবে।

৩১-৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পারিবর্হং উপস্করং। যানে প্রয়াণসময়ে॥ বি০ ৩১-৩২॥

৩১-৩২। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ পারিবর্হম্ যৌতুক। **যানে**—যাত্রা কালে॥

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** সমং যুগপৎ, যদ্বা, অন্যূনাধিকং যথা স্যাৎ; সুমঙ্গলঞ্চ শোভন-শুভধ্বনি যথা স্যাত্তথা নেতুঃ স্বয়মবাদ্যন্ত, এতচ্চ ভাবি শুভলক্ষণম্। হে তাতেতি শ্রীভগবদবতারা-সন্নতাদিজাতহর্ষদর্শনেন বাৎসল্যোদ্দীপনাৎ সস্নেহবচনম্, 'ততোঽনুকম্প্যো পিতরি' ইতি নানার্থাৎ। তাবদিতি পাঠঃ ক্বচিৎ, স চ বাক্যালঙ্কারে॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সমং**—যুগপৎ, অথবা কেউ বেশী কম নয়, সমান ভাবে বাজতে লাগল, নিজে নিজেই। এবং ইহা ভাবি শুভলক্ষণ। **তাত!**—হে বাপধন, বিবাহের কথা শুনেই শ্রীপরীক্ষিতের মুখে চোখে শ্রীভগবৎ-অবতার আসন্নতাদি-জাত হর্ষ দেখতে পেয়ে শিষ্যের প্রতি বাৎসল্য-উদ্দীপন হেতু শ্রীশুকের সস্নেহ বচন। পাঠান্তর 'তাবৎ'—ইহা বাক্যালঙ্কারে॥ জী০ ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** প্রগ্রহিণং গৃহীতাশ্বপাশং, ন লক্ষিতং শরীরং যস্যামিতি মধ্যপদলোপঃ, সা চাসৌ বাক্ চ ইতি অশরীরবাক্, সৈবাহেত্যুপচারাৎ 'শিলাপুত্রস্য শরীরম্' ইতিবৎ; যদ্বা, বক্ষ্যমাণমর্থমাহেতি জ্ঞেয়ম্। গর্ভোঽর্ভকঃ, তথা চ বিশ্বঃ—'গর্ভো ভ্রূণেঽর্ভকে কুক্ষৌ' ইত্যাদি। পুত্রশব্দ-মনুক্ত্বা গর্ভ-শব্দপ্রয়োগশ্চ অগ্রে কন্যায়াং দৃষ্টায়াং কংসস্য সন্দেহাভাবায়, নয়সে যাং ভর্তৃগৃহং প্রাপয়সি, বহস ইতি পাঠে স এবার্থঃ, কিন্তু বাহনবদ্বহসীতি শ্লেষঃ, অবুধ হে মূর্খেতি শত্রুজনয়িতৃবহনাৎ স্বমরণাদ্য-জ্ঞানাচ্চ। কংসোঽয়ং শ্রীদেবক্যাং স্নিগ্ধতাংশে সদ্বৃত্ত ইতি শ্রীভগবদবতারে শৈথিল্য-শঙ্কয়া তৎকারণোত্থাপ-নার্থং ব্যগ্রাণাং দেবানামাকাশবাণীয়ং জ্ঞেয়া। শ্রীভগবৎসম্বন্ধিনং দেবক্যাদিকন্তু নাসৌ বিহন্তুং শক্নোতীতি নিশ্চয়ার্থশ্চাত্র জ্ঞেয়ঃ॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রগ্রহীণং**—গৃহীত ঘোড়ার লাগাম (কংসকে)। **অশরীর বাক্**—যে কথাতে শরীর দেখা যায় না, শুধু কথা মাত্র শোনা যায়, তাকে বলে অশরীর বাক্—এই অশরীর বাক্ বলল, কাজেই কথা যখন আছে, এইকথার কর্তা একজন অবশ্যই থাকবে, এরূপ ধরেই নিতে হয়, উপচার হেতু অর্থাৎ আকাশবাণী বলল। অথবা, কোনও অশরীরী বক্তব্য সত্য বলল, এইরূপ

৩৫। ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধং খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** ইতি উক্তঃ (দৈববাণীং শ্রুত্বৈব) খলঃ পাপঃ ভোজানাং কুলপাংসনঃ(ভোজকুল-কলঙ্কঃ) সঃ (কংস) খড়্গপাণিঃ (খড়্গং গৃহীত্বা) ভগিনীং হন্তুম্ আরব্ধঃ (হন্তুং প্রবৃত্তঃ সন্) কচে (কেশে) অগ্রহীৎ (ধারয়ামাস)।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** এই আকাশবাণী শোনামাত্র ভোজকুলের কলঙ্ক সেই খল পাপ কংস বোনকে বধ করতে উদ্যত হয়ে ডান হাতে খড়্গ উঠিয়ে কেশপাশ চেপে ধরল বা হাতে।

জানতে হবে। **গর্ভঃ**—শিশু। 'পুত্র' শব্দ না বলে 'গর্ভ' শব্দ বলবার কারণ, পরে অষ্টমটি কন্যা দেখে কংসের দৈববাণী সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক না হয়। **নয়সে** যাকে পতিগৃহে নিয়ে যাচ্ছো। পাঠান্তর, **বহসে**—একই অর্থ। অথবা, একটু বিশেষ আছে, যথা—কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো নিয়ে যাচ্ছো। **অবুধ**—হে মূর্খ—শত্রুর জন্মদানকারিণীকে বহন হেতু এবং স্বমরণাদি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা হেতু মূর্খ। শ্রীদেবকীর প্রতি স্নিগ্ধতা অংশে কংসের এই সাধু আচরণ দেখে দেবতাদের মনে আশঙ্কা হল, পাছে শ্রীভগবৎ-অবতারে ঢিলা পড়ে যায়, তাই অবতারের কারণটি সত্বর উজ্জ্বল করে উঠাতে ব্যগ্র দেবতাগণেরই এই আকাশবাণী, এরূপ জানতে হবে। শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধী দেবকী প্রভৃতিকে এই কংস কখনও-ই বধ করতে পারবে না—এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি দেবতাদের ছিল, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রগ্রহিণং গৃহীতাশ্বপাশম্। আভাষ্য অরে কংসেতি সংবোধ্য। পুত্র ইত্যনুক্তা গর্ভপদোপন্যাসোঽষ্টম্যাং কন্যায়াং দৃষ্টায়ামপি কংসস্য সন্দেহাভাবায়। দেবক্যাং স্বজনন্যামতিস্নেহবন্তং কংসং কথং ভগবান্ হন্যাদিতি চিন্তাব্যগ্রাণাং দেবানাং তস্যাং কংসস্যাপরাধোৎপাদনার্থমিয়মাকাশেঽদৃষ্টশরীরাণাং তেষাং বাণী জ্ঞেয়া। স্বজন্মনি আনকদুন্দুভিঘোষ স্বস্মাদ্ভাবি ভগবদবতার সূচকং মাত্রাদি মুখাৎ শ্রুতবতো বসুদেবস্য তদর্থ নিশ্চয়ার্থম্। বসুদেব মুখাৎ শ্রোষ্যন্ত্যা দেবক্যাশ্চ হন্ত 'মৎকুক্ষৌ ভগবান্ জনিষ্যত' ইত্যানন্দার্থং মরীচিসুতানাং যন্নাং কংসহস্তবধেন শাপোদ্ধারার্থঞ্চ॥ বি০ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ প্রগ্রহিণং**—হাতে যার ঘোড়ার লাগাম ধরা সেই কংসকে **আভাষ্য**—সম্বোধন করে বললেন, আরে। **অষ্টমগর্ভঃ হন্তা**—'পুত্র' পদ না দিয়ে এখানে 'গর্ভ' পদ দেওয়ার উদ্দেশ্য, যাতে অষ্টমটি কন্যা দেখেও ঐ দৈববাণী সম্বন্ধে কংসের সন্দেহের উদ্রেক না হয়। নিজ-জননী দেবকীতে এইরূপ স্নেহবন্ত কংসকে কি করে শ্রীকৃষ্ণ বধ করবেন, এইরূপ চিন্তা-ব্যগ্র দেবতাগণ আকাশে অদৃষ্ট শরীর হয়ে আকাশবাণী করলেন, যাতে কংসের দেবকীতে অপরাধ উৎপাদন হয়। আরও, নিজ জন্মকালে যে আনকবাদ্যধ্বনি ও দুন্দুভিবাদ্যধ্বনি হয়েছিল, তা যে ভাবি শ্রীভগবদাবতার সূচক তা বসুদেব মায়ের মুখ থেকে শুনেছিলেন,—এখন সেই কথাই নিশ্চয় হল আকাবাণী থেকে। বসুদেবের মুখ থেকে দেবকীও সে-কথা শুনেছিলেন,—এখন এই আকাশবাণী শুনে তার মনে আনন্দ হল, অহো আমার

৩৬। তং জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্॥

৩৬। **অন্বয় ঃ** মহাভাগঃ (মহামনাঃ) বসুদেবঃ জগুপ্সিত কর্ম্মাণ (স্ত্রীহননরূপনিন্দিত কর্ম্ম প্রবৃত্ত) নৃশংসং (ক্রুরং) নিরপত্রপং (নির্ল্লজ্জং) ত (কংসং) পরিসান্ত্বয়ন্ (সামাদিভিরুপায়ৈং (বোধয়ন্) উবাচ।

৩৬। **মূলানুবাদ ঃ** তখন মহাভাগ বসুদেব ক্রুর নির্লজ্জ ক সকে অত্যন্ত নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্ত দেখে সামভেদাদি বাক্যে প্রবোধ দিতে দিতে বললেন।

গর্ভে ভগবান্ আস্‌ছেন। আরও, মরীচির ছয়টি পুত্র কংস হস্তে বধে তাদের শাপউদ্ধাররূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হল এই আকাশবাণীতে॥ বি০ ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ইত্যুক্ত ইতি, তদ্বাক্যাত্রেণৈব, ন তু তদর্থবিচারণাদিনে-ত্যর্থঃ। যতঃ খলঃ, ন তু সদ্ভাবযুক্তঃ; পাপঃ, তন্মূর্ত্তিত্বান্ন কুতশ্চিৎ পাপাচ্ছঙ্কমানশ্চ; যতো জন্মত এব ভোজানাং কুলস্যাপি দূষকঃ, কিমুত স্বস্য, অতএব হন্তুমারব্ধঃ। 'আদিকর্ম্মণি কর্ত্তরি ক্তঃ'। সদ্যঃ প্রবৃত্তঃ, অহো তত্রাপি ন গুপ্তবিষাদিনা, কিন্তু খড়্গপাণিঃ: তত্রাপি ন চ বস্ত্রাদিসাবরণাং, ন বিগর্হিতস্পৃষ্টাং, কিন্তু কচেঽগ্রহীৎ॥

৩৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ইতি উক্তং**—ঐ কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ বিচার বিনাই। যেহেতু সে খল, সদ্ভাববিশিষ্ট নয়। **পাপঃ**—মূর্তিমান্ পাপস্বরূপ—কোনও প্রকার পাপ থেকেই ভীত নয়। **কুলপাংসণঃ**—যেহেতু ভোজকুলেরই দূষক, নিজের কথা আর বলবার কি আছে **—হন্তু মারব্ধং**—অতএব বধ করতে তৎক্ষণাৎ প্রবৃত্ত হল। অহো এর মধ্যেও আবার গোপন বিষাদি দ্বারা নয়, কিন্তু **খড়্গপাণিঃ**—হাতে খড়্গ নিয়ে। বস্ত্রাদি সাবরণা ভগ্নীকে ধরা উচিত নয়, ভগিণীকে স্পর্শ করা অতি গর্হিত, এ সব কিছুই মানল না—কিন্তু চুলে ধরে নিল॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কুলং পাংসুং করোতীতি কুলপাংসনঃ কুলদূষণ ইত্যর্থঃ। আরব্ধ ইত্যাদি কর্ত্তরি কর্ম্মণি চেতি ক্তঃ। কচেঽগ্রহীদিতি যেনৈব বামহস্তেন ভগিন্যাঃ প্রীত্যতিশয়ার্থং রথবাহকাশ্ব-পাশং জগ্রাহ তেনৈব হস্তেন সহসা তদৈব ভগিন্যা বধার্থং তস্যাঃ কেশপাশং জগ্রাহ। এব প্রতোদ ত্যক্ত্বা দক্ষিণ পাণিনা খড়্গং জগ্রাহেত্যহো খলজনস্নেহস্য লোক লজ্জা ধর্ম্মভয় নিরপেক্ষমেব ঘাতুকত্বমিতি ভাবঃ॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কুলপাংশন**—কুল পাপে মলিনকারী—কুলদূষণ। **হন্তু মারব্ধঃ**—ইত্যাদি কর্তরি ও কর্মণি, এইরূপে উক্তি। যে বাম হাতে বোনের প্রতি প্রীতির আতিশয্যের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরেছিল সেই বাম হাতেই সহসা সেই বোনের বধের জন্য কেশপাশ তাঁর চেপে ধরল! এবং দক্ষিণ হাতের চাবুক ফেলে দিয়ে খড়্গ ধারণ করল। খলজনের স্নেহ পরিণামে লোক-লজ্জা-ধর্ম ভয়ের নিরপেক্ষ ভাবে ঘাতুকতা ধর্ম প্রকাশ করে থাকে॥ বি০ ৩৫॥

৩৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** জুগুপ্সিতেতি ভগিনীবধে প্রবৃত্তেঃ; নৃশংসং সদ্যস্তাদৃশ-স্নেহত্যাগাৎ, নিরপত্রপং তাদৃশোৎসবে সর্ব্বলোকাগ্রেহত্যন্তবিকর্ম্মোদ্যমাৎ; এবং তস্য মহাদুশ্চেষ্টয়া পুনঃ

পুনর্নিন্দা। মহাভাগ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতমেব, তত্র স্বস্য বসুদেবস্য জন্মনি হর্ষেণ দৈবতৈর্য আনকদুন্দুভিঘোষস্তেন সূচিতো যঃ স্বস্মাদ্বসুদেবাদ্ভাবী ভগবদবতারস্তেন হেতুনা, স্বস্মাৎ শক্যপ্রতিকারতা সম্ভবতীতি। তত্র চেতি-শব্দস্য এতৎপ্রকার ইত্যর্থঃ। তেন চৈতৎ স্বমহাভাগত্বং শ্রীবসুদেবো জানাতীতি ক্রোড়ীক্রিয়তে। যদ্বা, মহা-ভাগ ইত্যয়ং ভাবং ইতি শ্রীশুকদেবেন শ্রীবসুদেবস্যায়মভিপ্রায়োঽভিপ্রেত ইত্যর্থঃ। অয়মুক্তৌ হেতুঃ—অতএব পরিসান্ত্বয়ন্, তচ্চ তৈর্ব্যাখ্যাতম্; যদ্বা, সান্ত্বপূর্ব্বকং সাম্না যুক্তিভির্ভেদেন স্নেহোৎপাদনেন চ ক্রমেণ প্রবো-ধয়ন্; তত্র পঞ্চবিধং সাম, ভেদশ্চ দ্বিবিধঃ। তথা চোক্তম্—'সম্বন্ধ-লাভাবুপকৃত্য ভেদৌ গুণকীর্ত্তনম্ সাম পঞ্চবিধং ভেদো দৃষ্টাদৃষ্টভয়ং বচঃ' ॥ ইতি ॥ জী০ ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ জুগুপ্সিতে**– নিন্দিত কর্ম ভগিনীবধে প্রবৃত্ত হলে। **নৃশংসং**—নৃশংস—সত্ত্ব তাদৃশ স্নেহত্যাগ হেতু। **নিরপত্রম্** – নির্লজ্জ – তাদৃশ উৎসবে সর্বলোকের সম্মুখে অত্যন্ত বিকর্মে উদ্যম হেতু। এইরূপে কংসের মহাদুষ্ট কর্মের জন্য বার বার নিন্দা। **মহাভাগ**—এই পদের স্বামিপাদ যে ব্যাখ্যা করেছেন তাকেই আরও একটু বিস্তার করে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যথা—(বসুদেবের চিন্তাধারা)—তার নিজের জন্ম হলে দেবতাগণ আনন্দে যে আনকদুন্দুভি বাদ্য করেছিল, আর এর দ্বারা তার থেকে যে ভাবী ভগবৎ-অবতারের সূচনা হয়েছিল—তা থেকে অনায়াসেই মনে করা যায় তাঁর নিজের চেষ্টায় এই দেবকীবধ-প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে, এইরূপে নিজের মহাভাগত্ব বসুদেব জান-তেন—তাই তিনি সামমার্গের দ্বারা বলতে আরম্ভ করলেন। অথবা শ্রীবসুদেবের এই অভিপ্রায় শ্রীশুকদেবের অভিপ্রেত, তাই তিনি মহাভাগ পদে বসুদেবকে বিশেষিত করলেন। অতএব **পরিসান্ত্বয়ন্ উবাচ**—সাম-নীতিতে স্নেহ-উৎপাদনের দ্বারা তার ভিতরে ক্রমে ক্রমে সুবুদ্ধির উদয় করাতে করাতে বলতে লাগলেন। সাম—পাঁচ প্রকার। ভেদ দু প্রকার। সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ এবং গুণকীর্ত্তন এই পাঁচটি সাম। আর দৃষ্ট-অদৃষ্ট ভয় এই দুপ্রকার ভেদ ॥ জী০ ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** নৃশংসং ক্রূরং। মহাভাগ ইতি স্বসাক্ষাদেব স্বভার্য্যাং হন্তুং প্রবৃত্তমপি তং প্রতি ক্রোধানুদয়াৎ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ক্ষমা চাতুর্য্যাদিগুণসমুদ্রত্বাচ্চ। যদ্বা নন্বু তাদৃশো মহাক্রূরঃ কথং তস্য সান্ত্বনং শৃণুয়াত্তত্রাহ মহাভাগ ইতি ভাগ্যবতো জনস্য প্রাতিকূল্যং ব্যাঘ্র সর্পাদিরপি নৈব করোতীতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ নৃশংসং** – ক্রূর। **মহাভাগ**-নিজের চোখের সামনে নিজের স্ত্রীকে বধ করতে প্রবৃত্ত দেখেও কংসের প্রতি ক্রোধের অনুদয় থেকে প্রকাশ হচ্ছে, বসুদেব ধৈর্য-গাম্ভীর্য ক্ষমা-চাতুর্যাদিগুণসমুদ্র, তাই তাঁকে বিশেষিত করা হল মহাভাগ বাক্যে। অথবা—এখানে প্রশ্ন হতে পারে, তাদৃশ মহাক্রূর কি করে তাঁর দেওয়া প্রবোধ শুনবে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে – তিনি যে মহাভাগ। ভাগ্য-বান্ জনের প্রাতিকুল্য ব্যাঘ্র সর্পাদিও করে না, আর এতো কংস ॥ বি০ ৩৬ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ

৩৭। শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভাগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি ॥

৩৭। **অন্বয় ঃ** শ্রীবসুদেব উবাচ—(কংসং প্রতি বসুদেবঃ কথয়ামাস) ভোজযশস্করঃ (ভোজকুল-যশোবিস্তারকঃ) শূরৈঃ (বীর পুরুষৈঃ) শ্লাঘনীয়গুণঃ (প্রশংসিত শৌর্য্যবীর্য্যাদি) স ভবান্ কথং উদ্বাহ পর্ব্বণি স্ত্রিয়ং ভগিনীং হন্যাৎ (বধং কুর্য্যাৎ)।

৩৭। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীবসুদেব বললেন—সংগ্রামসিংহগণ যাঁর গুণ কীর্তন করে থাকেন, সেই ভোজকুলের যশোবর্ধনকারী আপনি কি করে ভগিনী বধ করবেন, তাও আবার বিবাহ উৎসবের মধ্যে ॥

৩৭। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** তত্রাদৌ সাম্না প্রবোধয়তি—শ্লাঘনীয়েতি। ভবানিত্যাদরাৎ, স্ত্রিয়ং তত্রাপি ভগিনীং, তত্রাপি তদ্বিবাহোৎসবে কথং হন্যাৎ? অপি তু হন্তুং নৈবার্হতীত্যর্থঃ, অন্যথা শৌর্য্যযশসোর্হানিঃ। তত্র শ্লাঘনীয়েতি গুণকীর্ত্তনং, ভোজেতি সম্বন্ধঃ, ভগিনীমিত্যভেদঃ; কথং হন্যাদিতি স্ত্রীবধনিবৃত্ত্যা যশোলাভঃ, উদ্বাহেতি সন্ততিবৃদ্ধ্যোপকারঃ। শ্লেষেণ শূরৈর্যে শ্লাঘনীয়াঃ, তেভ্যো গুণো গৌণঃ নিকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। যদুষু ভোজা অপি ভদ্রাঃ, কিন্তু তেষ্বয়মেবৈকাকী পাপিষ্ঠ ইতি কিংবদন্ত্যা তেষাং যশস্করঃ, স কথং ভগিনীং তন্মাত্রং হন্যাৎ? অপি তু সর্ব্বমপি স্বকুলং হন্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ জী॰ ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** প্রথমে সামনীতিতে প্রবোধ দেওয়া হচ্ছে—**শ্লাঘনীয়গুণঃ**—বীরগণ তোমার গুণের প্রশংসা করে থাকে। **ভবান্**—আদরে এই পদটির প্রয়োগ। **স্ত্রিয়ম্ ভগিনীং**—একে তো স্ত্রীজাতি তাতে ভগিনী—তাতে আবার এর বিবাহ উৎসব, কি করে বধ করবে? কিছুতেই হত্যা করা সমুচিত হবে না। অন্যথায় শৌর্য-যশের হানি। এখানে 'শ্লাঘনীয়' পদে গুণ-কীর্তন, 'ভোজ' পদে সম্বন্ধ, 'ভগিনী' পদে অভেদ, 'কথং হন্যাৎ' এই পদে স্ত্রীবধ নিবৃত্তি হেতু যশোলাভ এবং 'উদ্বাহ' পদে সন্ততি বৃদ্ধিরূপ উপকার—এইরূপে পাঁচটি সামই প্রয়োগ হল। অথবা, উপর্যুক্ত অর্থটিই কংস বুঝল, কিন্তু বসুদেবের মনের কথা এইরূপ—বীর-প্রশংসিত ব্যক্তিগণের থেকে তুমি নিকৃষ্ট। **ভোজ-যশস্করঃ**—'যদুকুলের মধ্যে ভোজগণও ভদ্র—কিন্তু তাদের মধ্যে তুমিই এক অবিবেকী পাপিষ্ঠ'—লোকের মুখে মুখে তোমার এইরূপ অপযশের গাথায় ভোজকুলের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়বে। তোমার মতো পাপিষ্ঠ ব্যক্তি কি করে শুধুমাত্র ভগিনী বধ করেই নিবৃত্ত হবে—সমস্ত কুলই নাশ করে দিবে ॥ জী॰ ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সম্বন্ধলাভাবুপকৃত্যভেদৌ গুণকীর্ত্তনমিতি প্রথমং পঞ্চবিধং সামাহ শ্লাঘনীয়েতি গুণকীর্ত্তনং ভোজেতি সম্বন্ধঃ ভগিনীমিত্য ভেদঃ। স্বহন্তৃ, জনন্যা অপি স্ত্রিয়া অবধেন ধার্ম্মিকত্ব যশোলাভঃ মম স্বভার্য্যা প্রাপ্ত্যা পরোপকারঃ স্ত্রিয় তত্রাপি ভগিনীং তত্রাপ্যুদ্বাহপর্ব্বণি তত্রাপি ভবান্ মহা-যশস্বীতি হননে ঐহিকং দুর্যশঃ পারত্রিকং নরকঞ্চেতি দৃষ্টাদৃষ্টভয়লক্ষণোদ্বিবিধো ভেদশ্চ দর্শিতঃ। বাস্তবার্থস্তু

৩৮। মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥

৩৮। **অন্বয়** ঃ বীর! (হে শৌর্য্যবীর্য্যাদিশালিন্!) জন্মবতাং (জীবমাত্রাণামেব) দেহেন সহ মৃত্যুঃ জায়তে (মৃত্যুরপি বিধাত্রা ললাটে লিখ্যতে) অদ্য বা অব্দশতান্তে (জন্মদিনমারভ্য শতবর্ষাভ্যন্তরে কস্মিন্নপি দিবসে) প্রাণিনাং বৈ (নিশ্চিতমেব) মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (অবশ্যম্ভাবী)।

৩৮। **মূলানুবাদ** ঃ হে বীর! স্থূলদেহ সম্বন্ধ থাকার দরুণ যারা জন্ম গ্রহণ করে, তাদের যে মৃত্যু অবধারিত, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ। অদ্য বা শত বৎসরান্তে জীব মাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বিপরীত লক্ষণয়া। যদ্বা শ্লাঘনীয়েষু মধ্যে গুণঃ ন্যূনঃ। ভোজাঃ কলহত্বেন প্রসিদ্ধা স্তেষাং যশঃ কলহাধিক্যং স কথমেকাং ভগিনীং হন্যাৎ অপিতু সর্ব্বমেব কুলম্॥ বি০ ৩৭॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ** ঃ সম্বন্ধ-লাভ-পরপোকার-ভেদ-গুণকীর্তন—এই পঞ্চবিধ 'সাম' অর্থাৎ প্রিয়বাক্য বললেন। [রাজধর্মনীতি—সাম-দান-দণ্ড-ভেদ]। 'শ্লাঘনীয়' বাক্যে গুণকীর্তন। 'ভোজ' বাক্যে সম্বন্ধ। 'ভগিনীম্' বাক্যে ভেদ—ভীতি প্রদর্শন ও সন্দেহ আনয়নরূপ রাজনীতি। 'কথং হন্যাৎ' এই বাক্যে লাভ এবং পরপোকার—নিজ ঘাতকের জননী হলেও স্ত্রীলোক বধ না করায় ধার্মিকত্ব যশ লাভ, আর আমার স্বভার্যার প্রাণলাভ হলে পরোপকার। একে স্ত্রী তাতে ভগিনী, তাও আবার এই বিবাহ উৎসব-মধ্যে, এর উপরও আপনি আবার এক মহাযশস্বী লোক—তাই বলছি, এই ভগিনী বধে ইহকালে দুর্যশ ও পরকালে নরক—এইরূপ দৃষ্ট অদৃষ্ট উভয়লক্ষণযুক্ত দ্বিবিধ ভেদ প্রদর্শন করা হল। উপর্যুক্ত কথার বাস্তবার্থ কিন্তু প্রকাশ পাবে বিপরীত লক্ষণে, যথা—**শ্লাঘনীয়গুণঃ**—প্রশংসনীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ন্যূন। ভোজ-গণ কলহে প্রসিদ্ধ, তাদের যশ কলহাধিক্যে। সেই কুলের যশোবর্ধনকারী আপনি কি করে শুধু এই ভগ্নী হত্যা করেই ক্ষান্ত হবেন, কিন্তু সমস্ত কুলই ধ্বংস করবেন॥ বি০ ৩৭॥

৩৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ যুক্তিভিঃ ষট্শ্লোক্যা প্রবোধয়ন্ আদৌ মৃত্যোরপরি-হার্য্যত্বমাহ—মৃত্যুরিতি। তথা চোক্তম্ 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' (শ্রীগী০ ২।২৭) ইত্যাদি। হে বীরেতি প্রোৎসাহন-সম্বোধনম্, শ্লেষেণ অত্র তু বীরত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, যুদ্ধমাত্রে সমর্থঃ ন তু বিচারা-দাবিতি। কথং দেহেন সহ জায়ত ইতি জ্ঞায়েত? তত্রাহ—অদ্য বেতি। অবশ্যং যৎ, কার্য্যোৎপাদকং যৎ, তত্তু তদন্তর্ভূতমেবেত্যর্থঃ। বা-শব্দাভ্যাং পক্ষয়োর্দ্বয়োরপি প্রাধান্যং বোধ্যতে, বৈ এতৎ প্রসিদ্ধম্যেবত্যর্থঃ॥

৩৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ ছয়টি শ্লোকে যুক্তিদ্বারা সুবুদ্ধির উদয় করাতে গিয়ে প্রথমে মৃত্যুর অপরিহার্যতা বলা হচ্ছে—মৃত্যুরিতি। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বচন—"জন্ম হলেই অবশ্য মৃত্যু হবে, আর মৃত্যু হলেই অবশ্য জন্মাতে হবে"—(গী০ ২।২৭)। **হে বীর ইতি**—উৎসাহ ব্যঞ্জক সম্বোধন। বিদ্রূপাত্মক অর্থান্তরে, তোমার মধ্যে তো বীরত্বের লেশমাত্র নেই। অথবা, তুমি তো যুদ্ধমাত্রেই সমর্থ—বিচারাদিতে নয়। মৃত্যু যে দেহের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, কি করে জানলে—এরই উত্তরে **অদ্য বা ইতি**—অদ্য বা

৩৯। **দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কুর্ম্মানুগোঽবশঃ।**
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥

৩৯। **অন্বয়ঃ** দেহে পঞ্চত্বম্ আপন্নে (মৃত্যুগ্রস্তপ্রায়ে) কর্ম্মানুগঃ (কর্ম্মাধীনঃ) অবশঃ দেহী (জীব) দেহান্তরং (শরীরান্তরং) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) অনু (তদনন্তরং) প্রাক্তনং (ভুক্তভোগং) বপুঃ ত্যজতে।

৩৯। **মূলানুবাদঃ** দেহাশ্রয়ী জীব মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলে কর্মানুযায়ী স্বতঃসিদ্ধভাবে অন্য একটি দেহ লাভ করবার পর প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করে।

শতবৎসরান্তে মৃত্যু অবশ্যই হবে। যে দেহ অবশ্য মৃত্যুরূপ কার্য-উৎপাদক, সেই দেহের অন্তর্ভূতরূপে মৃত্যু অবশ্য থাকে—কার্য কারণ অভেদ হেতু। 'বা' শব্দ দুবার ব্যবহারে বুঝা যাচ্ছে, উভয় পক্ষেরই প্রাধান্য। **বৈ**—ইহা প্রসিদ্ধই আছে॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তদপ্যনিবৃত্ত্য তং যুক্ত্যা প্রবোধয়ন্ ভো রাজন্ মৃত্যুভয়েনেমাং হংসি চেৎ স মৃত্যুরপরিহার্য্য এবেত্যাহ মৃত্যুরিতি বস্তুতস্তাবচ্ছীবানাং জন্মমৃত্যু নৈব স্তঃ। তদপি দেহেন স্থূলদেহ সম্বন্ধেনৈব হেতুনা জন্মবতাং স প্রসিদ্ধো'হ'স্পষ্টমেব মৃত্যুর্জায়তে। কদা অদ্য বা অব্দশতান্তে বা। বা শব্দাভ্যাং সর্ব্বথৈব কালনিশ্চয়াভাবে অব্দ শতমধ্যে বেতার্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ মৃত্যুর্বৈ ইতি। জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যু-র্ধ্রুবং জন্মমৃতস্যচ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসীতি শাস্ত্রং স্মরয়তি হে বীরেতি ত্বং তু তস্মাদ্বি-ভেতুং নৈবার্হসীতি ভাবঃ॥ ৩৮ বি০॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ** এত কথার পরও অনিবৃত্ত তার বিবেক যুক্তিদ্বারা উন্মেষ করাতে করাতে বললেন—হে রাজন্! মৃত্যু ভয়ে একে যদি হিংসা করে থাকো, তবে শোন, সেই মৃত্যু নিশ্চিতই অপরিহার্য—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'মৃত্যুরিতি'। বস্তুত জীব মাত্রেরই জন্ম মৃত্যু বলে কিছু নেই। তা হলেও **দেহেন**—স্থূল দেহের সম্বন্ধ নিয়ে যারা **জন্মবতাং**—জন্ম গ্রহণ করে তাদের যে **মৃত্যু জায়তে**—মৃত্যু হয়, এ কথা **সহ**—'স+হ' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ আছে স্পষ্ট ভাবেই। মৃত্যু কখন হয়? অদ্য বা শতবৎসর পর হয়। এ কথার প্রমাণ **মৃত্যুর্বৈ ইতি**—'জাতক মাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত মাত্রেরই জন্ম অবশ্যম্ভাবী।' মৃত্যু যখন অপরিহার্য্যই তখন এ নিয়ে শোক করা উচিত নয়, এইরূপে শাস্ত্র স্মরণ করা-লেন। **হে বীর**—আর তোমার মতো বীরের পক্ষে তো এর থেকে ভয় হওয়া তো কিছুতেই উচিত নয়॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ** নন্বু সত্যং মৃত্যুর্ভবিতৈব, কিন্তু দেহাভাবেন ভোগাসিদ্ধ্যা কঞ্চিৎ কালং ভোগার্থং দেহরক্ষা যুক্তৈব, তত্রাহ—দেহ ইতি। পঞ্চত্বমিতি—পঞ্চভূতৈরারব্ধত্বেন কদাচিদ্বিচ্ছে-দাপত্তিশ্চ ঘটেতৈবেতি ভাবঃ। দেহীতি, দেহাদ্ভিন্নত্বেন তস্য নাশো নিরস্তঃ; দেহান্তরপ্রাপ্তৌ হেতুঃ—কর্ম্মানুগ ইতি, কর্ম্মণামবশ্যভোগ্যত্বাৎ। ন চ তত্র প্রয়াসোঽস্তীত্যাহ—অবশঃ, কর্ম্মবশাৎ স্বত এব তৎসিদ্ধেরিতি ভাবঃ; অনুত্যজত ইত্যন্বয়ঃ। আত্ম আত্মনেপদমার্ষম্॥ জী০ ৩৯॥

৪০। ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥

৪০। **অন্বয়ঃ** যথা ব্রজন্ (পাদক্ষেপ কুর্ব্বন্) [জনঃ] একেন পদা (একচরণেন) তিষ্ঠন্ (শরীর-ভারং ধারয়ন্) একেন (পদান্তরেণ) গচ্ছতি যথা (যথা বা) তৃণ-জলুকা (সা যথা তৃণান্তরং স্বীকৃত্য পশ্চাৎ পূর্ব্বতৃণং ত্যজতি তথৈব) এবংদেহী (জীবঃ) কর্ম্মগতিং গতঃ (কর্ম্মানুরূপং শরীরং প্রাপ্ত সন্ ব্রজতি)।

৪০। **মূলানুবাদঃ** চলমান্ জন যেমন একটি চরণে সম্মুখের ভূমি আশ্রয় করে পিছনের ভূমি ত্যাগ করে, কিম্বা জোঁক যেমন সম্মুখের একটি তৃণ আশ্রয় করবার পরই পিছনেরটি পরিত্যাগ করে সেইরূপ কর্মাধীন জীবও একদেহ ধারণ করেই পূর্ব দেহ ত্যাগ করে।

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, হ্যা ঠিক, মৃত্যু হবেই, কিন্তু দেহ অভাবে ভোগ অসম্ভব হেতু, কিছুকাল ভোগের জন্য দেহরক্ষাই সমীচীন। এরই উত্তরে, দেহ ইতি। পঞ্চত্বম্ ইতি—পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলে—এই দেহ পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত,তাই কদাচিৎ বিচ্ছেদরূপ প্রতিবন্ধক এসে গেলে এইরূপ ভাব। **দেহী**—দেহী দেহ থেকে ভিন্ন হওয়াতে তার নাশ নিরস্ত হল। দেহান্তর প্রাপ্তিতে হেতু—**কর্মানুগ ইতি**—কর্ম অনুসারে—কারণ কর্মফল অবশ্য ভোক্তব্য। এখানে প্রয়াসের কোন কথা নেই—**অবশঃ**—অবশেই কর্মবশে ভোগ হয়ে যায়। **অনু ত্যজতে** দেহান্তর প্রাপ্ত হয়ে তৎপশ্চাৎ পূর্বেরটি ত্যাগ করে॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** দেহপ্রাপ্তি ত্যাগাবেব জীবস্য জন্মমৃত্যু তৌ ত্বাবশ্যকাবেবেত্যাহ দেহে পঞ্চত্বং মৃত্যুং আপন্নে আপন্নপ্রায়ে দেহান্তরং প্রাপ্য অনু পশ্চাৎ প্রাক্তনং বপুস্ত্যজতি;ন চ বিষয়ভোগসাধনমেব দেহো মে নঙ্ক্ষ্যতীতি বিষীদিতুমর্হসীত্যাহ—কর্ম্মানুগ ইতি। যদি তব সুখভোগাদৃষ্টমস্তি তর্হি তত্রৈব প্রাপ্তব্যে দেহ এব ভোগো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। তস্মাদিদং স্ত্রীবধলক্ষণ পাপং দুঃখভোগসাধনং মাকার্ষীরিতি দ্যোতিতম্॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ** দেহের প্রাপ্তি ও ত্যাগই জীবের জন্ম মৃত্যু। দেহপ্রাপ্তি ত্যাগ এ উভয়ই নিশ্চয় আবশ্যক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দেহে **পঞ্চত্বম্**—মৃত্যু ঘনিয়ে এলে দেহান্তর লাভ করত **অনু**- পশ্চাৎ প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করে। বিষয়ভোগ-সাধন আমার এই দেহ চলে গেল বলে বিষাদ করাও উচিত নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে - 'কর্মানুগ ইত্যাদি'—যদি তোমার সুখভোগ অদৃষ্টে থাকে তবে সেখানেই পাবে, সেখানে একটি দেহ লাভ হবে, তাতেই ভোগ সম্পন্ন হবে। অতএব এই স্ত্রীবধরূপ পাপ, যা দুঃখভোগের সাধন, তা করো না॥ বি০ ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** দেহীতি নিত্যযোগে মত্বর্থীয়ঃ; জলুকেতি ষষ্ঠস্বরমধ্যঃ পাঠো বহুত্র॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** দেহী—নিত্যযোগে মত্বর্থ। জলুকাপাঠান্তর।

৪১। স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ॥

৪১। অন্বয়ঃ দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং (দৃষ্টং রাজাদিদর্শনং শ্রুতম্ ইন্দ্রাদিশ্রবণং) মনসা অনুচিন্তয়ন্ (রাজাদিরূপং ইন্দ্রাদিরূপঞ্চ ভাবয়ন্) স্বপ্নে যথা দেহং (নিজদেহমেব) ঈদৃশং (জাগ্রদবস্থায়াং দৃষ্টশ্রুতসদৃশং) পশ্যতি মনোরথেন (বিষয় বাঞ্ছয়া হেতুভূতয়া) অভিনিবিষ্ট চেতনঃ (বিস্মৃতদেহ গেহঃ সন্ নিজদেহং মনোরথানুরূপমেব পশ্যতি) তৎ কিমপি (তৎ তৎ রাজাদিরূপং) প্রপদ্যতে (তদেবাহমিতি মন্যতে) [ততশ্চ] হি অপস্মৃতিঃ (বিস্মৃত নিজদেহ ভবতি)।

৪১। মূলানুবাদঃ (জীবিতকালেই যে প্রতিদিন দেহপ্রাপ্তি ও ত্যাগ হয়, তা মনের সুখানুভূতি দ্বারা দেখান হচ্ছে—)

রাজাদির দর্শন ও ইন্দ্রাদি দেবতাদের কথা শ্রবণ জনিত সংস্কারযুক্ত মনে সেই রাজা-ইন্দ্রাদির কথা নিরন্তর চিন্তা করতে করতে যেমন নিদ্রাবিষ্ট ব্যক্তি স্বপ্নে ও জাগ্রত ব্যক্তি চিন্তার গাঢ়তায় আপনাকে তত্তদ্রূপে দেখে ও তৎপর স্বীয় দেহ বিস্মৃত হয়ে যায় সেইরূপ কর্মাধীন জীবও দেহান্তর প্রাপ্ত হয়ে পূর্ব দেহ ভুলে যায়।

৪০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ উত্তরদেহ প্রাপ্ত্যনন্তরমেব পূর্ব্বদেহত্যাগে দৃষ্টান্তঃ—ব্রজন্ গন্তা পুরুষঃ যথা একেনাগ্রতো নিহিতেন পদা উত্তরপ্রদেশে তিষ্ঠন্নেব পূর্ব্বপ্রদেশাদুৎপাট্য পুরোনিহিতেনৈকেন গচ্ছতি নতু যুগপদ্দ্বাভ্যামেব পদ্ভ্যাং পূর্ব্বপ্রদেশং পরিত্যজ্যৈব উত্তরং প্রদেশং গচ্ছতীত্যর্থঃ। অত্র প্রাপ্তিত্যাগৌ বস্তুতঃ পৃথিব্যা একস্যা এবেত্যপরিতুষ্যন্ দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথা তৃণজলৌকেতি। সা হি তৃণান্তরমবষ্টভ্যৈব পূর্ব্বং তৃণং ত্যজতি জলুকেতি ষষ্ঠস্বরমধ্যোঽপি পাঠো জ্ঞেয়ঃ ॥ বি০ ৪০ ॥

৪০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পরবর্তী সূক্ষ্ম ভাবদেহ লাভের পরই পূর্বদেহ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, যথা—**ব্রজন্** চলমান্ জন যেমন সামনে বাড়ানো পা-টিতে মাটি ভর করবার পরই পিছনের পা উঠিয়ে সামনে ফেলে ফেলে চলে, কিন্তু একই সঙ্গে দু পা-ই পিছনের থেকে উঠিয়ে এনে সামনে ফেলে ফেলে চলে না। এই দৃষ্টান্তে বস্তুতঃ ধারণ ও ত্যাগের পাত্র একই ভূমি হওয়ায় চিত্তের অসন্তোষে অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—'তৃণজলৌকোত'। জোঁক যেমন অন্য একটি তৃণ অবলম্বন করবার পরই পূর্ব তৃণ ত্যাগ করে সেইরূপ॥ বি০ ৪০ ॥

৪১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ স্বপ্ন ইতি তৈরবধারিতং, তত্র দর্শয়িতুং স্বানুভাবেন সাধয়িতুমিত্যর্থঃ। হি এব তদেব টীকায়াং জাগ্রদ্দৃষ্টেত্যাদৌ জাগরে প্রযুক্তো জাগ্রচ্ছব্দঃ। এবং দেহাদাত্মনো ভিন্নত্বং যোজিতমপি। স্বপ্নে মনোরথে চ দেহাভিমানপরিত্যাগেন দেহান্তরাভিনিবেশেনাত্মনো দেহাৎ পৃথক্-ত্বানুভবাৎ; এবং কর্ম্মবশাদ্দেহান্তরং প্রাপ্যৈব প্রাক্তনং দেহং ত্যজতীতি দেহপ্রাপ্তেরাবশ্যকতা দৃঢ়ীকৃতা ॥

৪২। যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥

৪২। **অন্বয়ঃ** দৈবচোদিতং (দেহস্য পঞ্চত্বসময়ে ফলাভিমুখেন কর্ম্মণা প্রেরিতং) বিকারাত্মকং (নানা সঙ্কল্পাদি যুক্তং) মনঃ মায়ারচিতেষু (মায়য়া নানাদেহরূপেণ রচিতেষু) পঞ্চসু গুণেষু (ভূতেষু মধ্যে) যতো যতঃ (য যং দেহং প্রতি) ধাবতি আপ (প্রাপ্তং ভবতি) অসৌ দেহী (জীবোঽপি) প্রপদ্যমানঃ (স এবাহমিতি মন্যমানঃ) সহ তেন (দেহেন সহ) জায়তে।

৪২। **মূলানুবাদ**ঃ মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে নানাবিকারাস্পদ মন ফলোন্মুখ কর্মবশে মায়ারচিত মনুষ্য-পশু প্রভৃতি উচ্চনীচ দেহ সকলের মধ্যে যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয় এবং অভিনিবেশে যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই দেহে জীবাত্মাও বিষয়াভিনিবিষ্ট মনের সহিত সংস্রব হেতু সেই সেই বিষয় ভোগ করতে থাকে।

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ**ঃ দেহ ও বিষয় স্বীকার-পরিত্যাগ (স্বামিপাদ) দেখাবার জন্য অর্থাৎ (কংসের) নিজের জ্ঞানের বিষয়রূপে নিষ্পাদনের জন্য অন্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হচ্ছে—দেহ থেকে আত্মা যে ভিন্ন তা বারবার মধ্যে আনতে হবে—স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় মনোরথে **অভিনিবিষ্ট চেতনঃ**—অভিনিবেশ যুক্ত বুদ্ধি যার সেই ব্যক্তি দেহাভিমান পরিত্যাগান্তে রাজা-ইন্দ্রাদির দেহের অভিনিবেশের দ্বারা নিজেকে রাজা-ইন্দ্রাদিরূপে দেখে—এর কারণ, দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক্ অনুভব। এইরূপে কর্মবশে অন্য একটি দেহ প্রাপ্ত হওয়ার পরই প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করে—এইরূপে দেহ-প্রাপ্তির আবশ্যকতা দৃঢ়ীকৃত করা হল॥ জী০ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ জীবত পি দেহে প্রতিদিন দেহপ্রাপ্তিত্যাগাবনুভবেন দর্শয়তি। স্বপ্নে যথা ঈদৃশং জাগ্রদ্দেহ তুল্যং দেহং পশ্যতি। স্বপ্নং বিনাপি দর্শয়তি মনোরথেন মনোরথেচেত্যর্থঃ। কঃ পশ্যতীত্যত আহ অভিনিবিষ্টা অভিনিবেশবতী চেতনা যস্য সঃ। যদ্বা মনোরথেন বিষয়বাঞ্ছয়া চিত্তাভিনিবেশাধিক্যবান্ পুরুষঃ স্বপ্নে ঈদৃশং দেহং পশ্যতি। অভিনিবেশ প্রকারমাহ দৃষ্টং রাজাদি, শ্রুতং ইন্দ্রাদি তাভ্যামভ্যস্তাভ্যাং জনিত সংস্কারবতা মনসা অনুচিন্তয়ন্ তৎ কিমপি রাজাদিরূপমেব প্রপদ্যতে রাজাহ্যুচিত বিষয়-ভোগবদ্দেহমাত্মনং পশ্যতীত্যর্থঃ। অপস্মৃতিঃ বাস্তব দেহ স্মরণশূন্যঃ॥ বি০ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ**ঃ জীবিত অবস্থাতেই প্রতিদিন দেহপ্রাপ্তি ত্যাগ অনুভবে হয়, তাই দেখাচ্ছেন বসুদেব কংসকে। **স্বপ্নে যথা ইত্যাদি**—যথা স্বপ্নে **ঈদৃশং**—জাগ্রদ্দেহ তুল্য **দেহং পশ্যতি**, দেহ দেখে থাকে। **মনোরথেন**—এবং স্বপ্ন বিনাও জাগা অবস্থায় মনোরথেও দেখে। কে দেখে, তাই বলা হচ্ছে—**অভিনিবিষ্ট চেতনঃ**—যার চেতনা চিন্তার গাঢ়তায় অভিনিবেশবতী হয়ে যায় সেই দেখে। অথবা—বিষয়বাঞ্ছাদ্বারা চিত্তের অভিনিবেশ যার গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ জনই স্বপ্নে জাগ্রত দেহতুল্য দেহ দেখে। অভিনিবেশের ধরণটা বলা হচ্ছে—**দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং**—দৃষ্ট রাজাদির বা শ্রুত ইন্দ্রাদিদেবতাগণের দর্শন শ্রবণ

জনিত স স্কারবান্ মনে নিরন্তর চিন্তিত হতে হতে রাজাদি রূপই প্রাপ্তি হয়—রাজাদি-উচিত বিষয়ভোগ করার মতো রাজদেহে বিরাজমান্ বলে নিজেকে দেখে ॥ বি॰ ৪১ ॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** নন্থ সত্যং ভবিতা দেহমাত্রং, কিন্তু পুনা রাজদেহোহতি-দুর্ঘটস্তত্রাহ—যতো যত ইতি। দৈবেন চোদিতমিতি—তদর্থং প্রয়াসান্তরং নিরস্তম্। অসৌ অবিবেকী দেহাদের্ভিন্নোঽপীতি বা প্রপদ্যমানঃ মন্যমানঃ, অতঃ কর্ম্মণ এব প্রবলত্বাৎ শ্রীদেবক্যা জন্মান্তরপুত্রাদ্যপ্যাকাশ-বাণ্যুদ্দিষ্টো—'মৃত্যুস্তবানিবার্য্য এব ইতি মহাদুর্গতিপ্রাপকমীদৃশং পাপকর্ম্ম ত্যক্ত্বা তাদৃশনিজপ্রাচীন-কর্ম্ম-সন্দেহে সতি সম্প্রত্যপি পুনরিতোঽপি বিভূতিমদ্বপুঃপ্রাপ্তয়ে মার্কণ্ডেয়বদস্য মৃত্যুরপি কিয়ৎকালনিবারণায় বা, সৎকর্ম্মৈব ক্রিয়তামিতি ভাবঃ। জন্মান্তরেত্যত্র শ্রীহরিবংশোক্ত-ষড়্গর্ভ-সাদৃশ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ জী॰ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কোন একটা সাধারণ দেহ হয় তো হোক, কিন্তু রাজদেহ পাওয়া, সে তো অতি দুর্ঘট - এরই উত্তরে **দৈবচোদিতং**—এতো কর্মবশেই আপনিই হয়ে যায়—এর জন্য অন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন করে না। **দেহসৌ**—এই অবিকেকী জীবাত্মা—অবিকেকী কেন ? দেহাদি থেকে ভিন্ন হয়েও মনে করছে, আমি দেহমন ইত্যাদি, তাই অবিবেকী। এই শ্লোকে এইরূপ ভাব প্রকাশ পেয়েছে,—যেহেতু কর্মেরই প্রাধান্য—প্রাক্তন কর্মবশে তোমার মৃত্যু অনিবার্য—ভগ্নীকে বধ করে এড়াবে কি করে। দেবকীর এ জন্মের অষ্টমগর্ভই যে তোমাকে বধ করবে তাই বা জানলে কি করে—দেবকীর জন্মান্তরের অষ্টমগর্ভও তো হতে পারে—দৈববাণী তো নির্দিষ্ট কিছু বলে নি। কাজেই ভগ্নী বধ রূপ পাপকর্ম ছেড়ে দিয়ে এইরূপ অনিবার্য মৃত্যু তোমার তাদৃশ নিজ প্রাচীন কর্মেরই ফল, এরূপ সন্দেহ করত সম্প্রতি পুনরায় এর থেকেও বিভূতিমৎ দেহ পাওয়ার জন্য, অথবা মার্কেণ্ডের মতো কিয়ৎকাল মৃত্যুকে নিবারণের জন্য সৎকর্ম কর ॥ জী॰ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** নন্বঃ দৃষ্টঃ শ্রুতশ্চ বিষয়ো দৈবপ্রেরিতেন মনসা স্মর্য্যমাণত্বান্মনস এবাস্তু। ততো ভিন্নেনাত্মনা স্ব ভোগার্থং স কথং লভ্যতাং ? তত্রাহ যত ইতি। পঞ্চসু বিষয়েষু মধ্যে যতো যতো যত্র যত্র বিকারাত্মকং মনো ধাবতি; ধাবচ্চ সৎ আপতন্তং বিষয়মেব প্রাপ্তং ভবতি। অসৌ দেহী জীবঃ তেন বিষয়াভিনিবিষ্টেন মনসা সহ সাহিত্যাদ্ধেতোস্তং তং বিষয়ং প্রপদ্যমানো জায়তে ভুঞ্জানো ভবতীত্যর্থঃ ॥ বি॰ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, দৃষ্ট রাজাদি এবং শ্রুত ইন্দ্রাদি দেবতারূপ বিষয় দৈব প্রেরিত মনের দ্বারা স্মরণ হেতু মনেরই ভোগের ব্যাপার হতে পারে। মন থেকে ভিন্ন জীবাত্মার ভোগের জন্য এ কি করে লভ্য হতে পারে ? এরই উত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা —'যতো ইতি'। **পঞ্চসু গুণেষু**—ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে যতো যতো—যে যে বিষয়ে বিকারাত্মক মন ধাবিত হয়, ধাবিত হতে হতে **আপ**—সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হয়ে যায়। বিষয়াভিনিবিষ্ট মনের সহিত সংস্রব হেতু জীবাত্মাও **প্রপদ্যমানো জায়তে**—সেই বিষয় ভোগ করতে থাকে।

৪৩। জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্ গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি॥

৪৩। অন্বয় ঃ অদঃ (গগনস্থমপি) জ্যোতিঃ (চন্দ্রসূর্য্যাদি তেজঃ) যথৈব উদকপার্থিবেষু (জলপূর্ণঘটাদিষু প্রতিবিম্বিতং) (সৎ) সমীর বেগানুগতং (বায়ুবেগাদিবশাৎ কম্পাদিযুক্তমেব) বিভাব্যতে (প্রতীয়তে) এবং (তথৈব) স্বমায়ারচিতেষু (শ্রীভগবতো মায়ানির্ম্মিতেষু) গুণেষু (দেহেষু) অসৌ পুমান্ (জীবঃ) রাগানুগতঃ (অহমিতি বুদ্ধ্যা) বিমুহ্যতি (জরামরণাদীন্ ভুনক্তি)।

৪৩। মূলানুবাদ ঃ জলের উপর পতিত চন্দ্রসূর্যের প্রতিচ্ছায়া যেমন বায়ুবেগের অনুগতভাবে কম্পন হেতু বিবিধ আকার ধারণ করে তেমনই শ্রীভগবৎ মায়ারচিত দেহে অবস্থিত জীবচৈতন্য বিষয়-ভোগেচ্ছারূপ মনোধর্মের অধীন হয়ে ওর দ্বারাই সমাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৪৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কিঞ্চ, দেহাভিনিবেশেঽয়মবিদ্যাময় এবেত্যাহ—জ্যোতিরিতি। অদঃ নিষ্কম্পত্বেন খস্থিতমপি, মায়া ভগবন্মায়া, তয়ৈব রচিতেষু॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আরও, এই দেহাভিনিবেশ অবিদ্যাময়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—জ্যোতিঃ ইতি। **অদঃ**—নিষ্কম্পভাবে আকাশে অবস্থিত হয়েও। **মায়া**—শ্রীভগবৎ-মায়া। তার দ্বারাই রচিত॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ততশ্চ মনঃ সহিতস্য জীবস্য মনো ধর্ম্মপ্রাপ্তিং সদৃষ্টান্তমাহ—জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিকিরণঃ উদকেষু পার্থিবেষু তৈলঘৃতাদিষুচ প্রতিবিম্বরূপেণ স্থিতং সমীরবেগানুগতং সৎ বিভাব্যতে, বিবিধং কম্পবশাদ্দীর্ঘহ্রস্বাদি রূপং ভাব্যতে ভাবিতং ভবতি। এবমেব স্বে স্বীয়াশ্চ তে মায়ারচিতাশ্চেতি স্বমায়াবচিতাস্তেষু গুণেষু দেহেষু পুমান্ জীবঃ রাগানুগতঃ, রাগো বিষয়ভোগেচ্ছালক্ষণো মনো ধর্ম্ম স্তমনুগতো বিমুহ্যতি তদীয় বিষয়ভোগেচ্ছাব্যাপ্ত্যো ভবতি তেন ত্বমপি তথাভূত এব জীবঃ স্বীয় বিষয়সুখ ভোগসিদ্ধ্যর্থং যদেতাং হংসি তদ্ব্যর্থমেব দেহ নাশেঽপি ত্বদীয় শুভাদৃষ্টস্যানশ্বরত্বাদ্দেহান্তরস্য সুলভত্বাচ্চ তত্রৈব তে ভোগঃ সেৎস্যতি স্ত্রীবধেতু প্রত্যুত দেহান্তরে দুঃখমেব ভোক্তব্যং স্যাৎ কিঞ্চ কর্ম্মণঃ প্রবলত্বাদাকাশবাণ্যুদ্দিষ্টো মৃত্যুর্দেবকী জন্মান্তর পুত্রাদপ্যবশ্যম্ভাবীত্যতোবরং মৃত্যু প্রতীকারার্থং মার্কণ্ডেয়েনেব সৎকর্ম্মৈব ক্রিয়তামিতি দ্যোতিতম্॥ বি০ ৪৩॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর মনের সংসর্গে জীবের এই যে মনোধর্ম প্রাপ্তি, তা সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে—**জ্যোতিঃ** চন্দ্রসূর্যের কিরণ, **উদকেষু**—জলে বা তৈলঘৃতাদিতে প্রতিবিম্বরূপে স্থিত হওয়ত বায়ুবেগের অধীন হয়ে কম্পবশ হেতু বিবিধ দীর্ঘহ্রস্বাদি রূপ অঙ্গীকার করে নেয়। **স্বমায়য়া রচিতেষু**—সেইরূপ '**স্বে**'—নিজের অবিদ্যা দ্বারা অথবা, 'স্বীয়াঃ'—শ্রীভগবানের মায়া দ্বারা রচিত সেই **গুণেষু**—দেহে, **পুমান্**—জীব, **রাগানুগতঃ**—রাগ অর্থাৎ বিষয় ভোগের ইচ্ছারূপ মনোধর্মের অধীন হয়ে **বিমুহ্যতি**—তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়॥ বি০ ৪৩॥

৪৪। তস্মান্ন কস্যচিদ্দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** তস্মাৎ (যতঃ অসৎ কর্ম্ম এব অশুভ দেহ জনকঃ ততঃ) তথাবিধঃ (কর্ম্মাধীনঃ) সঃ আত্মনঃ ক্ষেমম্ অন্বিচ্ছন্(আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী)কস্যচিৎ দ্রোহম্(অনিষ্টং)ন আচরেৎ[যতঃ] দ্রোগ্ধুঃ(পরানিষ্ঠ কর্ত্তুঃ) পরতঃ (যমাৎ) বৈ (নিশ্চিতমেব) ভয়ম্ [বর্ত্ততে]।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** অতএব উপর্যুক্ত অবস্থাপন্ন জীবের নিজের কল্যাণার্থে কারও প্রতি দ্রোহাচরণ করা উচিত নয়। অন্যথা, ইহলোকে যাদের দ্রোহ করছে সেই সব জন থেকে এবং পরলোকে যম থেকে পরদ্রোহীর ভয় অনিবার্য।

---

৪৪ **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নন্থ যতো যত ইত্যত্রাভিপ্রেতং, তাদৃশং কর্ম্ম দুষ্করং, তথা তাদৃশং জ্ঞানঞ্চেদ্ভবতোঽস্তি, তর্হি কথং ভবানস্যা দেহরক্ষার্থং প্রযততে? তাদৃশাত্মানুভবজ্ঞানাভাবাদিতি চেৎ, মমাপি তদভাবাৎ স্বদেহরক্ষার্থোঽয়ং প্রযত্নো যুক্ত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। যস্মাৎ সৎকর্ম্মৈব শ্রেয়ঃসাধনং, যস্মাদ্দেহাবেশোঽপ্যাবিদ্যক এব, তস্মাৎ স তথাবিধঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারাতয়োঃ স্বীকৃতি-ত্যাগৌ কর্ত্তুমশক্নুবন্নপি তদ্বিপরীতং পরদ্রোহন্তু ন কুর্য্যাৎ। কিমর্থম্? আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্, ইহামুত্র চাত্মনঃ ক্ষেমার্থমিত্যর্থঃ। যতঃ দ্রোগ্ধুরিতি, এব দৃষ্টাদৃষ্টভয়প্রদর্শনেন দ্বিবিধো ভেদঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণকথারম্ভে আত্মজ্ঞানান্যবৈরাগ্যাকার্য্যনিবৃত্তি-কথনানি বহির্মুখানামন্যাবেশনিবারণায়োপদিষ্টানীতি শাস্ত্রপ্রয়োজনঞ্চ জ্ঞেয়ম্। এবং সর্ব্বত্র॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** 'যতো যতো' এই ৪২ শ্লোকে যে যে কর্ম অভিপ্রেত, তাদৃশ কর্ম দুষ্কর, তথা তাদৃশ জ্ঞানের কথা যদি বলা হয়, সে তো আপনার আছে—তাহলে আপনি কেন এর দেহরক্ষার্থে যত্নবান্ হয়েছেন? তাদৃশ আত্ম-অনুভব জ্ঞানের অভাব আছে আমার, এরূপ যদি বলেন তবে আমিও বলছি, আমারও তার অভাব হেতু, নিজ দেহরক্ষার্থে এই যত্ন করছি, এইরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে—তস্মাৎ ইতি। যেহেতু সৎকর্মই শ্রেয় সাধন, যেহেতু দেহ-আবেশও অবিদ্যা প্রসূতই সেই হেতু **স তথাবিধঃ**—সেই পূর্বোক্ত প্রকার জন সৎকর্ম-দেহাবেশের স্বীকৃতি-ত্যাগে যদি অসমর্থও হয়, তবে **কস্যচিদ্দ্রোহমাচরেৎ**—তৎ বিপরিত পরদ্রোহরূপ কর্ম না-করা উচিত। কোন্ প্রয়োজনে? **আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্**—এই লোকে ও পরলোকে নিজের মঙ্গল যদি ইচ্ছা করে। যেহেতু **দ্রোগ্ধুঃ**—পরদ্রোহী জনের সর্বদা যমের ভয়—এইরূপে দৃষ্ট-অদৃষ্ট দ্বিবিধ ভেদ দেখান হল। এখানে কৃষ্ণকথারম্ভে আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, অকার্যনিবৃত্তি কথন—বহির্মুখ জনদের অন্যাবেশ নিবারণের জন্য উপদেশ করা হল—এইরূপ শাস্ত্রপ্রয়োজন জানতে হবে॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** স তথাবিধঃ অবিদ্যাবৃতঃ দ্রোগ্ধুর্দ্রোহকর্ত্তুঃ পুংসঃ, পরতো যমাদিভ্যো যস্মাদ্ভয়ং তস্মাদিতি ভেদো দর্শিতঃ॥ বি০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সেই **তথাবিধ**—অবিদ্যাবৃত জন **দ্রোগ্ধুঃ**—পরদ্রোহী ব্যক্তি। **পরতে ভয়ং**—যমাদি থেকে ভয়। এখানে ভেদনীতি প্রয়োগে ভয় দেখানো হয়েছে॥ বি০ ৪৪॥

৪৫। এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ॥

৪৫। **অন্বয়** ঃ এষা কৃপণা (দীনা) পুত্রিকোপমা (কন্যাতুল্যা) বালা তব অনুজা (কনিষ্ঠা ভগিনী) দীনবৎসলঃ ত্বম্ ইমাং কল্যাণীং ন হন্তুম্ অর্হসি।

৪৫। **মূলানুবাদ** ঃ এই দীনা বালিকা আপনার অনুকম্পনীয়া কন্যাতুল্যা নির্দোষ। একে বধ করা আপনার পক্ষে উচিত হয় না। যেহেতু আপনি দীনবৎসল।

[৪৪। শ্রীসনাতন গোস্বামিচরণ ঃ এইরূপে কৃষ্ণকথা আরম্ভে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা, জীবাত্মার বিচিত্র দেহ প্রাপ্তিতে দেহ থেকে ভিন্নতা এবং বিষয়-মায়িকতা প্রভৃতি প্রাক্ প্রসঙ্গ। এই সবের জ্ঞান বিনা নিজের হিত অনুসন্ধান না হওয়ায় শ্রীভগবৎকথায়ও জীবের রুচির উৎপত্তি হয় না—ইহাই দিক্॥ ৪৪॥]

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ অত্যুগ্রে সংস্তুতিসামৈবোচিতমিতি পুনস্তদেবাহ-এষেতি। নবোঢ়া কৃপণা ভয়েন রোদনাদিপরেত্যর্থঃ, দীনস্বভাবা বা, পুত্রিকোপমা তব পুত্রীতুল্যেতি স্নেহং জনয়তি; যদ্বা, পুত্তলিকাসদৃশী অচেতনা ভদ্রাভদ্রানভিজ্ঞেত্যর্থঃ। ইমামেনাম্, অতএব কল্যাণীং নিরপরাধামিত্যর্থঃ। বিশেষণানামেষামুত্তরোত্তরং কল্যাণীত্বে শ্রৈষ্ঠ্যমুহ্যম্। দীনবৎসল ইতি শ্লেষেণ দীনং মৃতপ্রায় বৎসমেব লাতি বিপ্রেভ্যো দদাতি; যদ্বা, দীনাদপি বৎসমপি লাতি গৃহ্লাতীতি। ইমাং ত্বং হন্তুং নার্হসি, কাকা কিন্ত্বর্হস্যেবেত্যর্থ ইতি নিন্দৈব॥ জী॰ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ অতি উগ্রজনের নিকট সাম নীতিই উচিত, তাই পুনরায় সামনীতিতেই কথা বলতে আরম্ভ করলেন—এষা ইতি। **কৃপণা**—ভয়ে রোদনপরা, অথবা দীন-স্বভাবা। **পুত্রিকোপমা**—তোমার কন্যাতুল্যা, এইরূপে স্নেহ জন্মাচ্ছেন। অথবা, পুতুলের মতো অচেতনা ভদ্রাভদ্র অনভিজ্ঞা। অতএব **কল্যাণীং ইমাম্**—নিরপরাধ এ-কে (হত্যা করা উচিত নয়)। দেবকীর এই বিশেষণগুলির মধ্যে উত্তরোত্তর 'কল্যাণী' শ্রেষ্ঠ, এরূপ বুঝা যায়। **দীনবৎসল**—বিদ্রূপার্থে—'দীনং' মৃত-প্রায় গোবৎস 'লাতি' বিপ্রগণকে দান কর তুমি; অথবা দীন প্রজা থেকেও গোবৎস কররূপে নেও। একে তোমার হত্যা করা উচিত নয়—তোমার মতো লোকই তো অপকর্ম করে—তোমার পক্ষে উচিতই বটে, এইরূপে নিন্দা॥ জী॰ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ 'তদপ্যনিবৃত্তং তমত্যুগ্রং স্তুতিভি' রিতি ন্যায়েন পুনঃ সামাহ এষেতি। পুত্রিকোপমা অনুকম্পনীয়পুত্রীতুল্যা, পুত্তলিকাবদ্ভয়েনাচেতনা বা বাস্তবার্থে তু শিরশ্চালনে নঞ্, দীনাদতি দরিদ্রাদপি বৎসমপি রাজকরত্বেন লাসি গৃহ্লাসীত্যর্থঃ॥ বি॰ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ 'অতি উগ্রকে স্তুতি দ্বারা ঠাণ্ডা কর' এই ন্যায় প্রয়োগেও অনিবৃত্ত তাকে পুনরায় স্তুতি বাক্যে বলছেন—এষেতি। **পুত্রিকোপমা**—অনুকম্পনীয় কন্যাতুল্যা। অথবা, পুত্তলিকাবৎ ভয়ে অচেতনা। **দীনবৎসল**—বধ করা উচিত হয় না, যেহেতু আপনি দীনবৎসল। এই

শ্রীশুক উবাচ।

৪৬। **এবং স সামভির্ভেদৈর্ব্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ।**
ন ন্যবর্ত্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ॥

৪৭। **নির্ব্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।**
প্রাপ্তং কালং প্রতিব্যোঢ়ুমিদং তত্রান্বপদ্যত॥

৪৬। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—কৌরব্য (হে কুরুনন্দন) দারুণ (হিংসাপ্রকৃতিঃ) পুরুষাদান্ অনুব্রতঃ (অঘ বকাদি রাক্ষস সহচরঃ) সঃ (কংসঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) সামভিঃ (শান্তবাক্যৈঃ) ভেদৈঃ (পারলৌকিক ভীতিজনকৈর্বচনৈশ্চ) বোধ্যমানঃ অপি (উপদিশ্যমানোঽপি) ন ন্যবর্ত্তত (ন নবৃত্তোঽভূৎ)।

৪৬। **মূলানুবাদ ঃ** হে কুরুবংশধর পরীক্ষিত! বসুদেব কর্তৃক দারুণ স্বভাব কংস উক্ত প্রকারে 'সামভেদ' নীতিতে উপদিষ্ট হয়েও ভগিনী-বধ থেকে নিবৃত্ত হল না। কারণ যে দৈত্যগণ তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে, তাদেরই মতানুসারে সে চলে।

৪৭। **অন্বয় ঃ** আনকদুন্দুভিঃ (শ্রীবসুদেবঃ) তস্য (কংসস্য) তং নির্ব্বন্ধং (দেবকী বধার্থম্ আগ্রহং) জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্য (স্ব মনসি বিচার্য্য) প্রাপ্তং কালং (দেবক্যা মৃত্যুং) প্রতিবোঢ়ুং (প্রতিবর্ত্তুং) তত্র (তস্মিন্নেব সময়ে) ইদং অন্বপদ্যত (উপায়ত্বেন মনসা নিশ্চিতবান্)।

৪৭। **মূলানুবাদ ঃ** আনকদুন্দুভি ভগিনী হনন বিষয়ে কংসের গোঁ বুঝতে পেরে বিশেষরূপে চিন্তা করত উপস্থিত মৃত্যু বিষয়ে কালহরণ করার জন্য বক্ষমান্ উপায় স্থির করলেন।

দীনবৎসল বাক্যের বাস্তবার্থ হল, দীন হতে অতি দীন যে প্রজা তার থেকেও **বৎস**—গোবৎস **লাতি**—ছিনিয়ে নেও, রাজকর দিতে না পারলে॥ বি॰ ৪৫॥

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** পুরুষাদা রাক্ষসা অঘাদয়স্তাননুব্রতঃ, তেষাং পরিতঃ স্থিতানাং মতমনুসৃত ইত্যর্থঃ। ভক্ষকেষু সামাদীনাং বৈয়র্থ্যং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। সামাদিভিরপ্যনিবৃত্তের্বিস্ময়েন সম্বোধয়তি—হে কৌরব্যেতি॥ জী॰ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** **পুরুষাদা**—রাক্ষসগণ। **অনুব্রতঃ**—তাঁদের মতানুবর্তী—কংসকে ঘিরে অবস্থিত অঘাসুরাদি রাক্ষসদের মত অনুসরণকারী। ভক্ষকের নিকট সামাদির ব্যর্থতা সমুচিতই, এইরূপ ভাব। সামাদির দ্বারাও কংস নিবৃত্ত না হলে বিস্ময়ের সহিত সম্বোধন করছেন—হে কৌরব্য! অর্থাৎ কুরুবংশ-কুলতিলক॥ জী॰ ৪৬॥

৪৬ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** চোদ্যমান উপদিশ্যমানঃ। পুরুষাদান্ দৈত্যান্॥ বি॰ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ** **বোধ্যমনোঽপি**—উপদেশ লাভ করলেও। **পুরুষাদান্**—দৈত্য। বি॰ ৪৬॥

৪৮। **মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ম্।**
যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ॥

৪৮। **অন্বয়ঃ** বুদ্ধিমতা যাবৎ বুদ্ধিবলোদয়ং মৃত্যুঃ অপোহ্যঃ (প্রতিকার্যঃ) যদি অসৌ (মৃত্যুঃ) ন নিবর্ত্তেত [তর্হি] দেহিনঃ অপরাধঃ ন অস্তি।

৪৮। **মূলানুবাদঃ** যতক্ষণ পর্যন্ত বলবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মৃত্যু প্রতিকারে যত্নপরায়ণ হবেন। যদি যত্নেও মৃত্যু নিবৃত্ত না হয় তবে দেহতন্ত্র ব্যক্তির কোনও দোষ হয় না।

৪৭। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** ইদং বিচিন্ত্যেদমন্বপদ্যতেত্যন্বয়ঃ। ভূয়স্তং হননার্থং নির্ব্বন্ধম্ আগ্রহং জ্ঞাত্বা বুদ্ধ্যা বিচিন্ত্য বিচার্য্য কালং সময়ং মৃত্যুং বা প্রতিবোঢ়ুং বঞ্চয়িতুমিত্যর্থঃ। তত্র তদানীং সদ্য এবেত্যর্থঃ, অন্বপদ্যত উপায়ত্বেন মনসা নিশ্চিতবানিত্যর্থঃ॥ জী॰ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপ 'বিচিন্ত্য' বিশেষ ভাবে চিন্তা করে এই-রূপ 'অন্বপদ্যত' উপায় স্থির করলেন, এইভাবে অন্বয় হবে। পুনরায় **তং**—হননার্থ **নির্বন্ধম্**—আগ্রহ; **জ্ঞাত্বা**—বুঝে; **বিচিন্ত্য**—বিচার করে; **প্রাপ্তং কালং** উপস্থিত মৃত্যু, বা সময়। **প্রতিবোঢ়ুং** ফাঁকি দেওয়ার জন্য। **তত্র**—তদানীং অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ। 'অন্বপদ্যত' উপায়রূপে মনে নিশ্চয় করে নিলেন॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আনকদুন্দুভিরিতি মজ্জন্মনি দেবৈর্দুন্দুভিবাদনাদিদমমঙ্গলং ন মে ভবিষ্যতীতি নিশ্চিন্বন্ প্রতিব্যোঢ়ুং যাপয়িতুং ইদং অন্বপদ্যত পরামমর্শ॥ বি॰ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আনকদুন্দুভিঃ ইত্যাদি**—আমার জন্ম কালে দেবগণের দ্বারা দুন্দুভিবাদন হয়েছিল, তাই আমার এই অমঙ্গল হতে পারে না, এইরূপ নিশ্চয় করে। **প্রতিবোঢ়ুম্**—কালহরণ করবার জন্য বক্ষমান্ উপায় নিশ্চয় করলেন॥ বি॰ ৪৭॥

৪৮। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** নন্বু তত্র খলোঽয়মিত্যাশঙ্কাগর্ভং বিচারমেব দর্শয়তি—মৃত্যুরিতি। অপোহ্যঃ প্রতিকার্যঃ; বুদ্ধিবলয়োরুদয় উৎকর্ষঃ তদবধি, পূর্ব্বা বুদ্ধিস্তৎসামান্যম্, উত্তরা তদ্-বিশেষঃ। অসৌ মৃত্যুঃ; অপরাধঃ উপেক্ষাদোষঃ; দেহিন ইতি দেহতন্ত্রস্য ততোঽত্রাশক্তেঃ॥ জী॰ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা এতো একটা খল, সামভেদ নীতি এখানে কার্যকরী না হওয়ারই কথা, এইরূপ মনে করে যে আশঙ্কাগর্ভ বিচার উঠ্ছে বসুদেবের মনে, সেই বিচার ধারা শুকদেব দেখাচ্ছেন—মৃত্যুঃ ইতি। **অপোহ্য**—প্রতিকার। যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিবলের **উদয়ম্**—উৎকর্ষ, তদবধি **অসৌ**—সেই মৃত্যু। **অপরাধ**—উপেক্ষা দোষ। **দেহিনঃ**—দেহতন্ত্র, অতএব অন্যত্র অশক্ত লোকের (অপরাধ নেই)॥ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকা ঃ** অপোহ্যঃ প্রতিকার্য্যঃ। যাবান্ বুদ্ধিবলয়োরুদয়ো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা অস্মাৎ কংসহস্তান্মৃত্যুপ্রতীকারে মমতু বলস্যোদয়ো বিফল এব বুদ্ধেরুদয়স্তু সফলো ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ। অসৌ মৃত্যুঃ॥ বি॰ ৪৮॥

৪৯। প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥
৫০। বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া।
উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥

৪৯-৫০। **অন্বয়** ঃ মৃত্যবে (কংসায়) পুত্রান্ প্রদায় কৃপণাং (দীনাম্) ইমাং (দেবকীং) মোচয়ে যদি মে সুতাঃ জায়েরন্ মৃত্যুঃ (কংসঃ) বা চেৎ (যদি) ন ম্রিয়েত [তদা] বিপর্য্যয়ঃ (মৎ পুত্রাদেব কংসস্য মরণ) বা কিং ন স্যাৎ (ন সম্ভবেৎ কিং? অপি তু সম্ভবত্যেব যতঃ) ধাতুঃ (বিধাতুঃ) গতিঃ দুরত্যয়া (দুর্জ্ঞেয়া) উপস্থিতঃ মৃত্যুঃ নিবর্তেত (নিবৃত্তো ভবেৎ) পুনঃ আপতেৎ (প্রাদুর্ভবেৎ)।

৪৯-৫০। **মূলানুবাদ** ঃএইরূপে বুদ্ধির চাতুর্যে স্বগত বিচার করছেন—মৃত্যুরূপী কংসের হাতে পুত্র সঁপে দিয়ে এই দীনাকে মোচন করাই ঠিক। তখনই আবার অন্যপ্রকার আশঙ্কা এসে মন জুরে বসলো, অনুচিতই বোধ হয় হবে। তাই পুনরায় স্বগত বলছেন, আমার যদি পুত্র হয়, আর কংস যদি না মরে তবে পুত্র-বধ অনিবার্য হয়ে পড়বে না-কি? না-না, আমার পুত্রের হাতে কংস-বধরূপ বিপর্যই বা কেন না-হতে পারবে? বিধাতার বিধান দুরত্যয়া। অতএব পুত্রদান পরামর্শই ঠিক। এতে উপস্থিত কংস হস্তে দেবকীর মৃত্যু নিবর্তিত হবে, আর দেবকীর উপস্থিত মৃত্যু নিবর্তিত হলেই সেই নিবর্তিত মৃত্যু দৈবাৎ এসে নিপতিত হবে কংসের উপর।

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ মৃত্যুঃ অপোহ্যঃ**—মৃত্যুর প্রতিকারে **যাবদ্ বুদ্ধি বলোদয়ম্**—বলবুদ্ধির উদয়দশা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে ততক্ষণ লোকে যত্নপরায়ণ হয়। এই কংসের হাত থেকে মৃত্যুর প্রতিকারে আমার বলের উৎকর্ষতা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হবে না কিন্তু আমার বুদ্ধির যা উচ্ছলতা, তাতে সফল হয়ে যাবো নিশ্চয়ই। **অসৌ**—এই মৃত্যু ॥ বি০ ৪৮ ॥

৪৯-৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নিশ্চয়মেব দর্শয়তি—প্রদায়েত্যর্দ্ধেন। 'অষ্টমে তু জাতে লব্ধবল এব ভবিষ্যামি' ইতি পুত্রান্ অষ্টমেতরানেবেতি তাৎপর্য্যং, তান্ সর্ব্বানপি প্রদায় আত্যন্তিকদেয়ত্বেন প্রতিশ্রুত্য, মৃত্যবে ইতি তং প্রতি প্রদানেন সদ্যো মৃত্যুপ্রাপ্তেস্তদভেদবিবক্ষয়া। কৃপণামিতি তৎকালিক-তৎকার্পণ্যদর্শনাসহিষ্ণুতায়াঃ প্রাবল্যং ব্যঞ্জয়তি তত্র স্থূণানিখনন ন্যায়েন। নন্বিদমপীত্যাশঙ্কাগর্ভং বিচারান্তরং দর্শয়তি—সুতা ইতি সার্দ্ধেন। তত্রৈবাকাশবাণ্যাং কুটিলকল্পিতত্বমাশঙ্ক্যাহ—সুতা ইতি। তস্যাঃ সত্যত্বমাশঙ্ক্যাহ—বিপর্যয় ইতি। বিপর্য্যয়োঽপি সম্ভবেদিত্যর্থঃ, যত উপস্থিতোঽপি মৃত্যুঃ শ্রীমার্কণ্ডেয়াজামিলসত্যব্রতাদীনাং নিবর্ত্ততে, নিবৃত্তোঽপি কুশ-নমুচি-হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতীনাং পুনরাপতেৎ; যতো ধাতুরীশ্বরস্য গতিরিচ্ছা দুরত্যয়া অনতিক্রম্যা দুর্জ্ঞেয়া চেত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র শ্লোকদ্বয়মেকীকৃত্যৈব ব্যাখ্যা—সুতা ইত্যাদিকং মৃত্যুর্বৈত্যাদিকঞ্চোভয়ত্রৈব সম্বধ্যতে, কিন্তূত্তরং নঞা সহ তং বিনা চ যোজ্যতে, বাশব্দস্যোভয়পক্ষগ্রাহিত্বাৎ, তত্র নঞা বিনা সুতা ইত্যাদিনা যোজিতং, তেন সহ তু বিপর্য্যয় ইত্যাদিনা। অত্র বা-শব্দঃ

কটাক্ষ ইতি জ্ঞেয়ম্;যদ্বা,সুতা মে যদি জায়েরন্,মৃত্যুশ্চ ন ম্রিয়েত,তদা যদ্ভাবি তদ্ভবতু। যদি-শব্দেন লব্ধপক্ষান্তরেঽপি সুতা যদি জায়েরন্, মৃত্যুশ্চ ন ম্রিয়েত, তদা ন কিঞ্চিদন্যায্যম্; সুতা যদি জায়েরন্, মৃত্যুশ্চ তৎপূর্ব্বং কথঞ্চিন্ম্রিয়েত, তদাপি ন কিঞ্চিদিতি। সুতা ইত্যাদি যথাস্থিতপক্ষেঽপি বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদিতি সরলা ত্বিয়ং যোজনা। প্রদায় দত্ত্বা। কদা ? তত্রাহ—সুতা ইতি। ততশ্চ বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদিতি ॥জী০৪৯-৫০॥

৪৯-৫০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** বসুদেবের মনে যে বুদ্ধি স্থির হল তাই দেখান হচ্ছে – প্রদায় ইত্যাদি অর্দ্ধ শ্লোকে। 'অষ্টম পুত্র জন্ম নিলে তো আমি লব্ধবল হয়ে যাবো' বসুদেবের এইরূপ মনের ভাব কাজেই এখানে 'পুত্রান্' পদে অষ্টমটি ছাড়া আর সব কটিকে দিয়ে, এইরূপ তাৎপর্য। **প্রদায়**—প্র+দায়=সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করে দিব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে। **মৃত্যবে** কংসরূপ মৃত্যুকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে—কংসের নিকট প্রদান করলে তৎক্ষণাৎ-ই মৃত্যুপ্রাপ্তি হবে, তাই মৃত্যুর সঙ্গে কংসের অভেদ হেতু কংসকে মৃত্যু বলা হল। **কৃপণাং ইমাং** - দীনা দেবকীকে—দেবকীর তৎকালিক দীনতা দর্শনে বসুদেবের যে অহিষ্ণুতা, তারই প্রাবল্য প্রকাশ করা হল, এই 'কৃপণা' পদে—স্থূণানিখনন-ন্যায়ে। আচ্ছা ৪৭ শ্লোকে 'ইদম্ বিচিন্ত্য' ইত্যাদি – অর্থাৎ এইরূপ বিচার করে নিশ্চয় করলেন—৪৮ শ্লোকে 'মৃত্যু' ইত্যাদি প্রথম আশঙ্কাগর্ভ বিচার দেখাবার পর এখন অন্য আশঙ্কাগর্ভ বিচার দেখান হচ্ছে—সুতা ইতি। এর মধ্যে আকাশবাণীতে কুটিল কল্পিত ভাব সন্দেহ করে বলা হচ্ছে - 'সুতা' ইতি দেড় শ্লোকে—আমার যদি পুত্র হয়, আর কংস যদি না মরে। আকাশবাণীর সত্যতা সন্দেহ করে বলা হচ্ছে—বিপর্যয়ঃ ইতি—আর উল্টোও তো হতে পারে অর্থাৎ আমার পুত্রের হাতে কংসের বধও তো হতে পারে। যেহেতু শ্রীমার্কণ্ডেয়, অজামিল, সত্যব্রতাদির আসন্ন মৃত্যুও নিবৃত্ত হয়েছিল। আবার কুশ-নমুচি হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির নিবৃত্ত মৃত্যুও পুনরায় এসে উপস্থিত হল, এর কারণ **ধাতুঃ** ঈশ্বরের, **গতি** ইচ্ছা, **দুরত্যয়া**—অনতিক্রম্য এবং দুর্জ্ঞেয়। অন্য ব্যাখ্যা স্বামিপাদ করেছেন। অথবা, মৃত্যুরূপ কংসকে পুত্র প্রদান করে এই দীনা দেবীকে আপাততঃ মুক্তি করি। আমার যদি পুত্র হয়, আর মৃত্যুরূপ এই কংস যদি তৎদিন না মরে—এরূপই যদি হয় তবে তখন দেখা যাবে—যা হবার হবে। যদি শব্দে দুরকম অর্থ করবার অবকাশ থেকে যাচ্ছে; তা এইরূপ—পুত্র যদি হয় আর মৃত্যুস্বরূপ কংস না মরে ততদিন—তা হলে অন্যায্য কিছু হচ্ছে না—আর পুত্র যদি হয়, আর তৎপূর্বেই মৃত্যু-কংস কোন প্রকারে মরে যায়, তা হলেও কিঞ্চিৎ অন্যায্য হবে না। 'পুত্র যদি হয় আর যদি না মরে ততদিন' এরূপ হলেও বিপর্যয় অর্থাৎ আমার পুত্রের দ্বারা কংসের বধ কি হতে পারে না ? এই সংযোজনটি কিন্তু বসুদেবের মনের ইচ্ছার সহজ অভিব্যক্তি। **প্রদায়**—দিয়ে। কবে দিয়ে ? এরই উত্তরে, সুতা ইতি অর্থাৎ আমার যদি পুত্র জন্মে আর ততদিন কংস যদি না মরে, সেই সময়ে দিয়ে॥ জী০ ৪৯-৫০॥

৪৯-৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তত্রৈবং করিষ্যামীতি স্বগতমাহ, মৃত্যবে কংসায়। নন্বিদমপ্যনুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ, সুতা ইতি। যদি ন জায়েরংস্তা ন কাপি চিন্তা, যদি জায়েরন্নথ চ মৃত্যুঃ কংসস্তাবতা কালেনাপি ন ম্রিয়েত তদা অনুচিতং স্যাদেব, দেবকী তু সম্প্রতি জীবেৎ যদি চ তাবতা কালেন কংসো ম্রিয়তে

৫১। অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়োরদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি।
এবং হি জন্তোরপি দুর্ব্বিভাব্যঃ শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ॥

৫১। অন্বয়ঃ অগ্নেঃ (প্রজ্বলিতস্যাগ্নেঃ) যথা দারুবিয়োগযোগয়োঃ (সমীপস্থদাহ) কাষ্ঠাদি ত্যাগ দূরস্থকাষ্ঠাদ্যাক্রমণরূপয়োঃ বিষয়য়োঃ) অদৃষ্টতঃ (দৈবাৎ) অন্যৎ নিমিত্তং(দৃষ্টকারণং) ন অস্তি এবং হি জন্তোরপি শরীর সংযোগ বিয়োগ হেতু দুর্বিভাব্য (দুর্জ্ঞেয়ম্)।

৫১। মূলানুবাদঃ অদৃষ্ট ভিন্ন যেরূপ বনের তরুলতার দাবাগ্নির সহিত সংযোগ বিয়োগের অন্য কোন কারণ নেই তেমনই জীবেরও শরীরের সহিত সংযোগ বিয়োগের অদৃষ্ট ব্যতীত অন্য কোনও কারণ বুঝা যায় না।

তদা ন কাচিদপি চিন্তা। বিপর্য্যয়োবেতি ময়া তদানীমস্মৈ পুত্রে সমর্প্যমাণে সতি স পুত্র এব সদ্যঃ প্রবলীভূয় কংসমিমং বধিষ্যতি বেত্যর্থঃ। নন্থ, প্রৌঢ়স্য কংসস্য তব বালকাৎ কথং বধঃ সম্ভবেত্তত্রাহ, গতিরিতি। অস্যাত্মা-মষ্টমোগর্ভ ইত্যুক্তবতো ধাতুঃ। এবঞ্চ সতি উপস্থিতঃ কংসস্য হস্তাদ্দেবকীমৃত্যু নিবর্ত্তেত। তথা মৎকর্ত্তৃক পুত্রার্পণপ্রতিজ্ঞয়া নিবৃত্তোঽপি কংসস্য মৃত্যুঃ পুনরাপতেৎ প্রাপ্তো ভবেৎ॥ বি০ ৪৯-৫০॥

৪৯-৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতএব এরূপই করবো, এই বিচার করে স্বগত বললেন—**প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্**—মৃত্যুস্বরূপ কংসকে পুত্র দিব। পুনরায় অন্য চিন্তা, এও অনুচিত। এইরূপ আশঙ্কায় বললেন, আমার পুত্র যদি না জন্মে তবে তো কোনও চিন্তারই কারণ নেই, আর যদি জন্মে, আর মৃত্যুস্বরূপ কংস যদি সে পর্যন্ত না মরে, তখন অবশ্য অনুচিত হয়েই দাঁড়াবে কাজটি। তবে দেবকী তো এখন বাঁচবে। যদি সেই কাল পর্যন্ত কংস মরে যায়, তবে তো সব ঝামেলাই মিটে গেল। **বিপর্য্যয়োবেতি**—অথবা কংস বেঁচে থাকলে আমি তার হাতে পুত্র সঁপে দিলে সেই পুত্রই তো তৎক্ষণাৎ প্রবল হয়ে উঠে এই কংসকে মেরে ফেলবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে? প্রৌঢ় কংসের বধ তোমার শিশু পুত্র থেকে কি করে হতে পারে? এর উত্তরে, **গতিরিতি**—এর অষ্টমগর্ভ কংসকে হত্যা করবে, বিধাতা এরূপ বলেছেন যে। কাজেই এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত কংসের হাত থেকে দেবকীর মৃত্যু নিবর্তিত করাই ঠিক॥ বি০ ৪৯-৫০॥

৫১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ হি এব, এবমেব জন্তোঃ প্রাণিমাত্রস্যাপি, হেত্বরদৃষ্টং দুর্ব্বিভাব্যঃ। কেনাদৃষ্টেন কস্য কদা কিং স্যাত্তর্ত্তর্কায়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। ইতি কর্ম্মশক্তেরপি দুর্বিতর্ক্যতয়া মদ্বালকাদপ্যস্য মৃত্যুঃ সম্ভবেদেবেতি ভাবঃ॥ জী০ ৫১॥

৫১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ হি—এব। **জন্তোঃ**—প্রাণীমাত্রেরই। **যোগ-বিয়োগ হেতু**—জন্মমৃত্যুর 'হেতু' অদৃষ্ট অবিচিন্ত্য। কোন্ অদৃষ্টে কার কখন কি হয় তা বিচার করে স্থির করা যায় না। এইরূপে কর্মশক্তিরও দুর্বিতর্কতা হেতু আমার শিশু পুত্রের দ্বারাও এর মৃত্যু নিশ্চয় সম্ভব হতে পারে॥ জী০ ৫১॥

৫২। এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্।
পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্॥
৫৩। প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্।
মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ॥

৫২। অন্বয়ঃ শৌরিঃ (বসুদেবঃ) যাবদাত্মনিদর্শনং (স্বপ্রজ্ঞাবধি) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) বিমৃশ্য (বিচার্য্য) তং পাপং (পাপমতিং কংসং) বহুমানপুরঃসরং (বহুলাদরপূর্ব্বকং) পূজয়ামাস।

৫২। মূলানুবাদঃ এইরূপে শূরনন্দন বসুদেব মহাশয় নিজের বুদ্ধির যতদূর তত্ত্বনিরূপণ শক্তি, ততদূর বিচার করবার পর সেই পাপ কংসকে বহু আদরপূর্বক স্তুতি করতে লাগলেন।

৫৩॥ অন্বয়ঃ প্রসন্নবদনাম্ভোজো (প্রফুল্লমুখকমলঃ) দূয়মানেন মনসা (দুঃখিতমনা বসুদেবঃ) নৃশংসং (ক্রূরং) নিরপত্রপং নির্লজ্জং কংসং) বিহসন্ (মন্দহাসং কুর্ব্বন্) ইদং অব্রবীৎ।

৫৩। মূলানুবাদঃ হৃদয়-সন্তাপে পীড়িত হতে থাকলেও কংসের বিশ্বাসের জন্য মুখকমলে প্রফুল্ল স্নিগ্ধ ভাব টেনে এনে বসুদেব নির্লজ্য নৃশংস কংসকে হাসতে হাসতে এরূপ বলতে লাগলেন।

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ মচ্চিন্তিতমেতন্নাসম্ভবম্। যতঃ প্রাণিনামদৃষ্টং দুর্বিতর্ক্যমিতি সদৃষ্টান্তমাহ। অগ্নের্বনে বৃক্ষান্ প্রদহতো দারুণো যৌ বিয়োগযোগৌ কদাচিৎ সন্নিহিতস্যাপি বিয়োগঃ কদাচিদ্বিপ্রকৃষ্টস্যাপি যোগঃ তয়োরদৃষ্টতোঽন্যন্নেতি বৃক্ষাণাং দুঃখাদৃষ্টমেব কারণমিত্যর্থঃ। এবমেব শরীরাণাং সংযোগ বিয়োগয়োর্জন্মমরণয়োর্হেতু র্দুর্বিভাব্যোঽবিচিন্তঃ॥ বি০ ৫১॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ আমি চিন্তা করে যা ঠিক করলাম, তা অসম্ভব নয়। যেহেতু প্রাণীমাত্রেরই অদৃষ্ট দুর্বিতর্ক। এ সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে—**অগ্নের্যথা**—অগ্নিতে বনের বৃক্ষসমূহ প্রজ্জ্বলিত হতে থাকলে অগ্নির দ্বারা বনের বৃক্ষাদির যে ত্যাগ ও গ্রহণ তাতে দেখা যায়, কখনও কাছেরটিও ত্যাগ হচ্ছে, আবার দূরেরটিরও গ্রহণ হচ্ছে - এতে অদৃষ্টই কারণ অন্য কোন কারণ নেই। বৃক্ষদের দুঃখের কারণ যেমন অদৃষ্টই সেইরূপ জীবের সহিত শরীর সমূহের সংযোগ বিয়োগের অর্থাৎ জীবেব জন্ম মৃত্যুর-যে হেতু অর্থাৎ অদৃষ্ট তা, বিচার করে স্থির করা যায় না॥ বি০ ৫১॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ যাবদিত্যহো তাবত্যপি সম্ভ্রমে, এতাবতী প্রতিভেতি ভাবঃ; পাপমপি বহুলাদরপূর্ব্বকং পূজয়ামাস, স্তুত্যাদিনা সম্মানিতবান্॥ জী০ ৫২॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যাবদ্ ইতি—যতটা বুদ্ধিতে পার পেলেন ততটা **বিমৃশ্য**—বিচার করবার পর। অহো ততটাই সম্ভ্রমের সহিত পূজা করলেন—এতটাই বসুদেব মহাশয়ের প্রতিভা, এইরূপ ভাব। **পাপং**—পাপস্বরূপ হলেও বহুল আদরপূর্বক পূজা কবলেন—স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা সম্মানিত করলেন॥ জী০ ৫২॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

৫৪। ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বৈ সাহাশরীরবাক্।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্॥

৫৪। অন্বয় ঃ শ্রীবসুদেব উবাচ সৌম্য (হে সুশীল) সা (ইতঃ পূর্ব্বমেবশ্রুতা, অশরীরবাক্ (আকাশবাণী) যৎ বৈ আহ (অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা ইতি যৎ কথয়ামাস) অস্যাঃ (দেবক্যাঃ) তে ভয়ং ন হি যতঃ (যেভ্যঃ দেবকীপুত্রেভ্যঃ) তে ভয়ম্ উত্থিতং (জাতা) অস্যাঃ (দেবক্যাঃ) পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যে (তুভ্যং দাস্যামি)।

৫৪। মূলানুবাদ ঃ শ্রীবসুদেব বললেন—হে সৌম্য! আকাশবাণী যা বললেন, তাতে দেবকী থেকে আপনার ভয় নেই, ভয় হচ্ছে এর অষ্টমপুত্র থেকে। অনন্যাপেক্ষায় যে কোন পুত্রই তো অষ্টম হতে পারে, কাজেই সব পুত্রগুলিই আপনার হাতে তুলে দিব, যাদের থেকে আপনার ভয়ের উদয় হয়েছে।

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ যাবৎ যৎ প্রমাণকং আত্মনা বুদ্ধ্যা নিদর্শনং জ্ঞানং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা বিমৃষ্য তং পাপং কংসং পূজয়ামাস বহিস্তুষ্টাব॥ বি॰ ৫২॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ যাবদাত্ম নিদর্শনম্—নিজের বুদ্ধিদ্বারা যতদূর তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়, ততটা বিচার করে সেই পাপ কংসকে বাহ্যিক স্তুতি করলেন॥ বি॰ ৫২॥

৫৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ ততশ্চ ক্রূরং নির্দ্দয়মপি তং পুনরব্রবীৎ; ইদমব্রবীদিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। প্রত্যগ্রবদনাম্ভোজঃ সদ্যোবিকসিতপদ্মবৎ প্রসাদিতমুখঃ সন্ প্রহসন্, প্রসার্য্য বদনাম্ভোজমিতি পাঠঃ স্পষ্টঃ। এবং বিশ্বাসায় তং প্রত্যাত্মনোঽন্তঃপ্রসাদো বোধিতঃ; বস্তুতস্তু দূয়মানেন মনসা বিশিষ্টঃ॥

৫৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর **নৃশংসং**—'ক্রূর' নির্দয় হলেও তাকেই পুনরায় বললেন। 'ইদমব্রবীৎ' পাঠও আছে কোথাও কোথাও। **প্রসন্নবদনাম্ভোজ**—পাঠান্তর অনেক আছে। এই পাঠের অর্থ–মুখকমলে প্রসন্নতার ভাব এনে। **প্রত্যগ্রবদনাম্ভোজ** পাঠে—সদ্য বিকসিত পদ্মের মতো প্রসাদিত মুখ হয়ে হাসতে হাসতে বললেন। কংসের বিশ্বাসের জন্য মুখের এমন ভাব করলেন যেন তার প্রতি অন্তরে কত প্রসন্নতা; আসলে তো উত্তপ্তমনা॥ জী॰ ৫৩॥

৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** স্বান্তঃ প্রসাদ জ্ঞাপনার্থং প্রত্যগ্রং স্নিগ্ধীকৃতং বদনাম্ভোজং যেন সঃ দূয়মানেন সন্তাপপীড্যমানেন মনসা যুক্তঃ॥ বি॰ ৫৩॥

৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ** নিজ অন্তঃকরণের প্রসন্নতা জানাবার জন্য তিনি মুখ কমলে প্রফুল্ল স্নিগ্ধ ভাব টেনে আনলেন, কিন্তু আসলে সন্তাপে ক্লীশ্যমান মনযুক্ত ছিলেন॥ বি॰ ৫৩॥

৫৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** হে সৌম্য হে শান্তপ্রকৃতে, অন্তঃপ্রসাদবোধনার্থমেব পূর্ব্ববদত্র শ্লেষার্থোঽপি ন স্পষ্টঃ। যদ্বা, অত্রাপি ভয়জন্মনা সৌম্যত্বেন চ বীরস্বভাবাভ্যয় এব দর্শিতঃ পুত্রানিতি—ছলেনাকারপ্রশ্লেষাৎ যেভ্যস্তবাভয়মুত্থিতং, যেভ্যো ভয়ং নাস্তীতি বিচারসিদ্ধং, তানেব সমর্পয়িষ্যে, ন তু

শ্রীশুক উবাচ।

৫৫। স্বসুর্বধান্নিবৃতে কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্‌গৃহম্॥

৫৫। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—তদ্বাক্যসারবিৎ (বসুদেবচনস্য যৌক্তিকত্বং জ্ঞাত্বা) কংস স্বসুর্বধাৎ (ভগিনী বধাৎ) নিবৃতে (নিবৃত্তো বভূব) বসুদেবঃ অপি প্রীতঃ তং (কংসং) প্রশস্য (স্তুবন্) গৃহং প্রাবিশৎ।

৫৫। **মূলানুবাদঃ** বসুদেবের কথার সত্যতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কংস ভগিনী বধ থেকে নিবৃত্ত হলে বসুদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রশংসা করে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন।

যস্মাদ্ভয়মুত্থিতমিতি। যদ্বা, যতো যানতিক্রম্য কস্মাচ্চিত্তব ভয়মুত্থিতং ভবিষ্যতি, তানেব সমর্পয়িষ্যামি, ন তু ভয়দানে প্রবৃত্তং তমিত্যর্থঃ। 'ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্ধি সাহাশরীরবাক্। পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মাগতম্॥' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ। উত্থিতমিত্যত্রাগতমিতি ক্বচিৎ॥ জী০ ৫৪॥

৫৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** শ্রীবসুদেব বললেন—**হে সৌম্য**—হে শান্ত প্রকৃতি কংস!—এই সম্বোধন অন্তরের প্রসন্নতা যেন আছে, এরূপ বুঝাবার জন্য। পূর্বের মতো এখানে বিদ্রূপাত্মক অর্থ স্পষ্ট নয়। অথবা, এ বিষয়েও কংসের ভয়ের জন্ম হেতু সৌম্যভাব, এরূপ কথায় বীর স্বভাবের নাশই দেখান হল। **পুত্রান্ যতস্তে ভয়মুত্থিতম্**—ছল করে অকার সংযোগ করে, যথা 'যতস্তেঽভয়মুত্থিতম' অর্থাৎ যাদের থেকে তোমার ভয় নেই তাদেরই তোমার হাতে দিব, যার থেকে ভয় আছে তাঁকে দিব না, এইরূপ আমার বিচার। অথবা **যতো**—যাদিকে মেরে কোনও একজন থেকে তোমার ভয় উত্থিত হবে, তাদিকে সমর্পণ করব—কিন্তু যে ভয়দানে প্রবৃত্ত তাকে নয়। 'নহ্যস্যস্তে' ইত্যাদি পাঠান্তর আছে॥ জী০৫৪॥

৫৪। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা**ঃ অস্যাঃ সকাশাত্তে ভয়ং নাস্তি কিন্ত্বস্যা অষ্টমাৎ পুত্রাৎ যদ্‌যথা। অহন্তু পুত্রানষ্টাবেব সমর্পয়িষ্যে যতঃ পুত্রাত্তে ভয়মুত্থিতং স বা বধ্যতামষ্টাবেব বা বধ্যন্তামিতি ভাবঃ॥ বি০ ৫৪॥

৫৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সেই আকাশবাণী **যৎ** যেরূপ বললো, তাতে এই দেবকী থেকে আপনার ভয় নেই, ভয় হচ্ছে এঁর অষ্টম পুত্র থেকে। আমি কিন্তু আটটি পুত্রই আপনার হাতে তুলে দিব **যতঃ**—যে পুত্র থেকে আপনার ভয়, সেই অষ্টমটিই বধ করুন; কিম্বা সব কটিকেই বধ করুন সে আপনার ইচ্ছা।[অনন্যাপেক্ষায়—প্রথমগর্ভ থেকে গণনায় অষ্টমগর্ভ অষ্টম হলেও দ্বিতীয় গর্ভ থেকে গণনায় প্রথম গর্ভও অষ্টম বলে নির্ণীত হতে পরে।]॥ বি০ ৫৪॥

৫৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** সুহৃদস্তদ্বিশেষস্য ভগিন্যা বধাৎ। সুহৃচ্ছব্দপ্রয়োগশ্চ ময়স্যাঃ সৌহৃদমপ্যস্তীতি বধনিবৃত্তিহেতুং তদ্ভাবনাবিশেষমপি সূচয়তি। [কিঞ্চ, তদ্বধান্নিবৃত্তিহেতুং তদ্ভাবনাবিশেষমপি সূচয়তি।]কিঞ্চ, তদ্বধান্নিবৃত্ত্যা সুহৃদামন্যেষামপি বধান্নিবৃত্ত ইতি সূচয়তি,দেবকাদিভিঃ সহ যুদ্ধাপত্ত্যা তেষাং বধসম্ভবাৎ। স্বসুরিতি ক্বচিৎ পাঠস্তদ্বাক্যেতি তৈর্ব্যাখ্যাতং তত্রোপপত্তিযুক্ততেত্যর্থঃ। সারশব্দো হি বলবাচী, বলঞ্চ বচনস্য যুক্ততেত্যর্থঃ। যদ্বা, সারং সারত্বম্ অব্যভিচারিত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীদেবক্যা বধান্নিবৃত্ত ইতীয়-

৫৬। অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্ব্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্॥

৫৬। **অন্বয়ঃ** অথ কাল উপাবৃত্তে গতে সতি) সর্ব্বদেবতা (ভগবদাশ্রয়ত্বাৎ সর্ব্বদেবতাময়ী) দেবকী-অনুবৎসরং [একৈকশঃ] অষ্টৌ পুত্রান্ কন্যাং চ এব (একাং কন্যাং চ) প্রসুষুবে (প্রসূতবতী)

৫৬। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর কিছুদিন পর প্রসূতিকাল উপস্থিত হলে শ্রীভগবানের মা বলে দেবতা সকলেরও পূজ্যা দেবকী প্রতিবৎসর এক একটি করে আটটি পুত্র এবং যথাকালে সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করলেন।

ন্মাত্রেণ অপি প্রীত ইতি শ্রীবসুদেবস্য মহামহত্ত্বব্যঞ্জকং প্রশস্য পরমো বুদ্ধিমান্ সারগ্রাহী কৃপাশীলোঽসীত্যেবং স্তুত্বা, প্রকর্ষেণ গীতবাদ্যাদিনাবিশৎ, ইদমপি তদ্ববিশ্বাস-জননার্থমেব॥ জী০ ৫৫॥

৫৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** [সুহৃৎ ও স্বসু দুরকম পাঠ আছে] **সুহৃদ্**—সুহৃদের মধ্যে বিশেষ হল ভগিনী, তার বধ থেকে (কংস নিবৃত্ত হলো)। এখানে 'সুহৃদ্' শব্দ প্রয়োগ প্রকাশ করছে, 'দেবকীও আমাকে প্রীতি করে' কংসের মনে এই ভাবনা বিশেষ, যা বধ নিবৃত্তির হেতু। আরও, দেবকীর বধ নিবৃত্তি হওয়াতে অন্যান্য সুহৃদ্গণেরও বধ নিবৃত্ত হল, কারণ দেবকী প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ হলে তাদের বধ হতে পারত। [স্বামিপাদ, পাঠান্তর **স্বসু**—ভগিনী। বসুদেবের বাক্যের **সারবিৎ**—উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কংসের জ্ঞান আছে।] 'সার' শব্দ বলবাচী; কথার বলই হচ্ছে যুক্তি। অথবা, 'সারম্' অর্থাৎ শ্রীবসুদেবের কথার সারতা—অব্যভিচারিতা অর্থাৎ অবশ্য কার্যকারিতা

তং প্রীতঃ—শ্রীদেবকীর বধথেকে নিবৃত্ত, এই টুকু মাত্রেই প্রীত—ইহা শ্রীবসুদেবের মহামহিমা ব্যঞ্জক। **প্রশস্য**—পরম বুদ্ধিমান্ সারগ্রাহী কৃপাশীল, এইভাবে কংসকে স্তুতি করে। **প্রাবিশদ্ গৃহম্**—'প্র' প্রকর্ষের সহিত – গীতবাদ্যাদির সহিত গৃহ প্রবেশ করলেন – এও কংসের বিশ্বাস জন্মানোর জন্য॥

৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বাক্যস্য সারঃ সত্যত্ব বসুদেবো মিথ্যা ন ব্রূতে ইতি সর্ব্বথা জানাতী-ত্যর্থঃ। তদেবং ধর্ম্মশীলত্বং ভুবি প্রকটীভূতমিতি প্রশস্য॥ বি০ ৫৫॥

৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বাক্যসারঃ**- কথার সত্যতা। বসুদেব মিথ্যা বলেন না—কংস এ সর্বথা জানতো। **প্রশস্য**—আপনার এই ধর্মশীলতা জগতে বিঘোষিত হল, এইরূপে প্রশংসা করে॥ বি০ ৫৫॥

৫৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অথেতি মাঙ্গল্যে, কালে উপাবৃত্তে কতিপয়কালে গতে সতীত্যর্থঃ; 'যুবৈব বসুদেবোঽভূদ্বিহায়াভ্যাগতাং জরাম্' ইত্যাদি-শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ। 'বৃদ্ধৌ তবাস্য পিতরৌ' ইত্যাদিশ্রীহরিবংশেঽপ্যক্রূরোক্তেরনুসারেণ প্রায়ো বার্দ্ধক্যান্তিকে শ্রীভগবদাবির্ভাবাৎ; সর্ব্বেষাং দেবতাদীনা-মপি দেবতেতি মহাভগবচ্ছক্তিত্বাৎ। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা' ইত্যাদি বহুতরং

৫৭। কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ॥

৫৭। **অন্বয়ঃ** অনৃতাৎ (মিথ্যাবচনাৎ) অতিবিহ্বলঃ সঃ আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) কীর্ত্তিমন্তং (কীর্ত্তিমন্নামানং) প্রথমজং (দেবক্যাঃ প্রথমং পুত্রং) কৃচ্ছ্রেণ (অতি দুঃখেন) কংসায় অর্পয়ামাস (সমর্পিতবান্)।

৫৭। **মূলানুবাদঃ** কৃতপ্রতিজ্ঞ বসুদেব শপথভঙ্গরূপ মিথ্যা থেকে অতি ভীত হয়ে কীর্তিমন্ত নামক প্রথমপুত্র অতি কষ্টে কংসের হাতে তুলে দিলেন।

সর্ব্বদেবকৃত-স্তোত্রম্। অয়ং ভাবঃ—বসুদেব-শব্দেন তাবদ্ভগবৎপ্রকাশহেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বমুচ্যতে। যথোক্তং চতুর্থে শ্রীশিবেন (শ্রীভা০ ৪।৩ ২৩)—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্' ইতি তদ্রূপ এবায়ং শ্রীমানানকদুন্দুভিঃ। যথোক্তং নবমে (শ্রীভা০ ৯।২৪।৩০)—'বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্' ইতি। অতঃ শ্রীদেবক্যপি তৎসম্পত্তিরূপৈবেতি কন্যাং সুভদ্রাম্ অনুবৎসরমেব প্রত্যব্দমেকৈকশ ইত্যর্থঃ, তচ্চ সত্বরশ্রীভগবদবতারার্থম্॥

৫৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অথ—মঙ্গলবাচক। **কাল উপাবৃত্তে**—কতিপয় কাল গত হলে "বসুদেব যুবা হয়ে উঠলেন অভ্যাগত জরা ত্যাগ করে।"—বিষ্ণুপুরাণোক্তিতে ও "তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা।"—শ্রীহরিবংশে অক্রুর কৃষ্ণকে এইরূপ বলাতে বুঝা যাচ্ছে—বার্ধক্যের কাছাকাছি যাওয়ার পরই তাঁদের ঘরে শ্রীভগবৎ-আবির্ভাব। **দেবকী সর্বদেবতা**—দেবকী দেবতাদেরও দেবতা—কারণ তিনি মহাভগবৎ-শক্তি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ আছে, যথা—"আপনি পরা প্রকৃতি সূক্ষ্মা" ইত্যাদি বহুতর সকল দেবতাদের কৃত স্তোত্র শাস্ত্রে বর্তমান্।'বসুদেব'শব্দদ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ হচ্ছে, যথা তাবৎ ভগবৎ-প্রকাশ হেতু তাঁকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা হয়। ভা০ চতুর্থ স্কন্ধে (৪।৩।২৩) শিবের উক্তি—"চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত সত্ত্বই হল বসুদেব শ্রীভগবানের জনক।" এইরূপ ভাবেই আনকদুন্দুভি নামের প্রকাশ—যথা, (ভা০ ৯।২৪।৩০) "শ্রীভগবানের আবির্ভাব যোগ্যস্থান বিশুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ শ্রীবসুদেবকে আনকদুন্দিুভি বলা হয়।" অতএব দেবকীও সেই লক্ষ্মীরূপা। **কন্যাং**—সুভদ্রা নামক কন্যা। **অনুবৎসরম্**—প্রতিবৎসর একজন করে—যাতে তাড়াতাড়ি শ্রীভগবৎ-আবির্ভাব হয়, সেই জন্য॥ জী০ ৫৬॥

৫৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সর্ব্বেষাং দেবাদীনামপি দেবতা ভগবন্মাতৃত্বাৎ পূজ্যা। কন্যাং সুভদ্রাম্ অনুবৎসরমষ্টসু বৎসরেষ্বিত্যর্থঃ বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। কন্যাঞ্চ কালে প্রতিবর্ষমিতি বীপ্সাতু ন ব্যাখ্যেয়া একৈকস্মিন্ বর্ষ এবাষ্টপুত্রোৎপত্তিপ্রসক্তেঃ। অত্র কারণমগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে॥ বি০ ৫৬॥

৫৬ শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ সর্বদেবতা—সকলদেবতাগণেরও দেবতা - শ্রীভগবন্মাতৃত্ব হেতু পূজ্যা। **কন্যাং**—সুভদ্রা নামক কন্যা। **কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্**—কন্যা প্রসব হলো সময় প্রাপ্ত হলে—প্রতিবৎসর কন্যা হল, এমন ব্যাখ্যা করা যাবে না, এক এক বর্ষে এক একটি করে অষ্ট পুত্র উৎপত্তি প্রসঙ্গ হেতু। এর কারণ অগ্রে ব্যাখ্যা করা যাবে॥ বি০ ৫৬॥

৫৮। **কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।**
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥

৫৮। অন্বয় ঃ সাধূনাং কিং নু দুঃসহং (সোঢ়ুমশক্যং ?) বিদুষাং (জ্ঞানবতাং) কিং অপেক্ষিতং (অপেক্ষাবিষয়ং ?) কদর্য্যাণাং কিম্ অকার্য্যম্ ? ধৃতাত্মনাং কিং দুস্ত্যজং ?

৫৮। মূলানুবাদ ঃ সাধুগণের দুঃসহ কি আছে, ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের অপেক্ষণীয় কি আছে, কদর্য চিত্ত ব্যক্তিগণের অকরণীয় কি আছে এবং শ্রীহরিকে যাঁরা হৃদয়ে ধারণ করেছে তাঁদের ত্যাগের অযোগ্যই বা কি আছে ?

৫৭। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কীর্ত্তিমন্তমিতি মরীচিত উৎপন্নত্বেন প্রাক্তনতৃতীয়জন্মনি তেষামেতদাদীনি নামানি স্মরাদীনি চেতি ষড়্গর্ভানয়নে স্বামিভির্বাখ্যাস্যতে। যদ্বা, যদা তে সুতলত আনীতাস্তদা শ্রীকৃষ্ণেনৈব কীর্ত্তিমদাদি-নামানি কৃত্বা বৈকুণ্ঠং প্রস্থাপিতা ইতি জ্ঞেয়ম্; নবমে চাত্র চ শ্রীবসুদেব-পুত্রত্বাবস্থায়ামেব তথানুবাদাৎ। সঃ কৃতপ্রতিজ্ঞঃ, অতিবিহ্বলঃ পরমভীতঃ॥ জী০ ৫৭॥

৫৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কীর্তিমন্তং—দেবকীর ছয়পুত্রের প্রথমটির নাম কীর্তিমান্। জন্মের পরই এ নাম রাখা হয়। পূর্বজন্মে এরা মরীচির পুত্র ছিল। তখন নাম ছিল স্মর, উদ্গীথ ইত্যাদি। ব্রহ্মাকে উপহাস করার দরুণ তাঁর শাপে হিরণ্যাক্ষ-পুত্র কালনেমির ক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপু থেকে উৎপন্ন হয়। এই জন্মে পুনরায় হিরণ্যকশিপুর শাপে শ্রীভগবৎকৃপায় দেবকীর গর্ভে এসে জন্ম নেয় এবং পিতা কংসরূপী কালনেমির হাতে নিহত হয়। অথবা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যখন তারা দেবকীর প্রার্থনা অনুসারে সুতল থেকে আনীত হয়েছিল, তখনই 'কীর্তিমান্' ইত্যাদি নাম-করণান্তে বৈকুণ্ঠে প্রেরিত হয়েছিল—কারণ নবম স্কন্ধে এবং এখানে দেখা যায়, শ্রীবসুদেবের পুত্ররূপে আসার পরই পুনরায় এইরূপ নামকরণ। **সঃ**—কৃতপ্রতিজ্ঞ। **অতিবিহ্বল**—অতিভীত॥ জী০ ৫৭॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কীর্ত্তিমন্তমিতি জন্মদিন এব কৃতনামকরণমিত্যর্থঃ॥ বি০ ৫৭॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কীর্তিমন্তম্- জন্মদিনেই নামকরণ প্রথা প্রচলিত, তাই কীর্তিমন্ত নাম দেওয়া হল সেই দিনই॥ বি০ ৫০॥

৫৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নু বিতর্কে, কিং দুঃসহম্? অপি তু সর্ব্বমেবানায়াসেন সহ্যমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। অন্যত্রৈঃ। তত্র সত্যসন্ধানামিতি—প্রস্তুতোপযোগিত্বাত্তদীয়-ধর্ম্মবিশেষ এব নির্দ্দিশ্যতে, ন তু তন্মাত্রত্বেন সাধুত্বমিতি। লালনেচ্ছা তু সুতরামেব নাস্তীত্যভিপ্রায়েণাবতারয়তি—পুত্র-লালনেতি। বিদুষাং কিমপেক্ষিতমিত্যনেন দুস্ত্যজমিত্যাদেঃ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাবতারয়তি—নন্বু দেবকীতি। যদ্বা, সাধূনাং সর্ব্বসহত্বদার্ঢ্যার্থং বিদুষামিত্যাদিকং দৃষ্টান্ততয়া জ্ঞেয়ম্। অত্রাপেক্ষা-দুস্ত্যজত্বয়োরপ্রাপ্তপ্রাপ্ত-বিষয়ত্বেন ভেদঃ কল্প্যঃ॥ জী০ ৫৮॥

৫৮। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নু**—বিতর্কে। **কিং দুঃসহং**—দুঃসহ কি আছে ? এর ধ্বনি হল—সব কিছুই অনায়াসে সহ্য করতে পারেন। 'কিমপেক্ষিতম্' এইরূপ কথা পরেও যা আছে, তার ধ্বনিও এই একরূপই। স্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা যা করেছেন—তারই উপর বিশ্লেষণ হচ্ছে, যথা **সাধুনাং**—'সত্যসন্ধানাম্' সত্যসন্ধানী সাধুগণ সব সহ্য করতে পারেন—প্রস্তুত বিষয়ে উপযোগী বলে সাধুর লক্ষণে এখানে সাধুর ধর্মবিশেষ 'সত্য সন্ধানী'র উল্লেখ হল। ইহাই মাত্র সাধুর লক্ষণ এরূপ নয়। প্রস্তুত বিষয়-পুত্র ত্যাগের উপযোগী নয়, সুতরাং লালনেচ্ছার অস্তিত্বের অভাব বুঝানোই স্বামিপাদের অভিপ্রায়; তাই 'পুত্রলালনা' বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁর ব্যাখ্যায়। পুত্রলালন সুখের অপেক্ষা কি করে ত্যক্ত হল, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**বিদুষাং**—ভগবানই তত্ত্ব, অন্য কিছু নয়, এইরূপ জ্ঞানবান্ তিনি। বসুদেবের মতো বিদ্বৎজনের কি অপেক্ষা আছে, এই কথার পর পুনবায় ভগবানে সমর্পিত-আত্মা জনের দুস্ত্যাজ্য কি আছে, এই কথাটা পুনরুক্তি হয়ে যায়—এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য স্বামিপাদ দেবকীকে নিয়ে এলেন তাঁর ব্যাখ্যায়,যথা, পূর্বে বসুদেবকে লক্ষ্য করে সাধারণ ভাবে বিদ্বৎজনের কি অপেক্ষা ইত্যাদি কথা বলা হচ্ছিল—এখন বিশেষভাবে দেবকীর দিকে লক্ষ্য রেখে 'ধৃতাত্মা' ইত্যাদি কথা বলা হচ্ছে, কাজেই পুনরুক্তির প্রশ্ন আসছে না। আচ্ছা, দেবকী কেন পুত্র ত্যাগ করলেন। এরই উত্তরে—**দুস্তজ্যম্**—অর্থাৎ যাঁদের দ্বারা হরি চিত্তে ধৃত হয়ে আছে, তাঁদের দুস্ত্যাজ্য কি হতে পারে ? অথবা, **কিংদু সহং**—সাধুদের যে সব কিছু সহ্য করবার শক্তি আছে, এই কথাটাকে দৃঢ় করবার জন্য পরের 'বিদুষাম্' ইত্যাদি কথাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্থাপন করা হয়েছে এখানে। 'অপেক্ষা' ও 'দুস্ত্যজত্ব' এই বিষয় দুটির প্রথমটি অপ্রাপ্ত বিষয় পুত্র লালন সম্বন্ধে, আর পরেরটি প্রাপ্ত বিষয় পুত্র সম্বন্ধে এইরূপে এদের ভেদ ॥ জী॰ ৫৮ ॥

৫৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বনৃতাদ্বিভেতুতমাং নাম স্বসাক্ষাদেব পুত্রবধঃ কথং সোঢ়ব্য ? তত্রাহ কিং দুঃসহমিতি। নন্বষ্টমমেকং পুত্রং স্বভার্য্যাপ্রাণরক্ষার্থং সমর্পয়তুতমাং নাম পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেইস্যা ইতি নিখিল পুত্রার্পণপ্রতিজ্ঞাং তদা কংসস্যাজ্ঞাং বিনৈব কথমকরোৎ ? গৃহস্থস্য তস্য পুত্রমাত্রোপেক্ষা ন যুজ্যতে তত্রাহ—বিদুষামিতি বসুদেবঃ খলু কর্ম্মিলোক ইব নাবিদ্বানতো ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্য মহোদধেস্তস্য কিং পুত্রৈ-রিতি ভাবঃ। নন্বেতাদৃশস্য স্বয়মেব বধার্থমানীত পুত্রস্য তস্য কংসঃ কথং পুত্রং হন্তুমর্হতু ? কিমত্রাপ্যার্দ্রচিত্তো ন ভবেৎ তত্রাহ, কিমকার্য্যমিতি। নন্বু তর্হিসর্ব্বদোষপরিহারায় বসুদেবো গার্হস্থ্যমেব কিং ন তত্যাজ তত্রাহ, দুস্ত্যজমিতি। তেন তদগার্হস্থ্যমপি ত্যক্তুং শক্যমেব। কেবলং মৎপুত্রত্বং প্রাপ্স্যতো হরের্মুখং কদা দ্রক্ষ্যামীতি মনোরথেনৈব গৃহে স্থীয়তে। অতএব ধৃত আত্মা হরিঃ পুত্ররূপী যৈ স্তেষাং তেনৈব হেতুনা পুত্রান্তরেষ্বপি ন স্নিহ্যতে স্ম অষ্টমপুত্রস্য সময়ঃ শীঘ্রং ভবত্বিত্যুৎকণ্ঠয়ৈব প্রতিবর্ষমেকৈকো গর্ভ আধীয়তে স্ম বালবধে স্বস্যানু-মন্তৃত্বলক্ষণপাপস্বীকারশ্চেত্যাদি তত্ত্বমবধেয়ম্ ॥ বি॰ ৫৮ ॥

৫৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এখানে একটি প্রশ্ন—সামান্য মিথ্যা থেকে যিনি অতি ভীত হয়ে পরছেন, তাঁর পক্ষে নিজের সাক্ষাতেই পুত্রবধ সহ্য করা কি করে সম্ভব হতে পারে। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**দুঃসহমিতি**—সাধুদের দুঃসহ কি আছে ? আরও প্রশ্ন, নিজ ভার্যার প্রাণরক্ষার্থে অষ্টম গর্ভের

৫৯। **দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্।**
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥

৫৯। **অন্বয়ঃ** রাজন্ (হে পরীক্ষিৎ) শৌরেঃ (বসুদেবস্য) তৎ সমত্বং সত্যে ব্যবস্থিতিং (নিষ্ঠাং চ) দৃষ্ট্বা কংসঃ তুষ্টমনাঃ প্রহসন্ ইদম্ অব্রবীৎ।

৫৯। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! বসুদেবের সর্বত্র সমভাব ও সত্যে নিষ্ঠা দর্শন করে কংস তখন সন্তুষ্ট মনে হাসতে হাসতে এইরূপ বললেন।

এক পুত্র সমর্পণের প্রতিজ্ঞার পরিবর্তে 'এর পুত্রগুলিকে সমর্পণ করবো' এইরূপে নিখিল পুত্র দেওয়ার প্রতিজ্ঞা, তাও আবার কংসাজ্ঞা বিনাই কি করে করলেন বসুদেব—গৃহস্থ ব্যক্তি তার পক্ষে পুত্রমাত্রেরই উপেক্ষা যুক্তিযুক্ত হয় না। এর উত্তরে বলা হচ্ছে—**বিদুষাং**—বসুদেব কর্মিলোকের মতো অবিদ্বান ছিলেন না—ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যের মহাসাগর বসুদেবের পুত্রে কি অপেক্ষা। আচ্ছা, এতাদৃশ মহতের দ্বারা স্বয়ংই বধার্থে আনীত তাঁর পুত্রের বধ কংস কি করে করতে পারল? এখানেও কি তার চিত্তে একটু দয়ার উদ্রেক হল না? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**কিমকার্যমিতি**– কদর্য চরিত্র ব্যক্তি করতে পারে না, এমন কি আছে? আরও প্রশ্ন, আচ্ছা সর্বদোষ পরিহারের জন্য গার্হস্থধর্ম কেন-না ত্যাগ করলেন বসুদেব? এর উত্তরে বলা হল, **কিং দুস্ত্যজমিতি**—তিনি এই গার্হস্থ ধর্ম ত্যাগ করতে নিশ্চয়ই পারতেন, কিন্তু 'আমার পুত্ররূপে শ্রীহরি আসছেন, অহো তাঁর মুখ কবে দেখবো'—কেবল এই অভিলাষে গৃহে থাকলেন। অতএব যারা পুত্র-রূপী হরিকে হৃদয়ে ধারণ করছেন, সেই বসুদেব দেবকীর সেই হরিরূপী পুত্রে আবেশ বশতঃই অন্য পুত্রেও কোনও স্নেহ জন্মায় নি। অষ্টম পুত্রের জন্মকাল শীঘ্র এসে যাক্ এইরূপ উৎকণ্ঠাতেই প্রতিবর্ষেই একটি করে পুত্রের আধান স্বীকার করলেন এবং বালবধে নিজেদেরও পাপস্বীকার করলেন। এখানে তত্ত্ব এইরূপ, জানতে হবে॥ বি০ ৫৮॥

৫৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ সমত্বম্ পুত্রার্পণেন শত্রৌ মিত্রে চ তুল্যতাং, সত্যে প্রতিশ্রুত এব ব্যবস্থিতিং নিষ্ঠাঞ্চ দৃষ্ট্বা, অস্মান্মম ন কিঞ্চিদপ্যনিষ্টং ভবিষ্যতীতি বিভাব্যেতি ভাবঃ। সমত্বমিতি বিদ্বত্তায়া ধৃতাত্মতায়াশ্চানুবাদঃ, যো হি বিদ্বান্ ধৃতাত্মা চ ভবতি, স সমো ভবতীতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ; সত্যে ব্যবস্থিমিতি সাধুতায়াঃ। চতুর্থন্তু কংসগতমেবেতি নানুদিতম্। প্রহাসঃ সন্তোষাৎ হে রাজন্নিত্যাশ্চর্য্যেণ সম্বোধনম্॥ জী০ ৫৯॥

৫৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সমত্বম্—পুত্র-অর্পণের পাত্র বিষয়ে শত্রু-মিত্রে তুল্যতা, **সত্যে**—প্রতিশ্রুতিতে **ব্যবস্থিতিং**—নিষ্ঠা দেখে—এর থেকে আমার কিঞ্চিৎমাত্রও অনিষ্ট হবে না, এরূপ ভেবে—এরূপ ভাব। **সমত্বম্ ইতি**—'সমত্ব' পদটি বিদ্বত্তা ও ধৃতাত্মার অনুবাদ যে বিদ্বান এবং ধৃতাত্মা সেই 'সম' হয়ে থাকে। **সত্যে ব্যবস্থিতি**—সত্যে নিষ্ঠা সাধুতার অনুবাদ। ৫৮ শ্লোকের দ্বিতীয়-চরণের 'কদর্য' পদটি যে কংসগত তা প্রকাশ পেতে আর বাকী থাকছে না। **প্রহাসঃ**—হাসিতে উজ্জ্বল

৬০। **প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং নঽস্মাদস্তি মে ভয়ম।**
অষ্টমাদ্‌যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্ম্মে বিহিতঃ কিল॥
৬১। **তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ।**
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ॥

৬০। অয়ং কুমারঃ প্রতিযাতু (গৃহে প্রতি গচ্ছতু) অস্মাৎ মে ভয়ং ন হি অস্তি যুবয়োঃ (বসুদেব-দেবক্যোঃ) অষ্টমাৎ (অষ্টমগর্ভোৎপন্নাৎ) পুত্রাৎ মে মৃত্যুঃ বিহিতঃ কিল (আকাশবাণ্যা নির্দ্ধারিতঃ খলু)

৬০। মূলানুবাদ ঃ বসুদেব মহাশয়! আপনার এই কুমারকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এঁর থেকে আমার কিঞ্চিৎ মাত্রও ভয় নেই। দৈববাণীর বিধান তো আপনাদের অষ্টম পুত্র থেকেই আমার মৃত্যু।

৬১। অন্বয় ঃ আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) তথা ইতি সুতম্ আদায় (গৃহীত্বা) যযৌ (স্বগৃহং জগাম) অবিজিতাত্মনঃ (অজিতেন্দ্রিয়স্য) অসতঃ (ক্রূরস্য) তদ্ বাক্যং ন অভ্যনন্দত (ন প্রতীয়ায়)।

৬১। মূলানুবাদ ঃ বসুদেব তথাস্তু বলে পুত্র নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় কংসের বাক্যে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

হয়ে—মনের সন্তোষ হেতু। **হে রাজন্**—শ্রীশুকদেব আশ্চর্যের সহিত শ্রীপরীক্ষিতকে সম্বোধন করলেন 'হে রাজন্' বলে॥ জী॰ ৫৯॥

৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সমত্বং পুত্রেঽপি মমত্বাভাবাৎ সর্ব্বত্র সাম্যং॥ বি॰ ৫৯॥

৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সমত্বং পুত্রে মমত্বের অভাব হেতু সর্বত্র সমদৃষ্টি।

৬০। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ যুবয়োরিতি অন্যস্যাং জাতোঽপি ব্যাবর্ত্তিতঃ। বিহিতো বিধাত্রা, কিলেতি, আকাশবাণ্যাঃ প্রসিদ্ধিং দ্যোতয়তি, তয়ৈবাজ্ঞপ্ত ইতি বা॥ জী॰ ৬০॥

৬০। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যুবয়োঃ ইতি—তোমাদিগেতে জাত অষ্টম গর্ভ হতেই আমার মৃত্যু এই কথায় অন্যে জাত থেকে যে হবে না, তাও বলা হল। **বিহিতঃ**—বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। **কিল ইতি**—এই পদে আকাশবাণীর প্রসিদ্ধি প্রকাশ করা হল। অথবা, আকাশবাণীর দ্বারা আদিষ্ট॥ জী॰ ৬০॥

৬১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তথেতি তথেত্যুক্ত্বেত্যর্থঃ। তথাশব্দস্য চ ভবান্ যথা দিশতি, তথৈবাস্ত্বিত্যর্থঃ। নাভ্যনন্দত ন প্রতীয়ায়। কুতঃ? অসতঃ খলস্য মৃষৈব সৌহৃদ্যং প্রকটয়তঃ, অবিজিতাত্মনঃ অস্থিরচিত্তস্য চেত্যর্থঃ॥ জী॰ ৬১॥

৬১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তথেতি—'তথাস্তু' এইরূপ বলে। 'তথাস্তু' পদের অর্থ হল, আপনি যেরূপ আদেশ করলেন সেইরূপই হোক। **নাভ্যনন্দত**—কংসের এই বাক্য বিশ্বাস করলেন না। **কুতঃ**—কেন? **অসতঃ**—খল—এরা মিথ্যাই সৌহার্দ প্রকাশ করে থাকে! **অবিজিতাত্মনঃ**—এবং অস্থির চিত্ত॥ জী॰ ৬১॥

৬২। নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ।
কৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ॥
৬৩। সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ॥

৬২-৬৩। অন্বয় ঃ ব্রজে যে নন্দাদ্যাঃ গোপাঃ যাশ্চ অমীষাং (নন্দাদীনাং) যোষিত (স্ত্রিয়ঃ) বসুদেবাদ্যাঃ কৃষ্ণয়ঃ দেবক্যাদ্যাঃ যদুস্ত্রিয়ঃ, ভারত! (হে পরীক্ষিৎ!) উভয়োঃ অপি যে জ্ঞাতয়ঃ বন্ধুসুহৃদঃ কংসমনুব্রতাঃ (কংসানুরক্তাঃ) সর্ব্বে বৈ (সর্ব্ব এব) দেবতাপ্রায়াঃ।

৬২-৬৩। মূলানুবাদ ঃ হে পরীক্ষিত! ব্রজে নন্দাদি যে সকল গোপ, এঁদের শ্রীযশোদাদি যে সকল পত্নী, আর বলবার কি এদের যে সকল ভৃত্য আছে, এরা সকলেই দেবতা। বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিগণ, দেবকী প্রভৃতি সেই বংশের স্ত্রীগণ এবং কংসানুগত ভোজাদি যে সকল জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বন্ধু আছে তাঁরা প্রায় সকলেই দেবতা।

৬২-৬৩। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্দাদ্যা ইতি ত্রিকম্। যে চ বৃহদ্বনস্থাঃ, ব্রজে যাশ্চ তত্র যোষিতঃ শ্রীযশোদাদ্যাঃ; উক্তসমুচ্চয়ার্থোঽয়ং চ শব্দঃ সর্বত্র সম্বধ্যঃ। দ্বিতীয়শ্চশব্দঃ কৈমুত্যদ্যোতনার্থমপ্যর্থে। কিং বক্তব্যং, তে তাশ্চেতি, অমীষাং গোপানাং তদ্‌যোষিতামপি সম্বন্ধিনো যে ভৃত্যাদ্যাস্তে চেত্যর্থঃ; বৃষ্ণয়স্তুপলক্ষিতা যাদবাঃ, দেবতাশব্দেন শ্রীভগবৎপার্ষদা অপ্যুক্তাঃ।

প্রায়শব্দস্তত্র যদুষু কেষাঞ্চিদ্দৈত্যত্বাৎ। হে ভারতেতি—যথা ভরতবংশে ভবৎপিতামহাদয়ো দেবতা ইতি ভাবঃ। ভোজাদয়স্তদীয়া অপি সর্ব্বে দেবতাপ্রায়া ইত্যাহ—যে চেতি। কংসং প্রতি অনুব্রতা ভক্তায়মানাঃ, জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ, বন্ধবঃ সম্বন্ধিনঃ, সুহৃদো মিত্রাণি; ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ, কংসস্য শান্ত্যা শীঘ্রং শ্রীভগবদবতারো ন স্যাদিত্যাদিকং চিন্তয়ন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা, পরমদয়ালুতাস্মরণে নারদোক্তিরিয়ং, শীঘ্রং ভগবদবতারে কারণোত্থাপনেন জগতামেব হিতাচরণাৎ, অতস্তং প্রতি অসূয়া ন কার্য্যেতি ভাবঃ॥ জী০ ৬২-৬৩॥

৬২-৬৩। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নন্দাদ্যা—পরবর্তী তিনটি শ্লোক একই প্রসঙ্গে হচ্ছে—**নন্দাদ্যা** নন্দ প্রভৃতি বৃহদ্বনের গোপ সকল—তাঁদের পত্নী ব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীযশোদাদি গোপীগণ—এঁদের সকলেই। প্রথম 'চ' শব্দ সমুচ্চার্থে, আর দ্বিতীয় 'চ' শব্দ অপি অর্থে—কৈমুতিকন্যায় প্রকাশের জন্য;—শ্রীনন্দাদি যশোদাদি গোপ গোপীগণের কথা আর বলবার কি আছে—এদের সম্বন্ধী যে-সকল ভৃত্য স্থানীয় লোক আছে, তাঁরা সকলেই দেবতা। **বৃষ্ণয়ঃ**—এই পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে—এর দ্বারা বৃষ্ণি সাত্বত ভোজাদি সমস্ত যাদবগণকেই বোঝা যাচ্ছে। এখানে 'দেবতা' পদে শ্রীভগবৎপার্ষদগণও উক্ত হল।

দেবতাপ্রায়া—এখানে 'প্রায়' শব্দ দেওয়ার কারণ যদুগণের মধ্যে কেউ কেউ দৈত্য। **হে ভারত**—এই সম্বোধনের ধ্বনি হল—যেমন নাকি ভরতবংশে তোমার পিতামহোদয়গণ দেবতা, এইরূপ

ভাব। ভোজাদি কংসজন হলেও তারা সকলে দেবতাপ্রায়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যে চ ইতি। **কংস-মনুব্রতা**—এরা কংসের প্রতি ভক্তিতে বদ্ধ। **জ্ঞাতয়** সপিণ্ড জ্ঞাতি—**সুহৃদ্**—মিত্র। **ভগবান্**—সর্বজ্ঞ নারদ—কংসকে এইসব কথা জানালেন, কারণ কংস শান্ত হয়ে গেলে শীঘ্র ভগবৎ-অবতার হবে না, এই সব কথা চিন্তা করে। অথবা নারদের এই উক্তি জগতের প্রতি তাঁর পরমদয়ালুতা স্বভাবেই হয়েছে—কারণ শীঘ্র শ্রীভগবতবতারের কারণ উঠিয়ে ধরলে জগতের হিতাচরণ হবে। কাজেই তাঁর প্রতি অসূয়া করা উচিত নয়, এইরূপ ভাব॥ জী০ ৬২-৬৩॥

৬২-৬৩। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ নন্দাদ্যা ইতি শ্রীশুকোক্তিঃ। যদ্বা শ্রীনারদোক্তিস্তথাহি অবতরিষ্যতঃ স্বাভীষ্টদেবস্য শীঘ্র-দর্শনেন সুমানন্দয়িতুং শীঘ্রং তৎপ্রাদুর্ভাবকারণং কংসকর্তৃক বৈষ্ণবদ্রোহং প্রবর্ত্তয়ন্ দেবানানন্দয়িতুং তেন ভক্তদ্রোহেণৈব কংসঞ্চ ঘাতয়িতুং,কংসদাস্যমানখেদানামপি তেষামভিজ্ঞভক্তানাং ভগবদাবির্ভাবনিশ্চয়জ্ঞাপকায় স্বস্মৈ প্রীত্যতিশয়মাশীঃ সহস্রঞ্চ দাস্যমানানাং ভগবদ্দিদৃক্ষানন্দঞ্চ প্রবর্দ্ধয়ন্, হরির্নো পুত্রো ভবিতা নবেতি সন্দিহানৌ দেবকীবসুদেবৌ সন্দেহোচ্ছেদনেনানন্দসিন্ধুষু মজ্জয়ন্ তৈনৈব বন্ধনক্লেশোৎকর্ষমপি হর্ষবিশেষং মানয়ন্ সূচকেঽপি স্বস্মিন্ সন্তোষয়ন্ মিথ্যাসৌহার্দ্দাবিস্কারেণ সানুগকংসমপি স্বানুকূলী কুর্ব্বন্নারদোমুনিরাগত্য কংসং প্রতি রহস্যমাহ নন্দাদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। কেষাঞ্চিদ্দৈত্যত্বাৎ প্রায়শব্দ প্রয়োগঃ। ভা তামসী কান্তিস্তস্যাং রতেতি কংস সম্বোধনং। উভয়ো র্বসুদেবনন্দকুলয়োঃ॥ বি০ ৬২-৬৩॥

৬২-৬৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নন্দাদ্যা- এই 'নন্দাদি' থেকে (৬২-৬৩) দুই শ্লোক শ্রীশুকের উক্তি। অথবা—শ্রীনারদের উক্তি। কংস দেবকীর প্রথম পুত্রটি না মেরে বসুদেব দেবকীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়াতে শ্রীভগবদাগমনে বিভ্রাট সৃষ্টি হল দেখে শ্রীনারদমুনি এসে কংসের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে 'নন্দাদ্যা যে ব্রজে' ইত্যাদি কথাগুলি বললেন অদূর ভবিষ্যতে যিনি আবির্ভূত হবেন সেই নিজ অভিষ্টদেবের শীঘ্র দর্শনের দ্বারা নিজেকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলবার জন্য, সেই ভগবানের আবির্ভাবের কারণ-যে কংস কর্তৃক বৈষ্ণবদ্রোহ, তা প্রবর্তিত করিয়ে দেবতাগণকে আনন্দিত করে তুলবার জন্য, সেই ভক্তদ্রোহ দরুণই কংসের মারণকার্য সম্পাদনের জন্য এবং কংসের দেওয়া দুঃখে আকুল সেই অভিজ্ঞ ভক্ত দেবকী-বসুদেবকে শ্রীভগবদাবির্ভাবের নিশ্চয়তা জ্ঞাপক সংবাদ দিয়ে তাঁদের প্রীতির আতিশয্যে ও সহস্র আশীর্বাদে নিজেকে ভরিয়ে তোলার জন্য তাঁদের ভগবদ্দর্শনেচ্ছানন্দ উচ্ছলিত করে উঠাতে উঠাতে 'হরি আমাদের পুত্র হবেন-কি না,' এইরূপ সন্দেহ উচ্ছেদন-আনন্দসিন্ধুতে তাঁদেরকে ডুবিয়ে দিতে দিতে, আর তার দ্বারাই তাদেরকে বন্ধন-ক্লেশ দুঃসহ হলেও হর্ষবিশেষ মাননার ভাব দানকারী নিজের প্রতি তাঁদের সন্তোষ জন্মাতে জন্মাতে এবং মিথ্যা সৌহার্দ আবিষ্কারের দ্বারা নিজ অনুগত কংসকেও নিজ অনুকূলে আনতে আনতে শ্রীনারদমুনি এসে কংসের প্রতি রহস্য কথা বলতে লাগলেন—যথা নন্দাদ্যা ইতি দুইটি শ্লোকে। **দেবতাপ্রায়া**—যদুকুলের লোকজন দেবতা হলেও তার মধ্যে কেউ কেউ দৈত্যও ছিল তাই 'প্রায়' শব্দের ব্যবহার। **ভারত**—ভা+রত=তামসী কান্তি অর্থাৎ তামসী ইচ্ছা, তাতেই রত ছিল কংস, কাজেই তাকে 'ভারত' বলে সম্বোধন করলেন শ্রীনারদমুনি॥ বি০ ৬২-৬৩॥

৬৪। এতৎ কংসায় ভগবান্ শংয়ামাস নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্॥
৬৫। ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি॥
৬৬। দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে।
জাতং জাতমহন্ ,পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া॥

৬৪। **অন্বয় ঃ** ভগবান্ নারদঃ অভ্যেত্য (আগত্য) এতৎ (পূর্ব্বোক্ত নন্দ বসুদেবাদিবৃত্তান্ত) ভূমেঃ ভারায়মাণানাং (ভারস্বরূপাণাং) দৈত্যানাং বধোদ্যমঃ কংসায় শংসয়ামাস (উক্তবান্)।

৬৪। **মূলানুবাদ ঃ** ভগবান্ শ্রীনারদ উপর্যুক্ত বাক্য ও পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যগণের বধের নিমিত্ত দেবগণের উদ্যম-বৃত্তান্ত কংসের নিকট জানালেন।

৬৫-৬৬। **অন্বয় ঃ** ঋষে (নারদস্য) বিনির্গমে (প্রস্থানানন্তরং) কংসঃ যদূন্ (যাদবান্ সুরান্ ইতি মত্বা দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুং স্ববধং প্রতি (নিজবধার্থমেব অবতরিষ্যন্তং বিজ্ঞায়) দেবকীং বসুদেবং চ নিগড়ৈঃ (লৌহশৃঙ্খলৈঃ) গৃহে (কারাগৃহে) নিগৃহ্য (বদ্ধা) অজনশঙ্কয়া (অজনঃ জন্মরহিতঃ বিষ্ণুঃ তস্মাৎ যা শঙ্কা নিজমৃত্যুবিষয়িনী তয়া হেতু ভূতয়া) তয়োঃ (বসুদেবদেবক্যোঃ) পুত্রং জাত জাতং (জাতমাত্রেনৈব) অহন্ (জঘান)।

৬৫-৬৬। **মূলানুবাদ ঃ** কংস দেবকীর পুত্র বধ থেকে নিবৃত্ত-বা হয়ে পড়ে, এই আশঙ্কার নিরাশ করবার পর দেবর্ষি নারদ মথুরা থেকে চলে গেলেন। কংস তৎপর যাদবগণকে দেবতা জেনে এবং নিজবধের জন্য দেবকীর গর্ভে সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ হয়ে শীঘ্রই বিষ্ণুর আবির্ভাব হবে এরূপ জেনে দেবকী-বসুদেবকে গৃহমধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করল এবং জন্মরহিত সেই বিষ্ণুর জীববৎ জন্মশঙ্কায় তাঁদের প্রত্যেক পুত্রকে জাত হওয়া মাত্র বধ করতে লাগল।

৬৪-৬৫। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** শংসয়ামাস, স্বার্থে ণিচ্ শশংস। তদ্বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে —'ত্রিপিষ্টপাদাপতিতো মথুরোপবনে স্থিতঃ। প্রেষয়ামাস কংসায় স দূতং মুনিপুঙ্গবঃ॥ স দূতঃ কথয়ামাস নারদাগমন নৃপে। স নারদস্যাগমনং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ। নির্জগামাসুরঃ কংসঃ স্বপুর্য্যাঃ পদ্মলোচনঃ॥ স দদর্শাতিথিং শ্লাঘ্যং দেবর্ষিং বীতকল্মষম্। তেজসা জ্বলনাকারং বপুষা সূর্য্যবর্চ্চসম্॥ সোঽভিবাদ্যর্ষয়ে তস্মৈ পূজাং চক্রে যথাবিধি। আসনঞ্চাগ্নিবর্ণাভং বিসৃজ্যোপজহার সঃ॥ নিসসাদাসনে তস্মিন্ স বৈ শক্রসখো মুনিঃ। উবাচ চোগ্রসেনস্য সুতং পরমকোপনম্॥ পূজিতোঽহং ত্বয়া বীর বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। গতে ত্বেবং মম বচঃ শ্রূয়তাং গৃহ্যতাঞ্চ বৈ॥ অনুসৃত্য দিবো লোকানহং ব্রহ্মপুরোগমান্। গতঃ সূর্য্যসখং তাত বিপুলং মেরুপর্ব্বতম্॥ সোঽহং কদাচিদ্দেবানাং সমাজে মেরুমূর্দ্ধনি। সংগৃহ্য বীণাং সংসক্তামাগচ্ছং ব্রহ্মণঃ সভাম্॥ তত্র মন্ত্রয়তামেবং দেবতানাং ময়া শ্রুতঃ। ভবতঃ সানুগস্যেহ বধোপায়ঃ সুদারুণঃ॥' ইতি। পদ্মলোচন ইতি বিস্ময়েনোৎফুল্ল-লোচন ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৬৪॥

৬৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শংসয়ামাস—(কংসকে) জানালেন। এ-বিষয়ে শ্রীহরিবংশের বিশেষ বর্ণনা—"মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ স্বর্গ থেকে নেমে এসে মথুরার উপবনে বিরাজমান্ হয়ে কংসকে দূত পাঠালেন। পদ্মলোচন অতিপরাক্রমশালী কংস দূতমুখে নারদের আগমনবার্তা শুনে অমনিই নিজ পুরী থেকে বেরিয়ে পড়ল—সে সূর্যসম তেজস্বী নিষ্পাপ সর্বপ্রশংসিত অতিথি দেবর্ষিকে দেখতে পেল—পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে যথাবিধি পূজা করে তাঁকে পবিত্র আসনে বসালো। সেই কংসও আসনে বসে ইন্দ্রবন্ধু নারদ উগ্রসেনসূত কোপন স্বভাব কংসকে বলতে লাগলেন - হে বীর আমি বিধিসম্মত ভাবে তোমার দ্বারা পূজিত হয়েছি—আমার কথা এখন মনোযোগ দিয়ে শোন—দেবতাদের অনুসরণ করে আমি বিশাল মেরু পর্বতে গেলাম—কোনও একদিন। সেখানে মেরুপর্বতের শিখরে দেবতাদের সভায় বীণা হস্তে গিয়ে উপস্থিত হয়ে আমি তাঁদের এক মন্ত্রনা শুনলাম—সানুগ তোমাকে বধের মন্ত্রণা করছে তারা।" **পদ্মলোচন**—বিস্ময়ে উৎফুল্ল নয়ন ॥ জী০ ৬৪ ॥

৬৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শংসয়ামাস শশংস ॥ বি০ ৬৪ ॥

৬৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কংসের নিকট জানালেন ॥ বি০ ৬৪ ॥

৬৫-৬৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ঋষেরিতি যুগ্মকম্। ইতি অনেন প্রকারেণ বিশেষেণ পুনর্নিবৃত্তিশঙ্কাপগমাদিনা, পুরীতো নির্গমে সতি, ঋষেঃ সাক্ষাত্তত্তন্নিগ্রহে লজ্জাদ্যুৎপত্তেঃ, কিংবা তেন তেন তন্নিবারণস্যাশঙ্কয়া। মত্বা জ্ঞাত্বা, স্বস্য কংসস্য বধং প্রতি তদর্থং বিষ্ণুঞ্চ দেবক্যা গর্ভে সম্যক্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতয়া ভূতমাবির্ভূতম্। ভবিষ্যত্যপি ভূতবন্নির্দ্দেশঃ সামীপ্যাৎ তন্নির্দ্ধারণাদ্বা। যদ্বা, গর্ভে সম্ভূতং সম্ভূর্যস্য তং মত্বা; সম্ভূতিমিতি পাঠোঽপি ক্বচিৎ। তজ্জ্ঞানঞ্চ 'অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভঃ' ইতি, 'পূর্ব্বোক্তেন সমুদিতা দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্' ইতি নারদবচনাদেব জ্ঞেয়ম্ তথা চ তত্রৈব—'তত্রৈষা দেবকী যা তে মথুরায়াং পিতৃষসা। যোঽস্যা গর্ভোঽষ্টমঃ কংস স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি॥ দেবানাঞ্চৈব সর্ব্বস্বং ত্রিদিবস্য গতিশ্চ সঃ। পরং রহস্যং বেদানাং স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি॥ পরতোঽপি পরস্তেষাং স্বয়ম্ভূশ্চ দিবৌকসাম্। ততস্ত্বেতন্মহদ্ভূতং দিব্যং তে কথয়াম্যহম্॥ শ্লাঘশ্চ স হি তে মৃত্যুর্ভূতপূর্ব্বশ্চ তং স্মর' ইতি। তত্র পিতৃষসেতি—পিতৃসম্বন্ধেন স্বসেত্যর্থঃ। দেবকজনকেনাহুকেন পৌত্রী দেবকী স্বপুত্রত্বেন পালিতেতি কেচিৎ। নিগৃহ্য বদ্ধা নিজগৃহে। অজনেতি—জীববজ্জন্মরহিতস্যাপি প্রাকৃতজন্মশঙ্কয়েতি কংসস্য মৌঢ্যং সূচিতম্, কি বা অজনাদ্যা শঙ্কা ভয়ং তয়া॥ জী০ ৬৫-৬৬॥

৬৫-৬৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ঋষের্বিনির্গমে**—এই প্রকারে ঋষি 'বি' বিশেষ ভাবে চলে গেলে অর্থাৎ দেবকীর পুত্র বধ না-করার দিকে পুনরায় কংসের মনের গতি ফিরে আসার যে আশঙ্কা, তা একেবারে দূর করে দিয়ে পুরী থেকে বের হয়ে গেলে। নারদমুনির সাক্ষাতে দেবকী-বসুদেবের উপর সেই সেই অত্যাচার করতে লজ্জাদি উদয় হেতু ঋষি বেরিয়ে যাওয়ার পরই অত্যাচার করতে প্রবৃত্ত হলো কংস। কিম্বা ঋষির নিবারণের আশঙ্কায় তাঁর বেরিয়ে যাওয়ার পরই অত্যাচারে প্রবৃত্ত হল। **স্ববধং প্রতি**—কংস নিজবধ সম্বন্ধে (বিষ্ণুকেই ঘাতক জেনে)। **দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ**—

৬৭। মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজনঃ প্রায়শো ভুবি॥

৬৭। অন্বয় ঃ ভূবি প্রায়শঃ অসুতৃপঃ (নিজপ্রাণ পোষণ তৎপরাঃ) লুব্ধাঃ (বিষয়লোলুপাঃ) রাজান্ঃ মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ তথা সর্ব্বান্ সুহৃদঃ চ ঘ্নন্তি (নাশয়ন্তি) হি নিশ্চয়ার্থে।

৬৭। মূলানুবাদ ঃ একমাত্র নিজ প্রাণ পোষণেই পরিতৃপ্ত রাজ্যলোলুপ রাজগণ প্রায় সকলেই মাতা-পিতা-ভ্রাতা-সখা এবং সুহৃদ্বর্গকে বধ করে থাকে।

দেবকীর গর্ভে 'সম্যক্+ভূতং' অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্যপূর্ণভাবে আবির্ভূত। অথবা, দেবকীর গর্ভে উৎপত্তি যার, সেই বিষ্ণুকে জেনে। সেই জানাটা হল এইরূপ—'এই দেবকীর অষ্টমগর্ভ তোমাকে বধ করবে' এবং এইরূপ পূর্ব উক্তিদ্বারা প্রকাশিত দৈত্যদের বধের উদ্যোগ হচ্ছে—শ্রীনারদের বচন থেকে এইরূপই জানা হল কংসের। সেই হরিবংশে সেই স্থানেই শ্রীনারদের উক্তি এইরূপ আছে, যথা 'হে কংস! মথুরাতে তোমার ভগিনী দেবকীর অষ্টমগর্ভ তোমার মৃত্যু অর্থাৎ ঘাতক হবে। স্বর্গের দেবতাদের সর্বস্ব এবং গতি, বেদের পরমরহস্য ঈশ্বরেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর এবং স্বয়ং জাত যিনি সেই মহদ্ভূত দিব্যের কথাই তোমাকে বলছি—সর্ব প্রশংসনীয় সেই পরমেশ্বরই পূর্বেও তোমার ঘাতক ছিল। ভূতপূর্ব সেই তোমাকে স্মরণ কর।' **পিতৃস্বশা ইতি**—পিতার সম্বন্ধে ভগিনী। **নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে**—শৃঙ্খলের দ্বারা বেঁধে রাখলো নিজগৃহে। **অজন শঙ্কয়া**—বিষ্ণু জন্মরহিত হলেও তাঁর জীববৎ প্রাকৃত জন্ম আশঙ্কায়—এতে কংসে মূঢ়তা সূচিত হল॥ জী০ ৬৫-৬৬॥

৬৫-৬৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতীতি পূর্ব্বশত্রু বিষ্ণুর্দেবক্যামাবির্ভূয় ত্বাং বধিষ্যতীতি নারদেনোক্তং তত্তৎ সর্ব্ব এব শুশ্রূবুশ্চেত্যপি জ্ঞেয়ম্। অজনো বিষ্ণুস্তচ্ছঙ্কয়া॥ বি০ ৬৫-৬৬॥

৬৫ ৬৬। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ স্ববধং প্রতি বিষ্ণুঞ্চ মত্বা—পূর্বশত্রু বিষ্ণু দেবকী থেকে জন্ম নিয়ে তাকে বধ করবে, একথাও নারদের মুখে শুনেছিল কংস এবং সবকিছুই বিশ্বাসও করে নিয়েছিল। **অজনোশঙ্কয়া**—বিষ্ণু—তার ভয়ে॥ বি০ ৬৫-৬৬॥

৬৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্থ বালান্ ঘ্নন্ কংসঃ কথং ন লজ্জতে? তত্রাহ—মাতরমিতি, মাত্রাদীনাং যথোত্তরং স্নিগ্ধত্বেন ন্যূনতা, মাতরমপি ঘ্নন্তি, কিমুত পিতরমিত্যেবং, হি নিশ্চয়ে। যতো যে অসূন্ নিজপ্রাণান্ এবতর্পয়ন্তি ইত্যসুতৃপঃ রাজ্যাদিলুব্ধাঃ, তে মাত্রাদীন্ ঘ্নন্তি, প্রায়শ ইতি তেঽপি ন সর্ব্ব ইতি তস্যাত্যন্তাধমত্ব-বিবক্ষয়া॥ জী০ ৬৭॥

৬৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আচ্ছা বালক বধ করতে কংস কেন লজ্জিত হল না? এর উত্তরে **মাতরং**—মাতা পিতা ইত্যাদির মধ্যে মাতা থেকে পিতা আদি পরপর স্নিগ্ধতায় কম। মাকেও হত্যা করে পিতার কথা আর বলবার কি আছে। **হি**—নিশ্চয়ই করে।

৬৮। আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্‌বিষ্ণুনা হতম্।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ সঃ ব্যরুধ্যত॥
৬৯। উগ্রসেনঞ্চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীকৃষ্ণাবতার উপক্রমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

৬৮-৬৯। অন্বয়ঃ সঃ (কংসঃ) আত্মানং প্রাক্ (পূর্ব্বজন্মনি) বিষ্ণুনা হতং মহাসুরং কালনেমিং (হিরণ্যাক্ষপুত্রম্) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) সঞ্জাতং (কংসরূপেণ জাতং) জানন্ যদুভিঃ ব্যরুধ্যত (বিদ্বেষমকরোৎ) যদু ভোজান্ধকাধিপং (যদু ভোজাদীনামধিপতিং) পিতরং উগ্রসেনং চ নিগৃহ্য (কারাগারে নিক্ষিপ্য) মহাবলঃ স্বয়ং শূর সেনান্ (তন্নামকজনপদান্)বুভুজে (উপভুক্তবান্)।

৬৮-৬৯। **মূলানুবাদঃ** পূর্বে যে মহাসুর কালনেমি বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়েছিল, আমি সেই এবার মথুরায় জন্ম নিয়েছি, এ সংবাদ নারদের কাছ থেকে শুনে মহাবল কংস যাদবগণের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকল। অন্যের কথা আর কি, যদু ভোজ-অন্ধক বংশের অধিপতি নিজ পিতাকে পর্যন্ত স্বয়ং নিগ্রহ করে শৌরসেন দেশাদি ভোগ করতে লাগল।

অসুতৃপো—যেহেতু যারা নিজের প্রাণের তৃপ্তি বিধানে ব্যস্ত, যেই **অসুতৃপ**—রাজ্যাদিলুব্ধ। তারা মাতা প্রভৃতিকে বধ করে। **প্রায়শো ইতি**—তাদের মধ্যে সকলেই যে, তা নয়—কংসের অত্যন্ত অধমত্ব বলার ইচ্ছায় এই 'প্রায়শো' পদটি দেওয়া হল॥ জী০ ৬৭॥

৬৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কংসাদীনাং দুর্জনানামেতন্ন চিত্রমিত্যাহ মাতরমপি কিমুত পিতরমিত্যেবং যথাপূর্ব্বং গুরুত্বাধিক্যং॥ বি০ ৬৭॥

৬৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** দুর্জন কংসাদির এ কিছু আশ্চর্য নয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মাতরং ইতি। মাকেও মেরে ফেলে, পিতার কথা আর বলবার কি আছে, এই ভাবে সুহৃদ্ থেকে পূর্ব পূর্বটির অধিক গুরুত্ব॥ বি০ ৬৭॥

৬৮-৬৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বিষ্ণুনা নিজশক্ত্যা জগদ্ব্যাপকেনেতি হননে সামর্থ্যমুক্তম্। জানন্নিতি—'ভূতপূর্ব্বঞ্চ তং স্মর' ইতি শ্রীনারদবচনাদেব, পূর্ব্বজন্মস্মরণাৎ॥

ন চ কেবলং তৈঃ সহ, স্বপিত্রাপীত্যাহ—উগ্রেতি। হদুভোজান্ধাধিপমপি নিগৃহ্য বদ্ধাঽতিক্রম্য বা স্বয়ং বুভুজে, যতো মহদ্বলং সামর্থ্যং দৈত্যসেনা বা যস্য সঃ। ভোজানীনাং যদুত্বেঽপি পৃথগুক্তিস্তেষাং তেষু প্রাধানানামপ্যধিপ ইতি বিবক্ষয়া। শূরসেনানিতি মাথুরাংস্তৎপূর্ব্বমেব তদনুজ্ঞামতিক্রম্য বুভুজ ইতি দ্যোতিতম্॥ জী০ ৬৭-৬৯॥

৬৮-৬৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিষ্ণুনা**—এই পদে নিজশক্তি দ্বারা জগদ্-ব্যপকতা হেতু হননে সামর্থ্য বলা হল। **জানন্ ইতি**—জানতে পেরে—"ভূতপূর্ব সেই তোমাকে স্মরণ কর" শ্রীনারদের এই উপদেশ হেতুই স্মরণ—তাই পূর্ব জন্মের কথা জানতে পেরে।

কেবল যে তাঁদের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার আরম্ভ করল তাই নয়, নিজের পিতা উগ্রসেনাদির সঙ্গেও আরম্ভ করল। যদুকুলের মধ্যে বিভিন্ন শাখা। যদুভোজাদির প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের শৃঙ্খলে বদ্ধ করে কিম্বা অপমানিত করে নিজে সব ভোগ করতে লাগল। কারণ সে মহাবলবান, প্রচুর সামর্থ্যের অধিকারী। অথবা, তাঁর বহু দৈত্য সেনা আছে। ভোজগণ যদু হলেও তাদের যে পৃথক্ উক্তি হল, তা এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁরা রাজা, এই বিচারে। **শূরসেনান্ ইতি**—মথুরামণ্ডলের পূর্বদিকের দেশসমূহ ভোগ করতে লাগলো, ভোজাদিকে অতিক্রম করে॥ জী০ ৬৮-৬৯॥

৬৮-৬৯। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** জানন্ নারদবচনাৎ। শূরসেনান্তর্গতত্বান্মাথুরানপি॥ বি০৬৮-৬৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

৬৮-৬৯। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ জানন্**—নারদের বাক্য থেকে জানতে পেরে। মথুরা শূরসেন দেশের অন্তর্গত; কাজেই শূরসেন বলাতেই বোঝা যাচ্ছে, মথুরা সম্বন্ধীয় দেশ সমূহও ভোগ করতে লাগল॥ বি০ ৬৮-৬৯॥

শ্রীরাধাচরণ-নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু শ্রীবৃন্দাবনবাসী দীনমণিকৃত
দশম প্রথম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।